সদালাপ

১

সদালাপ।

প্রথমখণ্ড।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥

[ভরদ্বাজোক্তি।]

শ্রীমুকু   ধ্যাপাধ্যায়
সঙ্কলিত।

১৩১৮।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

Benares Cant :
Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal
Shastra Prakasak Samiti Press,
and Published by
Batuk Deb Mookerjea for the copyright holders
"The Som Deb Satkarma Bhandar."

উৎসর্গ।

যে পুত্ররত্ন তিন বৎসর মাত্র বয়সে তাহার পূজ্যপাদ পিতামহদেবের শ্রীচরণে "নম নম" বলিয়া ফুল দিয়া প্রত্যহ পূজা করিত; যাহার রূপে এবং গুণে মুগ্ধ হইয়া, কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না; যে কখন একটী মিথ্যা কথার ব্যবহার বা কখন কোন প্রকারে স্বীকৃতির অপালন করে নাই; যে রোগীর ও গুরুজনের সেবায় এবং শোকার্ত্তের সান্ত্বনায় সকলের অগ্রণী হইত; যাহাকে কেহ কখন কোন বিষয়ের জন্য ক্রোধ বা কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখে নাই; যাহার স্বদেশী-প্রীতি এবং আর্য্যশাস্ত্রে ভক্তি সুগভীর অথচ সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জ্জিত ছিল; যাহার মন দরিদ্রের জন্য সর্ব্বদা সহানুভূতিপূর্ণ থাকিত; যাহার হাসি মুখের সুমিষ্ট সারগর্ভ কথার জন্য তাহার বয়োজ্যেষ্ঠগণ সানন্দে তাহার মতাবলম্বী হইতেন; যাহার সাংসারিক সকল বিষয়েই উচিত অনুচিতের ঠিকানা করা থাকিত, কখন মতস্থির জন্য কালবিলম্ব দেখা যাইত না; যাহার জীবনের অচিন্তনীয় ঘটনা পরম্পরায় বহু মহাপুরুষ সংস্রব এবং তীর্থদর্শনাদি কার্য্য উনবিংশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছিল; যাহার উপরে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীদিগের সকলের প্রাণ পড়িয়াছিল; যাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির আনন্দ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল; যাহার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রদাতা মহাপুরুষ সমক্ষে ৺বারাণসীধামে সোমবার একাদশীর দিন ধ্রুবযোগে এক বৎসর হইল,

মুনিঋষিদিগের লোভনীয় ভাবে সহজে সজ্ঞানে বন্ধন মুক্তি হইয়া মহা
পারে অমৃতে সংযোগ ঘটিয়াছিল; সেই সুচরিত্র সুপুত্র ৺সো
মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতিকে উৎসর্গ করিয়া বহু মহাপুরুষের
এবং উক্তিসংস্পৃষ্ট বলিয়া সুচরিত্র গঠনের সহায়ক ও জাতীয়
শক্তির সম্বর্দ্ধক হইবে মনে করিয়া এই 'সদালাপ' সংগ্রহ স্ব
আবালবৃদ্ধ বনিতার হস্তে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অর্পণ করিলাম।

বাঁকিপুর
শ্রাবণ কৃষ্ণাএকাদশী
১৩১৮

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

মুখবন্ধ।

সদালাপে সংগৃহীত রত্নগুলির অধিকাংশই প্রাচীন কাল হইতে মানবের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে ভূমণ্ডলের একাধিক ভাষায় মুদ্রিত আছে; তবে এই সংগ্রহে সকল কথাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনটী কোথা হইতে প্রাপ্ত তাহার কিছু কিছু 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশের সময় বলা হইয়াছিল।

এগুলি পরিবারবর্গের এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত পড়ায় খানিকটা সময় আনন্দে কাটিতে পারে। প্রবন্ধ গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সেই জন্য রেলে, ট্রামে, নৌকায় ও ঘোড়া গাড়ীতেও পড়া চলিতে পারে।

এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রতি প্রীতিপোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাল কথা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এমন হিন্দু নামধেয় ব্যক্তি আছেন, যিনি মুসলমান মহাপুরুষদিগের প্রশংসা দেখিলেই চটিয়া আগুন। এমন মুসলমানও আছেন যিনি সম্রাট আরঙ্গীবের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তিবশতঃ ঐ সম্রাটের ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনাকে "মুসলমান বিদ্বেষের" পরিচায়ক মনে করেন। কাহারও বা অলৌকিকের সংশ্রবে বা মূর্ত্তিপূজার উল্লেখে মনের এমন অবস্থা হয় যে তাঁহারা ঐ বিষয় সংস্পৃষ্ট কোন উপদেশে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষয়েও নানা মতভেদ। এরূপ দুরূহ স্থলে কর্ত্তব্য কি?

আমার মনে হয় যে, পাঠকগণ প্রথম একবার সমস্তটা তাড়াতাড়ি পড়িবার সময় যে গুলি ভাল না লাগে, সে গুলি যদি পেন্‌সিলের দাগ দিয়া কাটিয়া দেন এবং দ্বিতীয় বারে সে গুলি না পড়েন, তাহা হইলে

এই সংগ্রহ হইতে সকলেরই নির্ম্মল আনন্দ লাভ ঘটিতে পারে। একজন কাটিয়া দিবেন সেইটাই হয়ত আর একজনের খুব ভাল লাগি ফলতঃ এই পুস্তক সম্বন্ধে যে ব্যবহারকরিতে অনুরোধ করিতেছি, জীবনে সকলের সহিত ব্যবহারেই সেই প্রকার উপায় অবলম্বন ক সকলেরই মনে শান্তি এবং আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। যে বিষয়ে সহিত মতের মিল হইতেছে না দেখা গেল, তাঁহার সহিত সে বি আলোচনা অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়া এবং তাঁহার সহিত যে যে মতের মিল আছে বা থাকিবার সম্ভাবনা কেবল সেই সকল বিষ আলোচনা করা সঙ্গত। উহাতে সকল মানব-ধর্ম্ম-সূত্রের মূ সহানুভূতির এবং প্রীতির বৃদ্ধি হইবার কথা।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সদালাপ।

১। স্বধর্ম্মে ভক্তি কিরূপে রক্ষা হয়।

যখন ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় অনাস্থা ও স্বধর্ম্মে অভক্তি খুবই বাড়িতেছিল সেই সময় পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। প্রথম দিনই ভূগোল পড়াইতে পড়াইতে মাষ্টার রামচন্দ্র মিত্র বলেন "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" পিতৃভক্ত পূজ্যপাদ ৺ভূদেব বাবু গৃহে উপস্থিত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা পৃথিবীর আকার কি রকম?" তাঁহার পিতা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরমসাধক পূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই বলিয়া তিনি গোলাধ্যায় পুস্তকে দেখাইয়াদিলেন "করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" পরদিন রামচন্দ্র বাবুকে গোলাধ্যায়ের ঐ অংশটি দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল। তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈকি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী পুস্তক পাঠ কালে যখনই কোন নূতন কথা শুনিতেন বা কোন ইংরাজ কবির লেখায় কোন উচ্চ ভাব দেখিতেন তখনই তাঁহার পিতার নিকট সেই কথা বলিলে তিনি দেখাইয়া দিতেন যে সংস্কৃত ভাষায় তাহার অনুরূপ বা তদপেক্ষা আরও

উচ্চতর কথা আছে। এইরূপে ইংরাজী শিক্ষা হওয়ায় তাঁহার আত্মগৌরব রক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মে ভক্তি অচলা ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় কার্য্যশৃঙ্খলতা শিক্ষার জন্য যত্ন সহ সকল হিন্দু মুসলমানের যাহাতে স্ব স্ব ধর্ম্মে ভক্তি থাকে তাহার ব্যবস্থা করা এক্ষণে একান্তই প্রয়োজনীয়। শিক্ষক রামচন্দ্র বাবু প্রকৃতই বলিয়াছিলেন যে সকল হিন্দু ছাত্রের ঘরে শাস্ত্র শিক্ষার ওরূপ সুবিধা নাই। কিন্তু এরূপ শিক্ষা না পাইলেও প্রকৃত পক্ষে উচ্চ ধরণের লোক প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব।

২। সততা জর্ম্মন কৃষক।

জর্ম্মনিতে যুদ্ধকালে কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কোন কাপ্তেন অশ্বের আহার জন্য ঘাষ ভূষি ও শস্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন। চারিদিকেই শুষ্ক মাঠ। কাপ্তেন একজন চাষাকে ধরিয়া বলিলেন "কোথা ফসল আছে দেখাইয়া দে।" চাষা অগত্যা পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। একটা জঙ্গল পারে নিম্নভূমিতে ফসল ছিল। কাপ্তেন উহাই কাটিতে চাহিলেন। চাষা বলিল "আর একটু আগে চলুন।" অনেকটা পথ যাওয়ার পর চাষা ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল। সৈন্যেরা সমস্ত ছোলার গাছ উপড়াইয়া বোঝা বাঁধিয়া ঘোড়ার উপর তুলিয়া ছাউনির দিকে চলিল। অনর্থক হাঁটানয় অসন্তুষ্ট কাপ্তেন রাগিয়া বলিলেন "প্রথম ক্ষেত্রের ফসলও ভাল ছিল। অনর্থক এতটা হাঁটাইলে কেন?" চাষা উত্তর করিল "মহাশয়! এ ক্ষেতটা আমার, যখন দাম দেওয়া হইবে না, তখন পরের ক্ষেত দেখাই কিরূপে?"

৩। সৌজন্য বেয়ালার ওস্তাদ।

ভিয়েনা নগরে একজন অন্ধ বৃদ্ধ ভিক্ষুক পথের ধারে বসিয়া

বেহালা বাজাইত। টুপি চিত করা পড়িয়া থাকিত। দয়ালু ব্যক্তিরা দয়া করিয়া তাহার টুপির ভিতর কেহ কেহ এক একটী তাম্রখণ্ড ফেলিয়া দিতেন। একদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুমাত্র না পাইয়া বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ মনে বেহালা ধরিয়া বসিয়াছিল। একজন ভদ্রলোক পথে যাইতে যাইতে উহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন "ভাই! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, আমাকে বেহালাটা একবার দাও, আমি একটু বাজাই, দেখি কেহ ভিক্ষা দেয় কিনা।" বেহালায় সুর বাঁধিয়া আগন্তুক বাজাইতে আরম্ভ করিলে অন্ধের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। বাজনার মাধুর্য্যেই তাহার যেন দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইতে লাগিল। পথের লোকও সেই বাজনা শুনি-বার জন্য দাঁড়ানয় ভিড় লাগিয়া গেল। বৃদ্ধের টুপি অল্প সময়ের মধ্যে স্বর্ণ এবং রজত খণ্ডে ভরিয়া গেল। ভিয়েনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইউরোপ-বিখ্যাত বেহালার ওস্তাদ বৃদ্ধের উপকারার্থে বেহালা বাজাইতেছিলেন। স্বোপার্জ্জিত টাকা হইতে তিনি একটা মোহর দিলে 'দান' হইত কিন্তু এতটা সৌজন্য প্রকাশিত হইত না।

৪। সহৃদয়তা — স্কুলের ছেলে।

কলিকাতার কোন স্কুলে দুইটী খুব ভাল ছেলে পড়িত। উহারা প্রতি পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। পরীক্ষার পূর্ব্বে একজনের মাতার পীড়া হইল। সেই কারণে প্রায় দুইমাস উহার পড়া-শুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মাতৃ-বিয়োগের পর সে আসিয়া পরীক্ষা দিলে সকলেই স্থির করিয়াছিল যে খুব ভাল ছেলে হইলেও এবারে সে প্রথম স্থান পাইবে না—যে দ্বিতীয় হইত সেই এবারে প্রথম হইবে। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তাহাতে দেখা গেল, যে প্রথম হইত সেই প্রথম হইয়াছে। যে দ্বিতীয় হইত সে দ্বিতীয়ই আছে।

সদালাপ।

শিক্ষকের বড়ই কৌতুহল হইল। উভয়ের উত্তরের কাগজ চেষ্টা করিয়া মিলাইলে জানিলেন যে, প্রতি প্রশ্নের কাগজেই দ্বিতীয় বালক কিছু কিছু উত্তর লেখে নাই। কিন্তু যে সকল উত্তর ঐ বালক লেখে নাই তাহা কঠিন নহে; বরং সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে সেই গুলিই সহজ। শিক্ষক এই কথা বালককে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "ও আমার চেয়ে ঢের ভাল ছেলে। ওর মার রোগ ও মৃত্যুর জন্যই 'এবারে' আমি হয়ত পরীক্ষায় প্রথম হইতাম। তাহা কি উচিত? এই জন্য, আর ওর এ সময়ে প্রথম হইলে তবু একটু সুখ হইবে বলিয়া ওরূপ করিয়াছিলাম। আমার মা আছেন। ওর ত আর নাই! কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবেন না। আপনি এত খোঁজ করিতে গেলেন কেন?" শিক্ষক বলিলেন "তুমি সব চেয়ে বড় যে পরীক্ষা—মহত্ত্বের পরীক্ষা—তাহাতে প্রথম হইয়াছ এবং যাবজ্জীবন থাকিবে। স্কুলের পরীক্ষা তাহার নিকট নগণ্য।"

৫। সত্যরক্ষা — নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন ব্রাইরেনের সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িতেন তখন একজন ফলওয়ালীর নিকট ধার করিয়া ফল খাইতেন। বাড়ী হইতে টাকা আসিলেই ধার শুধিতেন কিন্তু ফল ভালবাসিতেন বলিয়া ধার সর্ব্বদাই হইত। যখন পড়া শেষে স্কুল ছাড়িয়া যান তখনও কয়েক আনা ধার ছিল। নেপোলিয়ন ফলওয়ালীকে বলিলেন "এখন শোধ দিতে পারিব না। কিন্তু আসিয়া একদিন শোধ দিব।" ফলওয়ালী বলিল "তোমাকে অনেক বেচিয়াছি। এমন খরিদদার কোন ছেলেই নয়, ও কয় আনার জন্য এসে যায় না।"

বহু বর্ষ গত হইল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হইয়াছেন। একদিন ব্রাইরেনের সামরিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন। ধূমধাম সমস্ত

দিন হইল। সন্ধ্যার পর সম্রাট ফলওয়ালীর বাড়ী গেলেন ও ভাল ফল চাহিয়া লইয়া ছেলেবেলার মত খাইতে বসিলেন। বলিলেন "আজ এখানে সম্রাট আসিয়াছেন ?" বৃদ্ধা বলিল "হাঁ তিনি বাল্যকালে এইখানে পড়িতেন এবং আমার খুব ভাল খদ্দেরও ছিলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "দাম দিতেন ত ?"—বৃদ্ধা বলিল "হাঁ দাম দিতে কখন বাকী থাকিত না।" তখন নেপোলিয়ন বলিলেন "তিনি সম্রাট হইয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার অযথা তোষামোদ করিতেছ। এখনও তোমার কয় আনা পাওনা আছে—আর এতদিন সম্রাট তাহা দেন নাই!" বৃদ্ধা তখন ভাবে ও স্বরে বুঝিতে পারিয়া আনন্দে সম্রাটকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। নেপোলিয়ন বৃদ্ধাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিলেন। তাহার কন্যার বিবাহের ভার লইলেন এবং সামরিক বিদ্যালয়ে বৃদ্ধার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

৬। সহানুভূতির সুখ বিসমার্কের চুরুট।

কোণিগ্রাট্জের যুদ্ধে প্রুসীয়েরা অষ্ট্রীয়ার সামরিক বল চূর্ণ করিয়া দেয়। সেই যুদ্ধের দিন অনবরত ছুটাছুটিতে পরিশ্রান্ত প্রুসীয় মন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক পকেটে একটি চুরুট বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন যে যুদ্ধশেষে কোথাও হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া চুরুটটীর ব্যবহারে শ্রান্তিদূর করিবেন। রণস্থলে একজন জর্ম্মাণ সৈনিক আহত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আকর্ষিত হইয়া বিসমার্ক ঘোড়া হইতে নামিলেন, কিন্তু উহাকে কি দিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। পকেটে টাকা মোহর ছিল। যাহার মৃত্যু সন্নিকট তাহার টাকায় কি হইবে ? চুরুটটীর কথা মনে পড়িল। তাহা ধরাইয়া বিসমার্ক উহার মুখে দিলেন। সৈনিক চুরুটটী টানিতে আরম্ভ করিলেই তাহার

সদালাপ।

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে যে আনন্দের রেখা আসিল ও নয়নে যে কৃতজ্ঞতার সজল-দৃষ্টি আসিল তাহার উল্লেখে আধুনিক জর্ম্মণির সকল উন্নতির মূল প্রিন্স বিসমার্ক বলিতেন "যে চুরুটটির ধূমপান আমি করি নাই, তাহার মত আনন্দ উপভোগ অন্য কোন চুরুট হইতে আমার হয় নাই।"

৭। সহানুভুতির সুখ জ্বরের তৃষ্ণা।

কোন সময় গ্রীষ্মকালে পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বাত-শ্লেষ্মাজ্বরের বিষম তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। কবিরাজ বিন্দুমাত্র জল দিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন দুইটী ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া সামনে বসাইয়া ডাব, সরবত, তরমুজ প্রভৃতি খাওয়াও। তাহা করিতেই ঐ পবিত্রচেতা মহাপুরুষের তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের মুখে যাঁহারা পিতৃপুরুষকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইতে অভ্যস্ত—আর্য্যশাস্ত্রের পবিত্র উপদেশে যাঁহাদের চরিত্র গঠিত—"তস্মিন্ তৃপ্তে জগৎ তৃপ্তং"—এবং সর্ব্বঘটে নারায়ণ এই মহৎভাব তাঁহারা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে সহজেই সক্ষম। আজও ভাল হিন্দু গৃহস্থমাত্রেরই নিমন্ত্রিতদিগকে সময়ে খাওয়াইতে না পারিলেই কষ্ট হয়; উহাঁদের ভোজন আরম্ভ হইলেই আর কষ্ট থাকে না।

৮। সহৃদয়তা মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

একদিন মহারাণী ভিক্টোরীয়া চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া ভ্রমনে বাহির হইয়াছিলেন। ঐ গাড়ীরে আগে ও পিছনে কয়েকটী অশ্বারোহী শরীররক্ষক সৈনিক ঘোড়া দৌড় করাইয়া যাইতেছিল। ঐ সময়ে একটি ছোট কফীন [শবাধার বাক্স] হস্তে একটি দরিদ্র লোক পত্নী ও কন্যাসহ গোরস্থানে শিশু সন্তানকে কবর দিতে যাইতেছিল। উহারা সামনে পড়িলে মহারাণী উহাদের পাশে ফেলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া আগে চলিয়া

যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। যতক্ষণ উহারা বড় রাস্তা দিয়া চলিল ততক্ষণ মহারাণীর দলও ঐ শোকের মিছিলের অনুগামী হইয়া অতীব ধীরে ধীরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আদিষ্ট হইল। গোরস্থানের গলিতে তাহারা প্রবেশ করিলে মহারাণীর দল বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। যে কেহ এই সৌজন্য দর্শন করিয়াছিল সেই রাজ্ঞীর মহানুভবতায় তৃপ্ত হইয়াছিল। ৺মহারাণীর মন প্রজাসম্বন্ধে এইরূপ সহানুভূতি পূর্ণ ছিল বলিয়াই উহাঁর এত গৌরব।

৯। সহৃদয়তা ইটালির রাণী।

কোন সময়ে ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাণী মারঘারিটা আল্‌পস পর্ব্বতে উঠিতে ছিলেন। পথে ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাত আরম্ভ হইল। আলপাইন ক্লবের একটী ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া রাণী ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর আশ্রয় লইলেন। ভ্রমণকারী নানাদেশীয় আরও জন কয়েক লোক ঐ কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল। রাণী আসিতেই উহাঁরা কুটীরের বাহির হইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলেন। রাণী বলিলেন "এ দুর্য্যোগে আপনারা সকলেই আমার দেশে ও এই ঘরে আমার অতিথি। সকলের বসিবার স্থান না হউক, সকলেরই দাঁড়াইবার স্থান হইবে। একত্রেই থাকা যাউক।"—যাহার পদ যত উচ্চ তাহার ততই অধিক সৌজন্যের প্রয়োজন হইলেও সৌজন্য সকলেরই থাকা সঙ্গত। রাণীর এই ব্যবহার এদেশের রেলের যাত্রিগণ স্মরণ করিলে অনেক রাগারাগি ঠেলাঠেলি পৃথিবী হইতে কমিয়া যায়। "বসিবার স্থান না হউক দাঁড়াইবার স্থান হইবে।" এ কথা কয়জন বলেন। আর্ত্তের, স্ত্রীলোকের, বৃদ্ধেরও শিশুর সুবিধার জন্য নিজেদের একটু অসুবিধা যে না করে সে ত অভদ্র। যে কেহই অপরের জন্য ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করে সেই প্রকৃত ভদ্র। প্রত্যেক অপরিচিত ব্যক্তিকেই বন্ধু ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

১০। কৃতজ্ঞতা কারিকরের খরচ।

কোন কারিকরকে তাহার মনিব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে তোমার টাকা তুমি কিরূপে খরচ কর। কারিকর উত্তর করে "অর্দ্ধেক খরচ করি, সিকি ধার দিই এবং সিকিতে দেনা শোধ করি। অর্থাৎ অর্দ্ধেক খাওয়া দাওয়াতেই যায়; সিকিতে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করি এবং সিকি ভাগ পিতা মাতাকে পাঠাই।"—ছেলে মেয়েরা কখন ঐ দেনা শোধ করিবে কলিকালে সে আশা না রাখাই ভাল! কিন্তু পিতা মাতার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা পোষণ সকল যুগেই সকলেরই প্রয়োজনীয়।

১১। দয়া সুইডেনের হাঁসপাতাল।

সুইডেনের রাজার ভগিনী প্রিন্সেস্ ইউজিনী তাঁহার হীরা মুক্তার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া একটী হাঁসপাতাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রোগীদিগের শুশ্রূষা জন্য ঐ হাঁসপাতালে তিনি সর্ব্বদাই যাইতেন। একটী রোগী তাঁহার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। রাজকুমারী ইহা দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন —"আমার হীরকখণ্ড-গুলিকে আমি আবার দেখিতে পাইতেছি।"

১২। উন্নতির উপায় জনকরাজা।

যখন যে কার্য্য মনে করিবে তাহা যতদূর ভাল করিয়া করিতে পার ততদূর ভাল করিয়া করিবে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "যাহা করার উপযুক্ত তাহা ভাল করিয়া করারই উপযুক্ত" [what is worth doing is worth doing well] মনে এই ভাব রাখিয়া কার্য্য করাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নতি। ইহার উপর আর্থিক উন্নতিও অনেক সময়ে হইয়া থাকে;

তাই ইহাকে উন্নতির উপায় বলা হয়। আমাদের সকল কাজই পূজাভাবে উৎকৃষ্টরূপে করিতে আদেশ। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং, —হে জগন্মাতা দিনরাত যাহা কিছু করি তাহা যেন তোমার পূজাভাবেই [পবিত্র মনে ভক্তি ও প্রেমের সহিত] করি। জনক রাজা অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এইভাবে কার্য্য করিয়াই রাজর্ষি পদবাচ্য ছিলেন। রাজ্য, ধন, সমস্তই ভগবানের—তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন—এই দাসভাবের কার্য্যে লোভ, ক্রোধ অমনোযোগ, অবহেলা প্রভৃতি একেবারে অন্তর্হিত হয়।

১৩। উন্নতির উপায় মার্কিন গ্রাজুয়েট।

মার্কিন দেশে কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন যুবক দারিদ্র্য কষ্টে পড়িয়া একজন প্রধান সওদাগরের আফিসে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। সওদাগর বলিলেন, "উপযুক্ত কাজ খালি নাই।" যুবক বলিল "যে কোন কাজ দিন। আমার প্রকৃতই অন্নাভাব হইয়াছে।" সওদাগর বলিলেন "অমন সকলেই বলিয়া থাকে যে 'যে কোন কাজ' করিবে তারপর কাজ দিলে তাহা মনের মত হয় না।" যুবক বলিল "পূর্ব্বে সেইভাব ছিল বটে, কিন্তু এখন হাতে কিছুমাত্র নাই এজন্য আজ আমি মনে করিয়া আসিয়াছি যে, যে কাজই হউক না তাহাই করিব। ভগবান উহাই আমার জন্য রাখিয়াছিলেন মনে করিয়া করিব।" সওদাগরের মনে হইল ইহাও ছেঁদো কথা। প্রকৃত এরূপ মন পাশ-করা ছেলেদের হয় না। তিনি বলিলেন "অফিসে ঢুকিবার রাস্তাটা মেরামত করার জন্য মজুরেরা উহা খুঁড়িতেছে, তুমি কি উহাদের সহিত রাস্তা খুঁড়িয়া চারি আনা রোজ লইবে?" যুবক বলিলেন "তাহাই করিব।" সওদাগর উহাঁকে একটি গাঁতি দিয়া কাজে লাগানর জন্য দরোয়ানকে হুকুম

দিলেন। যুবক খানিকটা রাস্তা চিহ্নিত করিয়া লইয়া খুঁড়িতে লাগিলেন। পাথরের খোয়া গুলি খুঁড়িয়া একধারে সরাইয়া পরিষ্কারভাবে সাজাইলেন এবং কোদাল দিয়া ও হাত দিয়া নুড়ি সরাইয়া ঐ খোঁড়া স্থানও পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। অপর মজুরেরা যেখানটা খুঁড়িয়াছিল সে থানটায় সেদিন বৈকালে আফিস হইতে যাওয়ার সময় পাথরের নুড়ি ছড়ান থাকায় সওদাগরের গাড়ীতে হেঁচকা লাগিল—পাশ-করা যুবক যেখানটায় কাজ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে থানটায় সেরূপ হইল না। সওদাগর লক্ষ্য করিলেন যে শিক্ষিতের ও সুভদ্রের উপযুক্ত কাজ বটে? পরদিন ঐ যুবককে মজুরদের সর্দ্দারী করিতে দিলেন এবং ॥০ রোজ দিলেন। রাস্তাটী এরূপ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল যে অন্য কোন রাস্তা সেরূপ হয় নাই। সর্দ্দার সর্ব্বত্র স্বহস্তে উঁচু নীচু ঢালু প্রভৃতি ঠিক করিতেছিল। যত্ন ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটিই হয় নাই। সওদাগর ক্রমে উহাকে অন্যান্য কাজের পরিদর্শনের ভার দিলেন। সব কাজই নিখুঁত হইতে লাগিল। ক্রমে যুবক সওদাগরের অংশীদার ও প্রধান কার্য্য-কারক হইয়াছিলেন!—সকলেরই ঐহিক উন্নতি ওরূপ হওয়া সম্ভবে না, কিন্তু সকলেই পূজা-বুদ্ধিতে ভগবৎ প্রীতিকামী হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সুচারুরূপে করিতে অধিকারী এবং বাধ্য।

১৪। আর্ত্তে দয়া। সোনার থালা।

কথিত আছে কোন সময়ে ৵ কাশীর মন্দিরে স্বর্গ হইতে এক থানি সুবর্ণ নির্ম্মিত থালা পতিত হয়। ঐ থালায় লেখা ছিল "সর্ব্বাপেক্ষা যাহার ভালবাসা অধিক তাহার জন্য স্বর্গীয় পুরস্কার।" পাণ্ডারা ঢেঁটরা দিলেন যে দ্বিপ্রহরের সময় পুরস্কার প্রার্থীরা আসিয়া স্ব স্ব গুণপণার পরিচয় দিবেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই আসিয়া নিজ নিজ গুণ কীর্ত্তন

করিতে লাগিলেন। একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহার বিপুল বৈভব দরিদ্র-দিগকে দান করিয়া ৺ কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঐ থালা পাণ্ডারা দিলেন। কিন্তু থালাটী তখনি সীসায় পরিণত হইয়া গেল। পুরস্কৃত ব্যক্তি লজ্জায় থালা নামাইয়া রাখিলেন—থালা আবার সোণার হইল। পুরস্কার প্রার্থীরা মন্দিরের নিকটে আগত দরিদ্রদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু টাকা ছড়ানই দয়ার লক্ষণ নহে। মন্দিরের অনতিদূরে একজন বৃদ্ধ রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি পড়িয়াছিল। তাহার দিকে কেহই দেখিতে ছিল না। একজন চাষা মন্দিরে পূজা করিতে আসিবার পথে উহাকে দেখিল। দয়ায় হৃদয় ভরিয়া গেল। সে উহার মুখে জল দিয়া বাতাস করিয়া অল্প একটু দুধ কিনিয়া আনিয়া উহাকে খাওয়াইয়া ও আশ্বাস দিয়া সেবা যত্নের দ্বারা উহাকে অনেকটা সুস্থ করিল। উহাকে ধর্ম্মশালার একটা কুঠারীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার পর পূজা করিবার জন্য মন্দিরে গেল। প্রধান পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখিয়াছিলেন,—হঠাৎ কি মনে হওয়ায় উহার হাতেই থালাখানি দিলেন। থালাখানি দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! ["কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" আর্ত্তে দয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত। কোথাও কোন্ নিরাশ্রয় রুগ্ন যাত্রী বা সাধু পড়িয়া আছেন জানিলে খুঁজিয়া আনিয়া উহাঁরা সেবা শুশ্রূষা করেন। প্রবৃত্তি হইলে ঐ সেবাশ্রমের সাহায্যে কাপড়, কম্বল, আহার্য্য বা টাকা পাঠান ভাল। এই গল্পটী বিজ্ঞাপন দিবার জন্য সেবাশ্রম হইতে প্রেরিত নয়। চাঁদা দেওয়ার ভয়ে যেন কেহ গল্পটীর রসাস্বাদে পরাঙ্মুখ না হন। দিতে "পারা" নিজের পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিলব্ধ উদারমনের উপর নির্ভর করে। এ স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে ঐ সেবাশ্রম "সোনার থালা" পাওয়ার মতই কাজ করেন।]

১৫। সত্যাচরণ। হাইল্যাণ্ডার বালক।

যখন প্রিন্স চার্লস প্রিটেণ্ডার [ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেম্‌সের পৌত্র] কলোডেনের যুদ্ধে ইংলণ্ড রাজ প্রথম জর্জ্জের সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতে- ছিলেন এবং তাঁহার মস্তকের জন্য ৩০ হাজার পাউণ্ড (৪॥০ লক্ষ টাকা) পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, সেই সময়ে রাজসৈন্যের একজন কাপ্তেন একটী হাইল্যাণ্ডার বালককে জিজ্ঞাসা করেন যে "প্রিন্সকে" সে দেখি- য়াছে কিনা? দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক উত্তর দিল যে সে দেখিয়াছে বটে; কিন্তু তিনি কোন্ পথে গিয়াছেন ও সে কবে দেখিয়াছে সে কথা কোন মতেই বলিবে না। কাপ্তেন বালককে খাপ শুদ্ধ তরবারির দ্বারা সজোরে প্রহার করিয়া বলিলেন "মারের চোটে বলিতেই হইবে।" বালক আঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই বলিল "মারিলে বড় লাগে সেই জন্য চীৎকার করিলাম, নচেৎ আমি ম্যাক্‌ফার্সন গোষ্ঠীয়— বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপদাপন্ন রাজাকে শত্রু হস্তে ধরানয় সাহায্য আমার দ্বারা কখনই হইবে না।" কাপ্তেন বালকের সত্যপূত কথায় ও তেজস্বী ধরণে এত প্রীত হইলেন যে উহাকে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত ক্রুশ পুরস্কার দিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ ক্রুশ এখনও ম্যাকফার্সন গোষ্ঠীয়দিগের নিকট সসম্মানে এবং সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৬। সত্যাচরণ। কুকাশিখ।

আধুনিক শিখ গুরু রামসিংহ উপদেশ দিয়াছিলেন যে "সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম। সত্যচ্যুত না হইলেই সব কর্ত্তব্য পালন হইয়া যায়—উহাই মুক্তির একমাত্র উপায়।"

[শাস্ত্রে উক্ত আছে—"সত্যরূপং পরং ব্রহ্মঃ সত্যং হি পরমং তপঃ। সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥" সাধক ও ভক্ত তুলসীদাস বলিয়া ? গিয়াছেন—"সচ্ বরোবর তপ্ নেহি ঔর ঝুট বরোবর পাপ। জিসকা হৃদ্‌মে সচ্ হ্যায়—উসকা হৃদ্‌মে আপ॥'

"গুরু রামসিংহ শিক্ষাদান উপলক্ষে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন। মনুষ্যকে দাঁত, নখ সিং প্রভৃতি কিছুই অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার জন্য ভগবান দেন নাই। নিরস্ত্র মানব এইজন্য সহজেই ভীরু। সেই জন্যই মহাপুরুষ গুরু গোবিন্দ সিংহ লৌহ বা অস্ত্র ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন। চুলের ভিতর ক্ষুদ্র লোহার চাকতি বা হাতে লোহার বালা স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিতে তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যগণকে তিনি উপদেশ দিয়া যান নাই। রাজার আইন মানিয়া চলিতে হয়; নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখিও না। একখান বড় দেখে ছুরি কাছে রাখিলেই মনুষ্য আর ভীরু থাকে না, সুতরাং সত্য বলিতে সাহস পায়; আর সত্য বলিতে পারিলেই মুক্তি।"

গুরু রামসিংহের শিষ্যেরা কোমরে একখানা করিয়া ছুরি ঝুলাইয়া রাখিতে লাগিল এবং সত্য বলিতে আরম্ভ করিল। গুরু রামসিংহের সরল ও পরম পবিত্র সত্যপূত মনের সংস্পর্শে তাঁহার নিরক্ষর শিষ্যেরা (উহাদের সাধারণ আখ্যা কুকাপন্থী শিখ) তেজস্বী, ভক্তিমান, কষ্টসহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সত্য বলিতে অভ্যস্ত হইল। গুরু রামসিংহ যে একজন মহাপুরুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক সাধারণ লোককে "ভাল লোক" করিয়া ফেলিতেছিলেন।

এই সময়ে আম্বালার কসাইদের সহিত হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়। কসাইয়েরা দলবলে সাজিয়া বাদ্য ভাণ্ড সহিত অনেক গোরু খরিদ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পাড়ার হিন্দুরা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ গোরু ছিনাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু ছিনাইতে পারে নাই। উহার পরেই এক

রাত্রে ১০।১২ জন কসাইকে গলা কাটা অবস্থায় তাহাদের আপন আপন ঘরে পাওয়া গেল। পুলিস কতকগুলি লোককে ধরিয়া সাক্ষীর জোগাড় করিয়া চালান দিল। তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। এই কথা একদিন গুরু রাম সিংহের কাছে হইতেছিল। গুরু বলিলেন,"এরূপে খুন করা বড়ই অসত্যাচরণ। কসাইদের উপর অত্যন্ত অধিক রাগ হইয়া থাকিলে এবং ধৈর্য্য ধরিতে একান্ত না পারিলে বরং উহাদের এক এক খানা ছুরি ফেলিয়া দিয়া বলা উচিত ছিল, বড়ই রাগ হইয়াছে তোমার সহিত মারামারি করিব; এস। তাহার পর সরল ও প্রকাশ্য ভাবে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে যাহা হয় হউক! শেষে আইন ভাঙ্গিয়া মারামারি করার দোষ জন্য স্বেচ্ছায় পুলিসে খবর দিয়া রাজ দণ্ড লইতে হয়। কিছুই গুপ্ত ও অপ্রকাশ্যভাবে করা উচিত নয়। তা নয়, মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে চোরের ন্যায় গিয়া গলা কাটিয়া দিয়া পলায়ন! ছি! ইহা বড়ই অসরল, অপবিত্র ও অসত্য আচরণ; সত্য সর্ব্বদা সুপ্রকাশ, সরল ও তেজঃ পূর্ণ। অসত্যই গুপ্ত অসরল ও হীনতা ও ভয়পূর্ণ। আমার শিষ্য কেহ গুপ্ত হত্যা করিতে পারে না।" গুরুর নিকটে একজন কুকা শিখ বসিয়াছিল। সে এই কথায় কাঁপিতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "গুরুদেব এ কি বলিতেছেন? সত্যাচরণ আবার কি? সত্য কথনই ত জানি। আমাকে যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাহা হইলেও কি আমার কোন খবর দিতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে?" গুরু চমকিত হইয়া বলিলেন "তুমি কি ঐ ঘৃণিত ঘটনায় লিপ্ত?" শিষ্য বলিল "হাঁ—আমি ও দুচার জনে মিলিয়া ঐ কাজ করিয়াছিলাম, বড়ই রাগ হইয়াছিল।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে?" উত্তর—"তাহারা নির্দ্দোষী"। গুরু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এই তুমি আমার শিষ্য! এই তুমি সত্য-আশ্রয়

করিয়াছ ! নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হইতেছে, নিজে গুপ্ত হত্যা করিয়া নিরাপদে রহিয়াছ !!!" শিষ্য কাতরভাবে বলিল, গুরুদেব ! সত্য কথা বলিতেই অভ্যস্ত হইতেছিলাম। গুপ্ত হত্যা যে অসত্যাচরণ এবং জিজ্ঞাসা না করিলেও যে সত্যাচরণ জন্য লোকে নিজের দোষ বলিতে বাধ্য তাহা বুঝি নাই। ক্ষমা করিয়া এখনকার কর্ত্তব্য বলিয়া দিন !" গুরু তখন নরম সুরে বলিলেন "বৎস ! কাজ অতিশয় মন্দ করিয়াছ। তাহার আর উপায় নাই। এখন দৃঢ় মনে সত্যস্বরূপকে অবিরত কাতরভাবে ডাক এবং সত্যের ভজনা কর। স্বেচ্ছায় গিয়া দোষ স্বীকার কর। নির্দ্দোষীদের রক্ষা কর। নিজে অসত্যাচরণের—পাপক্ষালনের জন্য অবহিতচিত্তে ও অকম্পিতভাবে রাজদণ্ড লইয়া ফাঁসী যাও। ইহাই এখন তোমার মঙ্গলের এক মাত্র উপায়।" শিষ্য বলিল "সঙ্গীদের নাম বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহারাও কি আমার শিষ্য ? তাহা যদি হয় ত উহাদের নাম আমাকে বল আমিই তাহাদের পরলৌকিক হিতার্থে সত্য বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে পাঠাইয়া দিব।" শিষ্য বলিল 'না, তাহারা সাধারণ হিন্দু।" গুরু বলিলেন "পুলিসকে বলিও যে আমার সঙ্গী ছিল নাম ও জানি, কিন্তু বলিব না। জানিনা, কি অন্যে ছিল না, এরূপ মিথ্যা বলিও না সঙ্গীর নাম বলায় বিশ্বাসঘাতকতা হয়, সুতরাং উহাও অসত্যাচরণ। কিন্তু উহারা যদি আমার শিষ্য হইত তাহা হইলে ইহকালে সম্পূর্ণ রাজদণ্ড লইয়া কৃত-পাপের ক্ষালনজন্য আমিই তাহাদের স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারে উৎসাহিত করিতাম। গুপ্ত হত্যা অপেক্ষা ঘৃণিত মহাপাতক আর কিছুই নাই।"

ইহার পর শিষ্য রাজপুরুষদিগের নিকট গিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্তু কিছুতেই অপরের নাম বলিল না, শেষে তাহার ফাঁসী হইল।

কথিত আছে যে এই ঘটনায় শিষ্যদিগের উপর গুরুর এরূপ অসীম

ক্ষমতা এদেশে একটা রাজনৈতিক ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে বুঝিয়া কেহ তখনি বলিয়াছিলেন যে সমরপ্রিয় শিখদের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যে তাঁহার কথায় লোকে দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়িবার জন্য স্বেচ্ছায় আইসে; সুতরাং এদেশে কোন প্রধান ব্যক্তিরই বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয়ের জীবন আর সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবেনা। ইহার কিছুকাল পরে ছুরিকাধারী উগ্রস্বভাব পাঞ্জাবী কুকাদের সহিত বেলুচি সিপাহীদের সংঘর্ষে কুকা বিদ্রোহ ঘটে। উহা দমনের পর বিচারে ৪৯ জন কুকাকে তোপের মুখে উড়ান এবং গুরু রামসিংহের রেঙ্গুন জেলে যাবজ্জীবন কারাবাস, পঞ্জাবের ১৮৭১।৭২ সালের ঘটনা। অনেকের বিশ্বাস যে কয়েকটী ঘটনার চক্রেই গুরু দোষী সাব্যস্ত এবং রাজদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরক্ষর শিষ্যগণ কোন কিছুতেই গুরুর অবমাননা মনে করিয়া বা ক্রোধাদি রিপু প্রণোদিত হইয়া যাহাই করিয়া ফেলুক গুরু রামসিংহ "নিজে" কোন প্রকার ষড়যন্ত্রাদি "গুপ্ত ব্যাপারে"র অসত্যাচরণে লিপ্ত হওয়ায়—একান্তই অশক্ত ছিলেন বলিয়া আজও অনেকের ধারণা। গুরুর জীবনীর শেষ ঘটনা হইতে এবং উঁহার গোঁয়ার শিষ্যদিগকে ছুরী রাখার উপদেশের ফল সম্বন্ধে উঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাঁহার স্থায়ী এবং "সার উপদেশটী" [সত্যাচরণে সকল পাপ হইতে রক্ষা হয়। সত্যই ভগবান এবং অসত্যই পাপের অবতার বা সয়তান] যে অতীব সরল, সরস এবং পবিত্র এবং সকল দেশের ও সকল জাতির জন্যই ভগবৎ প্রেরিত চিরদিনের উপদেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত এখনও গুরুর ঐ সরল ও মহৎ শিক্ষা পৃথিবীময়ই উহাঁকে বিখ্যাত করিবে। দেশকালপাত্র হিসাবে এখন এদেশে দিবারাত্রি কোমরে ছুরি রাখা অনাবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অসরল এবং গুপ্ত ব্যাপারের বিরোধী গুরু রাম সিংহের "সত্যাচরণ" সম্বন্ধে

শিক্ষা ভগবানের কৃপায় যেন এই পবিত্র ভারতভূমিতে চিরপ্রকটিত থাকে।

১৭। অসরল ব্যবহার শাইলক।

সেক্সপিয়ার তাঁহার "মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস" গ্রন্থে শাইলকের গল্পে অক্ষরার্থ ধরিয়া চুক্তি সম্বন্ধে অসরল জিদের উদাহরণ দিয়াছেন। খৃষ্টান বণিক আণ্টোনিও কমসুদে টাকা দিত বলিয়া কুসীদজীবী শাইলক তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। কোন বিশেষ কার্য্যে আণ্টোনিওকে তাঁহার নিকট টাকা ধার লইতে হয়। সেই সুযোগে শাইলক চুক্তি করিয়াছিল যে কর্জ্জের টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারিলে আণ্টোনিওর বুক হইতে আধ সের মাংস কাটিয়া দিতে হইবে। দৈব দুর্ব্বিপাকে আণ্টোনিও চুক্তির সময় মধ্যে টাকা দিতে পারেন নাই। পরে শাইলককে অনেক টাকা সুদ ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে চাহিলেও শাইলক তাহার "আধসের মাংস" লওয়ায় পণে দৃঢ় থাকে। বেশী জিদ করিয়া 'করার' রাখিতে কেহ নির্ম্মম ভাবে বাধ্য করিলে—"এ ব্যক্তি উহার আধসের মাংস লইবেই লইবে" (He will take his pound of flesh) এইরূপ প্রবাদ কথা এই গল্প হইতে, ইংরাজদের মধ্যে সুপ্রচলিত। শেষে বিচার হইল যে আধসের মাংস লইতে পাইবে, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত লওয়ার কিম্বা ফেলার কথা চুক্তি পত্রে ছিল না; সুতরাং তাহা করিলে ইহুদীর প্রাণদণ্ড হইবে।

১৮। অসরল ব্যবহার বোগদাদের নাপিত।

সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পর বোগদাদের খলিফা হারুণ অল রসিদের সময়ে একজন নাপিত ক্ষৌরকার্য্যে বড়ই দক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ধনীরা তাহাকেই ডাকাইতেন। উহার ধনবৃদ্ধির সহিত গর্ব্ব ও দরিদ্রের প্রতি

অত্যাচার প্রবণতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন একজন কাঠুরিয়া গাধার উপর কাঠ বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসিলে নাপিত গাধার পিঠের সমস্ত কাঠই একদরে কিনিয়া লয় ও গাধার পিঠের পালানটী ঐ চুক্তিতে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া কাড়িয়া লয়। কাঠুরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেছিল, এমন সময় কোন দয়ালু মৌলবী সমস্ত শুনিয়া উহাকে কয়েকটী মুদ্রা দিয়া তৎসহ কিছু সুপরামর্শ দিলেন। কাঠুরিয়া ফিরিয়া নাপিতের নিকট গেল এবং চুক্তিতে তাহারই দোষ হইয়াছিল স্বীকার করিয়া নিজের এবং তাহার সঙ্গীর সম্পূর্ণ কামাইবার জন্য দর ঠিকানা করিল। গর্ব্বিত নাপিত অবজ্ঞার সহিত একটু উচ্চদর চাহিলে কাঠুরিয়া তাহাই দিতে স্বীকার করিল এবং বলিল "এরূপ উচ্চ ধরণে কামাইতে একটু বেশী দর দিতে হইবে বই কি!" নাপিত কাঠুরিয়ার কামান শেষ করিলে সে গাধাটীকে লইয়া আসিল এবং বলিল যে নাপিত পূর্ব্বেই দেখিয়াছে যে ঐ গাধাই তাহার সঙ্গী। ঐ "সঙ্গী" গাধাকে আপাদ মস্তক কামাইতে হইবে। নাপিত ঘৃণার সহিত অস্বীকার করিলে কাঠুরিয়া শাসাইয়া গেল 'এমন রাজার রাজ্যে সে বাস করে না যে সুবিচার পাইবে না।' কাঠুরিয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ন্যায়পর খলিফা নাপিতকে ডাকাইয়া রাজসভার মধ্যেই চুক্তি পূর্ণ করিতে বাধ্য করিলেন। গর্ব্বিত নাপিতকে সর্ব্বসমক্ষে গাধা কামাইতে হইল। এই কথা হাসিতামাসার সহিত সমস্ত দেশে প্রচারিত হইয়া দেশশুদ্ধ লোকেরই প্রতি সরল ব্যবহারের কঠোর উপদেশ স্বরূপ হইয়া গেল।

১৯। যথেচ্ছাচারীর শঙ্কা ও বন্ধুত্বের মাহাত্ম্য

ড্যামোক্লিস ও ড্যামন।

সামান্য কেরাণী হইতে অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রভাবে ডিওনিসস

সিরাকুজের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বহিঃশত্রু কার্থেজীয়দিগকে পরাজিত করিয়া সিরাকুজের অধিকার বিস্তার ও শোভাবর্দ্ধন করেন। সিরাজকুজের সৈন্যেরা তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল, কিন্তু সাধারণ গ্রীক ঔপনিবেশিক প্রজাগণ রাজতন্ত্রের একান্ত বিদ্বেষ্টা ছিল। কথিত আছে যে ডিওনিস্যস পর্ব্বতগাত্রে রাজদ্রোহীদিগের জন্য একটী কারাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া উহার সহিত এমন একটী গুহা প্রস্তত করাইয়াছিলেন যে মনুষ্য-কর্ণের অনুকরণে প্রস্তুত ঐ গুহায় থাকিয়া তিনি সহজেই কয়েদীদিগের কথাবার্ত্তা অলক্ষ্যে এবং অক্লেশে শুনিতে পাইতেন। ঐশ্বর্য্য পরিবৃত যথেচ্ছাচারী ঐ রাজাকে একদিন তাঁহার পারিষদ ড্যামোক্লিস তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করায় ডিওনিস্যস বন্ধুকে এক দিনের জন্য রাজভোগ সম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্য একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি একগাছিমাত্র বালাঞ্চিতে বাঁধিয়া বন্ধুর মস্তকের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন, [অর্থাৎ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার প্রাণের শঙ্কা এতই অধিক!]

প্রাণভয়ে ডিওনিস্যস শয়নাগারটীকে দুর্গ স্বরূপে প্রস্তত করাইয়াছিলেন এবং রাত্রে তাহার পুলটী টানিয়া লইয়া একাই তাহার ভিতরে থাকিতেন। তাঁহার নাপিত গর্ব্ব করিয়াছিল যে সে প্রত্যহ রাজার গলায় ক্ষুর ধরিয়া থাকে। ডিওনিস্যসের 'টিকটিকি'র দল ঐ সম্বাদ জানাইলে নাপিতের প্রাণদণ্ড হয়। ইহার পর ডিওনিস্যস নিজের কন্যাদের দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য করাইতেন; শেষে সন্দেহ প্রযুক্ত তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সকলেরই প্রতি বিশ্বাসহীন, প্রাণভয়ে সদা শঙ্কিত, ঐ রাজা কোন সময়ে ড্যামন নামক এক ভদ্রবংশীয় যুবকের সামান্য দোষে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন। ড্যামন বলেন যে তাহাকে এক বৎসর সময়

দেওয়া হউক সে গ্রীসে গিয়া তথাকার বিষয় আশয়ের সকল বন্দোবস্ত করিয়া সিরাকুজে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবে। ডিওনিস্যুস অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "তোমার কি কেহ এমন জামিন হইবে যে তুমি না আসিলে সে বধদণ্ড গ্রহণ করিবে?" ড্যামনের বন্ধু পিথিয়াস সানন্দে জামিন হইতে স্বীকার করিলে দুরাত্মা ডিওনিস্যুস চমৎকৃত হইল। যে নিজে কাহারও উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস রাখেনা, সে এইরূপ অবস্থায় পিথিয়াসের বন্ধুসম্বন্ধে অতটা বিশ্বাস কিরূপে ঘটিল তাহা বুঝিতেই পারিল না। ড্যামনকে জামিনে ছাড়া হইল, কিন্তু পিথিয়াস নজরবন্দী হইয়া রহিল। বৎসরকাল অতীত হইলে যখন ড্যামন ফিরিল না তখন বন্ধু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ব্বিকৃতভাবে ফাঁসির অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং বলিল "অমন বন্ধুর জন্য মৃত্যুতে তাহার দুঃখ নাই। বন্ধু হয় মারা গিয়াছেন নয় প্রতিকূল বায়ুর জন্য জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে। স্বেচ্ছায় না আসা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।" ফলে ঠিক ফাঁসি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ড্যামন আসিয়া পৌঁছিল। ইহাঁদের বন্ধুত্ব দেখিয়া ডিওনিস্যুস ড্যামনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া নিজেকে উহাদের বন্ধু স্বরূপ করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন! কিন্তু সত্য, ধর্ম্ম ও প্রেম সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে প্রকৃত বন্ধুত্ব হইতেই পারে না; বন্ধুর বা নিজের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্য, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা জন্য একপক্ষ হইতে প্রাণপণে সহায়তা মাত্র হইতে পারে। দুরাত্মাদের রাত্রিদিন প্রাণভয় সম্বন্ধে "ড্যামোক্লিসের তরবারি" এবং "পিথিয়াস্ এবং ড্যামনের বন্ধুত্ব" এখনও ইয়ুরোপে বিখ্যাত প্রবাদ বাক্য।

২০। ব্রহ্মতেজ মৈথিলপণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ রাজা পেশোয়াদিগের প্রাধান্য কালে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে পুনানগরে এক বিরাট ব্রাহ্মণসভা আহূত হইত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ ঐ সভায় বিচারার্থ উপস্থিত হইতেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বলিয়া বিচারে যাঁহার সর্ব্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাঁহাকে পেশোয়া এক লক্ষ মুদ্রা বিদায়স্বরূপে দিতেন এবং তাঁহার পাল্কীতে নিজে কাঁধ দিয়া তিনপদ গমন করিয়া নিজেকে মহাসম্মানিত জ্ঞান করিতেন। রঘুনাথ রাও পেশোয়াও পূর্ব্ব রীতি রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব পেশোয়াদের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার রাজত্ব কালে একজন মৈথিল পণ্ডিতের ঐরূপ সভায় প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু পেশোয়া ঐ তেজস্বী পণ্ডিতের ধরণ ধারণে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন যে, "এই পণ্ডিতের বিনয় কম এজন্য ইঁহাকে একটাকা কম দেওয়া হইবে।" পণ্ডিত বলিলেন "লক্ষমুদ্রা পাইলে আমি এখানেই তাহার সমস্তই বিলাইয়া দিয়া যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার কোন ত্রুটি ধরিয়া নির্দ্ধারিত বিদায়ে এক টাকাও কম করিলে আমি ঐ অপমানসূচক বিদায় গ্রহণ করিব না। আমি সম্মানের জন্যই এতদূরে আসিয়াছিলাম। সম্মানের অণুমাত্র ত্রুটিতেও রাজী নই।" পেশোয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজি! কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি হুকুম বদলাইব না, আপনি একটাকা কমই লউন। অত টাকা দেওয়ার লোক কোথায় পাইবেন?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা লইয়া যে কোন প্রকার অন্যায় হুকুম রদ করায় আপনার কোন দোষ হইবে না। আরও বলি মহারাজ! এক কম লক্ষ, মুদ্রা দেওয়ায় সক্ষম ধনীলোক ভারতে এখন কম বটে, কিন্তু ঐ পরিমিত টাকা লইতে অস্বীকার করিতে পারে এমন দরিদ্র ব্যক্তি আরও কম নয় কি?"

সদালাপ।

—পেশোয়া আপনার হুকুম বদলান নাই। ব্রাহ্মণও তাঁহার নিকট হইতে কিছুই লন নাই।

২১। মানস পূজা দধির খুরি।

"মনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ।" অসমর্থ পক্ষে মনে মনে সমস্ত আচার পালন করিবে—ইহা শাস্ত্রের আদেশ। নানা কাজের মধ্যেও মনে মনে সন্ধ্যা, আহ্নিক, স্নান, পূজা, ভোগ, রাগ সমস্তই করা চলে। এই আসন শুদ্ধি করিলাম, এই ঠাকুরকে স্নান করাইলাম, এই ধূপ দিলাম, এই দীপ জ্বালিলাম, এই দ্রব্য সংযুক্ত নৈবেদ্য দিলাম, এই সকল মনে মনে করিয়া হৃদি পদ্মাসনে ইষ্ট দেবকে বসাইয়া ধ্যান কর। পূজার কোন বাহ্য লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যাইবে না—অথচ যোগীর ন্যায় স্থিরচিত্তে উৎকৃষ্ট পূজা করা হইবে। ভক্ত সাধক জীবন্মুক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মন তোর এত ভাবনা কেন, জয়কালী বলে বস্‌না ধ্যানে॥

ফলে ফুলে কল্লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে॥

ভগবৎ স্মরণে সমস্তই পবিত্র। কাপড় ছাড়িয়া বা স্নান করিয়া কি তাহার চেয়ে পবিত্র হওয়া যায়? শুচিবাই একটা মানসিক রোগ। বিছানায় বসিয়া, পাইখানা যাইতে, আফিসে যাইবার সময়, ট্রামে বসিয়া, সকল সময়ই জপ ও ধ্যান করা যায়। কোন কোন ছেলে খুব গোলমালের মধ্যেও পড়িতে পারে, কাহার বা নির্জ্জন গৃহ চাই। পূজাও গোলমালের মধ্যেই অভ্যাস করা উচিত। নির্জ্জন গুহার অন্বেষণে বাহির হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।

একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক রাত্রিদিন মজুরীর খাটুনির মধ্যে অবসর কিছুমাত্রই পায়না দেখিয়া গোবর কুড়াইতে কুড়াইতে মানস পূজা আরম্ভ করিল। একদিন গোবর কুড়াইতে বড় দেরী হইলে সর্দ্দার খুঁজিতে

গিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটী গোবরে হাত দিয়া চোখ বুজিয়া আছে। সর্দ্দার রাগিয়া স্ত্রীলোকটীর পিঠে এক লাথি মারিয়া উহাকে জাগাইয়া দিল। লাথির ধাক্কায় স্ত্রীলোকটি মুখ থুবড়িয়া পড়িল এবং উহার মুখ হইতে একখানি খুরি বাহির হইয়া পড়িল। খুরির কথা জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটী কোন উত্তর না দিয়া গোবর কুড়াইতে লাগিল। মনিব পরে এই ব্যাপার শুনিয়া অনেক জিদ করায় স্ত্রীলোকটী বলিল যে, সে নারায়ণের পূজা করিয়া তাঁহাকে ভোগ দিতেছিল। খুরি লইয়া দধি দিতে যাইবে এমন সময় ধাক্কা খায়।—গল্পটীর উপদেশ এই যে মানস পূজাই প্রকৃত পূজা।

২২। বৈরাগ্য জেলের।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন কোন জেলেকে মাছ আনিতে হুকুম দিয়াছিলেন। সেদিন জালে কিছুতেই মাছ পড়িল না। জেলের দেরীতে ক্রুদ্ধ রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য প্রহরী পাঠাইলেন। কাল উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া জেলেও মহা ভীত হইয়া নদীতীরস্থ এক জঙ্গলের ধারে নৌকা লাগাইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। নৌকায় সে তামাক খাইয়াছিল; সেই কলিকার ছাই কপালে মাখিয়া, গামছা ছিঁড়িয়া তাহারই কৌপীন পরিয়া কাঁটা ঝোপের ভিতর গিয়া সে স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিল। সে শুনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল যে সাধুকে কেহ পীড়ন করে না। জেলেকে অনেক খুঁজিয়াও প্রহরীরা পাইল না! নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল; উহারা ধরিয়া দেখিল যে তাহাতে জেলে নাই। জেলে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে স্থির হইল। যাহারা নদীতীরে অনুসন্ধান করিতেছিল তাহারা কাঁটা ঝোপের মধ্যে স্থিরাসনে এক যোগী দর্শন করিয়া রাজাকে সে সম্বাদ দিল। রাজা 'সাবেক কেলে' খামখেয়ালি কিন্তু স্বধর্ম্মানুরক্ত আস্তিক পুরুষ। সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁহার অপেক্ষা

অনেক অধিক সংযমী এজন্য তাঁহাদের প্রতি রাজা ভক্তিমান। নূতন সাধুর এরূপে সমাগম সম্বাদ পাইয়া তিনি ফল পুষ্প ও দুগ্ধাদি ভেট লইয়া স্বয়ং দর্শনে গেলেন। জেলে মহাভয়ে বরাবরই স্থিরভাবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে। যখন সকলে ফিরিয়া গেল, লোক সমাগমের শব্দ থামিল, তখন চক্ষু খুলিয়া দেখিল, যে জাল নৌকা ছাড়িয়া কৌপীন পরিয়া অন্তরে স্থিরাসনে দুর্গানাম জপ করার ফলে তাহার জন্য এরূপ আহার্য্য আদি প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা সে কখন খায় নাই। স্বয়ং রাজা আসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া গিয়াছেন! জেলে আর কৌপীন ত্যাগ করিল না। সন্ন্যাসী হইয়া গেল। জন্মান্তরের সংস্কারেই সে ওরূপ স্থিরাসন হইতে পারিয়া সহজেই সাধন মার্গে উন্নতিলাভ করিল।

২৩। কর্ত্তব্য পালন স্বামী ভাস্করানন্দের উপদেশ।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎভাস্করানন্দ স্বামীজিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা ৺ লছমীশ্বর সিংহ যথাক্রমে এক সহস্র মোহর এবং ছয় হাজার টাকা নজর দিয়াছিলেন। স্বামীজি মোহর ও টাকাগুলি ছড়াইয়া তাহার উপর বসিয়াছিলেন। হাতে লইয়া গায়ে পিঠে ঠেকাইয়াছিলেন। [পরমহংসদিগের কিছুতেই বিকার নাই— আবার কিছুই লইতেও নাই] পরে তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসির সহিত বলিয়াছিলেন "এবার এ সব লইয়া যাও। আমার একটা কৌপীনও নাই যে তাহার ভিতর দুইটা পূরিয়া রাখিব!"

নজর ফেরত লওয়া মহারাজাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীজির "আদেশ" উহাঁদের হেঁটমুণ্ডে পালন করিতে হয়। ঐ টাকা আনন্দ বাগের বাহিরে বিতরিত হইয়াছিল। "কৌপীনত্যাগীকে" অর্থ দিতে আসাতেই উহাঁদের ত্রুটি হইয়াছিল। কাশ্মীরের মহারাজা জোড়হস্তে

স্বামীজিকে কোনরূপ আদেশ করিতে বলেন যে তাহা পালন করিয়া তিনি জীবন সার্থক করিবেন। স্বামীজি বলেন "তোমার রাজ্যে কর্ত্তব্য পালন কর। প্রজার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর। ইহার অপেক্ষা পবিত্রতর সুতরাং আমার প্রিয়তর কর্ম্ম কিছুই নাই।"—প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্ত্তব্য সযত্নে ভগবৎ স্মরণে করিলেই পৃথিবীর সকলেরই তৃপ্তি এবং বিশ্বাত্মারও তৃপ্তি।

২৪। সাধুসেবার ফল — রামচরণ তেওয়ারী।

৺ রামচরণ তেওয়ারি শ্রীমৎভাস্করানন্দ স্বামীর সেবক ছিলেন। স্বামীজির সেবায় থাকিয়াই তিনি বিস্তর টাকা পান। রাজা মহারাজা প্রভৃতি স্বামীজিকে কিছু দিতে না পারিয়া তাঁহার চিরন্তন সেবককে স্বামীজির চক্ষের বাহিরে অনেক টাকা দিতেন। এক সময়ে স্বামীজিকে ঐ কথা জ্ঞাপন করা হয়। স্বামীজি উত্তর করেন "দেখ কেহ ঠাকুর পূজা করে মুক্তির জন্য! কেহ পুত্রং দেহি বলিয়া পূজা করে। রামচরণ মুক্তিকামী না হইয়া যদি ধনকামী হইয়া গুরু সেবা করে তাহা হইলে কি উহার ধন হইবে না। পূজারী দেবতার নাম করিয়াই টাকা লইয়া থাকে।" তেওয়ারীজি একান্তই নিঃস্ব ছিলেন। আনন্দবাগের দরওয়ান অবস্থায় স্বামীজির সেবা আরম্ভ করেন। শেষে মানুষও ভাল হন এবং কয়েক হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সাধুসেবা সম্বন্ধে তাঁহার ইহাই ঐহিক ফল।

২৫। সাধুদর্শনের ফল — দ্রৌপদীর উক্তি।

ভারত সম্রাট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞস্থলে একটি ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া দেন এবং ব্যবস্থা করিয়া দেন যে যজ্ঞ

সম্পূর্ণ হইলে ঘণ্টা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিবে। যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল, কিন্তু ঘণ্টা বাজিল না। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। যজ্ঞেশ্বর চক্রী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ কেহ অভুক্ত নাই ত ?" অনুসন্ধানে জানা গেল যে নিকটে এক সাধু আছেন ; তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও আসিয়া খান নাই। ভীম প্রেরিত হইলেন। সাধু বলিলেন "অশ্বমেধের ফল আমাকে অর্পণ না করিলে আমি খাইতে যাইব না !" শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডবেরা এত বড় যজ্ঞের ফলে জ্ঞাতিবধ দোষ নিরাকরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—সুতরাং সাধুকে সে ফল দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ! পাণ্ডবদের বুদ্ধিবল ও ভরসা শ্রীকৃষ্ণকে তখন দেখিতে পাওয়া গেলনা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পঞ্চপতিকে দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি গিয়া সাধুকে লইয়া আসিতেছি।" অচিরেই দ্রৌপদী সাধুকে লইয়া আসিলেন। তাঁহার খাওয়া হইল এবং যজ্ঞপূর্ণসূচক ঘণ্টা বাজিল। দ্রৌপদীকেও সাধু অশ্বমেধের ফল দিতে বলিয়াছিলেন। দ্রৌপদী উত্তর করেন "এক অশ্বমেধের ফল কেন, সহস্র অশ্বমেধের ফল অর্পণ করিতেছি। সাধু সন্দর্শনে গমন করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। সহস্র পদেরও অধিক সাধুর নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। সুতরাং সহস্র অশ্বমেধের ফল পাইয়াছি।" ইহাতেই সাধু তুষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

২৬। বৈরাগ্য মেথরের।

এক রাজার বাড়ীর অন্দরে কোন মেথরাণী কাজ করিত। একদিন তাহার অসুখ করায় সে মেথরকে বলিল, তুমি আমার কাপড় পরিয়া রাজবাটীর অন্দরে কাজ করিয়া আইস। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না ; কাজ করা বন্ধ দিলে মহাহাঙ্গামা ঘটিবে। মেথর

ঁদ্রূপ করিল, কিন্তু রাণীকে দেখিয়া তাহার মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম ইয়াছিল। মেথর মেথরাণীকে সমস্ত কথা বলিল এবং রাণীকে আর কবার দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। মেথরাণী বলিল াহার জন্য চিন্তা কি? রাণী মাকে আমি প্রার্থনা করিলেই তিনি দেখা দবেন।" মেথরাণী এই প্রস্তাব রাণীর নিকটে করায় তিনি প্রথমে বিরক্ত ইলেন। পরে মেথরাণীর ক্রন্দনে স্বীকার করিলেন যে দেখা দিবেন; কিন্তু ন্দরে আবার পুরুষ মানুষ আসায় তিনি একেবারেই অস্বীকৃত হইলেন। লিলেন, উহাকে সাধু সাজিয়া রাজধানী হইতে দূরে থাকিতে বল। আমি াজার অনুমতি লইয়া শিবিকারোহণে আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে প্রকাশ্য-ভাবে দেখা দিব। মেথরাণীর উপদেশ মত মেথর সাধু সাজিল। এদিকে াণীর সাধু দর্শনের প্রস্তাবে রাজা সাধুর সম্বাদ লইতে লোক পাঠাইলেন। রে কয়েকদিন বিলম্বে অনুমতি দিলেন। পালকী করিয়া এবং রক্ষক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে রাণী সাধু দর্শনে গেলেন। মেথরাণীও সঙ্গে গেল। মৌনী ধ্যানপরায়ণ চক্ষুমুদ্রিত সাধুকে দেখিয়া অনেকের ভক্তি হইল। াধু দর্শনের পর সকলে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাণী ও মথরাণী আবার সাধুর নিকটে গেলেন। মেথরাণী বলিল "চক্ষু খুলিয়া দখ যে রাণীকে দেখিতে চাহিয়াছিলে আমি তোমার পত্নী তাঁহার হিত সম্মুখে রহিয়াছি।" মেথর উত্তর করিল "তুমি সেই মেথরাণী এবং তোমার সঙ্গী সেই মহারাণী বটেন; কিন্তু আমি আর সে মেথর নাই। াজ পনের দিন অহর্নিশি দুর্গা নাম জপে মনের কালী ঘুচিয়াছে। মার য উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতেছি তাহা ভিন্ন কিছুই দ্রষ্টব্য নাই।" মেথর ার চক্ষু খুলিল না, সিদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইল।

২৭। সংযতের উপদেশ গুড় খাওয়া।

এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আট বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কোন সাধুর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন "আমার এই পুত্র প্রত্যহ চারি পয়সার গুড় খায় এবং অতটা গুড় না পাইলে অত্যন্ত রোদন করে। আমার উপদেশে বা তাড়নায় কোন কার্য্য হয় না। ইহার কোন ব্যবস্থা করুন।" সাধু বলিলেন "একপক্ষ গত হইলে পুত্রসহ আসিও।" ব্রাহ্মণ পক্ষান্তে পুনরায় পুত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু বালকের হস্ত ধারণ করিয়া মধুরস্বরে বলিলেন 'বেটা! আর গুড় খাইও না; রোদনও করিও না।' সাধু বালকের পিঠ ঠুকিয়া আদর করিয়া উহাকে ছাড়িয়াদিলেন। বালক একেবারেই গুড় খাওয়া ছাড়িল এবং সেই সঙ্গে রোদন করাও ছাড়িল। ১০।১২ দিন পরে ব্রাহ্মণ সাধুর নিকট এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সম্বাদ দিলেন এবং আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার এক কথাতেই যখন এরূপ পরিবর্ত্তন হইল তখন প্রথমবারেই কিছু না বলিয়া এক পক্ষ বাদে আসিতে কেন বলিয়াছিলেন? ইহার রহস্য কি বলিয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করুন। আপনি ত বাক্‌সিদ্ধ!" সাধু স্মিতমুখে উত্তর করিলেন "ভাই! যে সংযমের কাজ নিজে করি না তাহার উপদেশে বল থাকে না। আমি রোদন করি না, কিন্তু আহারের সময়ে গুড় একটু একটু খাইতাম। উহা ত্যাগ করিয়া উহার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে একপক্ষ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে দেখিয়া, তবে তোমার পুত্রকে দৃঢ়ভাবে মনের সমস্ত বলের সহিত আদেশ করিতে অধিকারী হইয়াছিলাম।" লজ্জিত ব্রাহ্মণও গুড় খাওয়া ছাড়িলেন কতই দৃঢ় সাধনায় এবং কতই সংযমে ও ত্যাগে, সিদ্ধি লাভ হয়!

২৮। আতিথেয়তা মুসলমানের গড়গড়া।

'সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ'—অভ্যাগত ব্যক্তি গুরুবৎ পূজনীয়। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাসী ৺মৌলবি ফয়জুল্লা সাহেব একদিন গড়গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে তাঁহার বাড়িতে কোন কথা বলিবার জন্য পায়চারি করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর গড়গড়া রাখিয়া দিয়া মৌলবী সাহেব কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে উহাঁরা দুজনেই বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসেন। সেখানেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা হয়। শেষে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় মৌলবি সাহেব নিজের গড়গড়াটি লইবার জন্য ঘরে যাইবার উপক্রম করায় পূজ্যপাদ ৺ভূদেব বাবু তাঁহার নবম বর্ষীয় পুত্রকে আদেশ করিলেন "গড়গড়া আনিয়া দাও।" মৌলবী সাহেব থামিলেন, কিন্তু বালকের মনে হইল মুসলমানের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কিরূপে স্পর্শ করি! ইহা বুঝিতে পারিয়া পূজ্যপাদ মহাশয় পুত্রের দিকে এরূপ তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যে গড়গড়া বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল। মৌলবি সাহেব চলিয়া গেলে বাড়ীর ভিতর যাইয়া পূজ্যপাদ মহাশয় তাঁহার একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ পুত্রকে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন;—"বাড়ীতে যিনি আসিবেন তাঁহার জাতি বর্ণ ধর্ম্ম বিচার করিতে নাই। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা আসিয়াছেন গৃহীকে এইরূপ মনে করিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে। (হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী) অতিথি সৎকারে কিছু মাত্র ক্রটি হইলেই আর হিন্দুয়ানি রহিল না। তখন আর তুমি ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রলোক রহিলে না। মুসলমান অতিথির তাঁহাকে গড়গড়া উহা আনিয়া দেওয়ার জন্য তাহা স্পর্শ করায় তোমার দোষ হয় নাই। সে জন্য শরীরকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে নাই।

যদি মনে আজি সে ভাব না আনিতে পার, গঙ্গা স্নান করিয়া আইস ; কিন্তু তাঁহাকে "সম্পূর্ণ যত্ন করা না হইলে আমাদের বড়ই পাপ হইত।"

২৯। আতিথেয়তা আরবের শত্রুসম্বন্ধে।

আতিথেয়তা সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের মত অবিকল এক। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইউরোপীয়েরাও অতিথির বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥

শত্রুও যদি গৃহে আইসে তাহার আতিথ্য করিতে হইবে। যে গাছ কাটিতে আসিয়াছে তাহারও উপর হইতে গাছ ছায়া সরাইয়া লয় না।

আরবের আতিথেয়তা জগৎ প্রসিদ্ধ। কোন আরবের পুত্রহন্তা তাঁহার তাঁবুতে শ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া রাত্রে আশ্রয় লয়। আরব সর্ব্ব প্রযত্নে অতিথির শুশ্রূষা করিলেন, আহার্য্য দিলেন ও শয্যা করিয়া দিলেন। অতিথি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে শেষ রাত্রে উহাকে উঠাইয়া নিজের একটী উৎকৃষ্ট তেজস্বী অশ্ব উহাকে দিয়া বলিলেন "তুমি জান না যে তুমি আমার একমাত্র পুত্রের হন্তা এবং আমি তোমার উপর বৈরনির্য্যাতনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি যত শীঘ্র এবং যত সাবধানে পার আপনার গন্তব্য পথ লুকাইয়া দ্রুতগতি চলিয়া যাও। দুই ঘণ্টা পরে—সূর্য্যোদয়ের পরে—আমি প্রতিজ্ঞাপালন জন্য তোমাকে মারিতে সযত্নে অনুসরণ করিব!"

৩০। আতিথেয়তা মাটির ভাঁড়।

হিন্দুর শাস্ত্র বলেন "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।" অতিথি লাভের জন্য

শ্রাদ্ধ শেষে হিন্দু গৃহী পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন—"অতিথিঞ্চ লভেমহি।"—অতিথি যেন পাই।

কোন হিন্দু গৃহস্থের একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন। একদিন গ্রীষ্মকালে মুসলমান বন্ধুটি তাঁহার গৃহে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিলে চাকরকে ঠাণ্ডা জল আনিবার আদেশ হইল। একটু পরেই মুসলমান বন্ধু শুনিতে পাইলেন যে বাবুর চাকর সহিসকে তাহার "লোটা মাজিয়া আনিতে" বলিতেছে। উহাতেই মুসলমান ভদ্রলোকটীর সহজেই তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল! তিনি অপর কোন কার্য্যের জন্য ব্যস্ততা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বই ছিল এবং মুসলমান ভদ্রলোকটী প্রকৃতই উচ্চমনা। তিনি বন্ধুর হিতার্থ অপর একদিন কথায় কথায় বলিলেন "ভাল হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে গোটাকতক নূতন থেলো হুঁকা এবং গোটাকতক মাটির গেলাস রাখা উচিত। মনে কর কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ অপরের হুঁকায় তামাক খান না, অপরের কাংস্য পাত্রে, মৎস্য বা মাংস স্পর্শদোষ সন্দেহে জলপান করিতে ইচ্ছা করেন না। এরূপ অতিথির মনঃপূত সৎকার জন্য নূতন হুঁকার এবং মাটির গেলাসের আয়োজন সর্ব্বদা রাখা প্রয়োজন।" বন্ধু ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া ভৃত্যকে তখনই দুইটা হুঁকা ও আটটা গেলাস আনিয়া রাখিবার আদেশ করিলেন। দু এক দিন পরেই মুসলমান ভদ্রলোকটী পিপাসার কথা উল্লেখে জল চাহিলেন ও বলিলেন "ভাই! তুমি আমার ব্যবহৃত ধাতুময় পাত্রে জল গ্রহণ যখন করিবে না, তখন আমাকেও তোমার ব্যবহৃত পাত্রে জল দিও না। মাটীর গেলাস যাহা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের জন্য বানাইয়াছ তাহাতেই [ভিন্ন সমাজান্তর্গত ও অতিথি সুতরাং সকল শাস্ত্রমতেই তোমার সর্ব্বোচ্চের সমতুল্যরূপে ব্যবহৃত হইবার অধিকারী]

তোমার এই মুসলমান বন্ধু ও অতিথিকে জল দাও।" হিন্দু বন্ধুর হঠাৎ স্মরণ হইল যে অল্পকাল পূর্ব্বে এক দিন জল চাহিয়া তাহার পরই ইনি চলিয়া গিয়াছিলেন। মাটির গেলাসে জল আসিলে সন্দেহ মিটাইবার জন্য বলিলেন, "ভাই তুমি সেদিন অত গ্রীষ্মে জল না খাইয়া গিয়াছিলে কেন এবং আমার বাড়ীতে মাটীর গেলাসের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া লইয়া আজ এই বৃষ্টির দিনে জল খাইতেছ কেন?" মুসলমান ভদ্রলোকটী স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! তুমি হয়ত শুনিতে পাও নাই বা লক্ষ্য কর নাই, যে আমার জন্য সেদিন সহিসের লোটার তলব হইয়াছিল। তাহাতেই তৃষ্ণা দূর হয়। তাহার পর তোমার বাড়ীতে উচিত ব্যবস্থা করাইয়া দিতে পারায় আজ সেই তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল!" বন্ধু লজ্জায় ও আনন্দে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে উহাঁর হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "তুমিই প্রকৃত হিতকারী বন্ধু! আপন মাহাত্ম্যেই অতটা দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহা বরাবরের জন্য ক্ষালন করার ভারও লইয়াছিলে।"

৩১। আতিথেয়তা — ময়ূরভঞ্জে।

এক সময়ে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভঞ্জে গিয়াছিলেন। বালেশ্বরে শুনিলেন "রাজা বড়ই খোসামুদে। স্বহস্তে কালেক্টর সাহেবকে পাখার বাতাস করেন। হীনতার এবং পৈতৃক পদ গৌরব নাশের কোন একটা সীমা ত থাকা উচিত!" ময়ূরভঞ্জে গিয়া দেখিলেন যে, রাজা নগ্নপদে পাখা হস্তে আসিয়া তাঁহাকেও গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন! আদর করিয়া বৈঠক খানায় নিজে লইয়া গিয়া পাখার বাতাস করিলেন। "আপনি কেন? টানাপাখা সকলের জন্যই টানুক" বলিলে তবে দড়িহস্তে দণ্ডায়মান ভৃত্য পাখা টানিতে আদিষ্ট হইল এবং রাজা হাতপাখা নামাইলেন। তাঁহাকে কিছু পরে ভোজনে বসাইয়া তাহার

পরে তাঁহার আদেশ লইয়া তবে রাজা নিজে খাইতে গেলেন। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন আফশোস করিয়া বলেন, "হায় আংশিক ইংরাজীশিক্ষা! তুমি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইংরাজের ভদ্রতা দেখিবার উপায় দাওনা আর অপর দিকে 'ইংরাজের বাড়ী তাহার নিজ দুর্গ' (An Englishman's house is his castle) 'ভিক্ষুককে শ্রমাগারে পাঠাও' (Send the beggar to the work-house) 'কর্ত্তা নিজে উচ্চাসনে খানার টেবিলের শিরোদেশে বসিবেন' (The master takes his seat at the head of his own table) ইত্যাদি ইংরাজী গত দ্বারা হিন্দুসন্তানের মাথা খারাপ করিয়া দিয়া এই হিন্দুরাজার এই আদর্শ হিন্দু আতিথ্য বুঝিতেও অক্ষম করিতেছ! অতিথি কালেক্টরকে পাখার বাতাস করা ইঁহার উচ্চ অঙ্গের আতিথ্য ধর্ম্মপালন—উহা হীনতা প্রসূত কার্য্য নহে।"

৩২। ফকিরের কথায় কর্ম্মবন্ধন চ্ছেদ।

ইহুদীদিগের মধ্যে এক ভক্তিমান কুম্ভকার দম্পতীর পুত্র হয় না বলিয়া দুঃখ ছিল। তাহারা হজরত মুসাকে এজন্য একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। হজরত মুসা ভগবানের সহিত সাক্ষাতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন যে, "উহাদের কর্ম্মবন্ধ অনুসারে পুত্র হওয়া সম্ভবে না!" হজরত মুসা এই সম্বাদ দিলে বিষণ্ণ মনে কুম্ভকার দম্পতী সৎকর্ম্মে মন দিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে একজন দিগম্বর ফকির কুম্ভকারের বাটীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বলিল আমাকে যে যত গুলি ঘুঁটে দিবে তাহার ততগুলি ছেলে হইবে।" কুম্ভকার পত্নী তৎক্ষণাৎ ঘুঁটে লইয়া বাহির হইল। কুম্ভকার বলিল "ভগবানের কথার উপরও কি বিশ্বাস হয়না? যে পুত্র

দিতে পারে তাহার কি আর ঘুঁটে জুটিত না।" কুম্ভকার পত্নী বাধা না মানিয়া উলঙ্গ ফকিরের পদপ্রান্তে পড়িয়া ঘুঁটে রাখিতে লাগিল। পাঁচখানি রাখিলে ফকির বলিলেন "তোমার পাঁচ পুত্র হইবে; আর না।" ফকির দ্রুত প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ক্রমে কুম্ভকার পত্নীর পাঁচ পুত্র হইল।

হজরত মুসা আশ্চর্য্য হইয়া ভগবানকে প্রার্থনা সময়ে সে কথা জানাইলেন এবং কাতরভাবে, কহিলেন "আমি মিথ্যাবাদী হইলাম। লোকে আর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিবে না।" আকাশবাণী হইল যে, "অমুক স্থানে গিয়া অমুকদিন কি ঘটে তাহা দেখিও। সেখানে খুব বড় মেলা হয়।" হজরত মুসা তথায় গিয়া দেখিলেন যে একব্যক্তি দাঁড়িপাল্লা বাটখারা ও ছুরিকা লইয়া বলিতেছে, "কে ভগবানের নামে অর্দ্ধসের মাংস বুক হইতে কাটিয়া দিবে। আমার বড়ই প্রয়োজন।" কেহই ঐ কথায় কর্ণপাত করিল না। শেষে এক উলঙ্গ ফকির আসিয়া বলিল "আধ সের মাংস কেন? ভগবানের নামে আমি তোমাকে সর্ব্ব-শরীর দিলাম।" এই বলিয়া বুকে ছুরি বসাইয়া ফকির প্রাণত্যাগ করিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া হজরত মুসা বিস্মিত হইয়া ভগবানের নিকট রহস্য উদ্ঘাটন জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আকাশবাণী হইল "ঐ ফকিরেরই আশীর্ব্বাদে কর্ম্মবন্ধন ছেদিত হইয়া কুম্ভকার পত্নীর পুত্র হইয়াছিল। যে সমস্তই ভগবানে অর্পন করিয়াছে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই,—সে ললাটলিপিও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সক্ষম!"

৩৩। প্রকৃত ফকীর দর্শন ছোটলাটের।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঞ্জ-মোরাদাবাদ নামক স্থানে মৌলানা ফজলুর রহমান শা নামক এক ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার কুটীরে তিনি

একখানি ছোট দড়ির খাটিয়ার উপর শুইয়া বা বসিয়া থাকিতেন। বিছানা বালিস ব্যবহার করিতেন না। সামনে চেটাই পাতা থাকিত, তাহাতে দর্শনপ্রার্থীরা আসিয়া বসিত। তাঁহাকে শিষ্য সেবকেরাই খাওয়াইত। এক দিন খাটিয়ার উপর হাতে মাথা দিয়া ফকীর শুইয়া আছেন, এমন সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার এণ্টনি ম্যাকডোনেল সাহেব একজন দোভাষী সহ কুটীর মধ্যে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইলেন। ছোটলাট বাহাদুর দূরে গাড়ি রাখিয়া পদব্রজে আসিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া ফকীর বলিলেন "কোন্ হ্যায়?" দোভাষী বলিলেন "ইনি লাটসাহেব।" ফকীর পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন এবং বলিলেন "বয়ঠ্‌তা কেঁও নেহি!" তাহার পর লাটসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক মধুর স্বরে বলিলেন "বয়ঠ্ যাও বেটা।"

কোট পেণ্টুলান ও বুট জুতা সহিত চেটাইয়ে বসা কোন ইংরাজের পক্ষেই সহজ নয়! কিন্তু টুপি খুলিয়া ফকীরকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক লাট সাহেব কোন গতিকে অবিলম্বেই চেটাইয়ে বসিয়া পড়িলেন। ফকীর পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই লাট সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিলেন—"যিনি এই রাজ্যের মালিক তিনি দুনিয়ার মালিকের কৃপা পাত্রী এবং সকল ফকিরের আশীর্ব্বাদ পাত্রী। তাঁহার মন বড়ই উদার। তোমরা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ তেমন নহ। যদি তোমরা তাঁহার মত মন লইয়া প্রজাপালন কর,—যেমন খুব ভাল পথ ঘাটের বন্দোবস্ত করিতেছ; তেমনি যদি প্রজাদের অন্ন সংস্থান বৃদ্ধির জন্যও যত্ন কর, উহাদের আপন আপন ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম পালন বিষয়ে উৎসাহ দাও, এবং আইন প্রণয়ন সময়ে এবং বিচারাসনে বসিয়া সকলেই সকল সময়ে সর্ব্ব প্রকার কূটনীতি মন হইতে দূর করিয়া সরল অকপট ন্যায়কে মাত্র কর্ত্তব্য স্মরণে লক্ষ্য রাখ, তাহা হইলে ফকীরের

সদালাপ।

কোন কথাই এ রাজ্যে বলিবার থাকে না। শুনিলেত? এইবার যাও।" লাট সাহেব সমস্ত সময়টাই টুপি হাতে খালি মাথায় বৃদ্ধ ফকীরের স্নিগ্ধ সৌম্যমুখকান্তি দেখিতেছিলেন। এই কথায় খুব ঝুঁকিয়াই সেলাম করিলেন। তিনি ফকীর সাহেবকে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। ফকীর তাহা বলিতে সময় দিলেন না। বলিলেন, যাও বেটা! যাতা নেই কেঁও!" লাট সাহেব নীরবে টুপি হাতে ফকীরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া স্থানীয় দুদশজন ভদ্র লোক শশব্যস্তে আতর গোলাপের পাত্র লইয়া ভাল কাপড় পরিতে পরিতে দ্রুতগতি আসিতেছিলেন। পথে লাট সাহেবের সহিত দেখা হইলে উহাঁদের মৃত্তিকা স্পর্শী কুর্ণিসের প্রত্যুত্তরে লাটসাহেব টুপি না ছুঁইয়া এবং সিকি ইঞ্চি মাত্র মাথা নাড়িয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। পথে দোভাষীকে বলিলেন, "ফকীর দেখিতে আসিয়াছিলাম; প্রকৃত ফকীরই দেখিলাম। এ সকল ভালকাপড়-পরাদের দেখিতে আসিতে হয় না। এ দলের রাজা নবাব প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমার ওখানে ভিড় লাগায়।"

৩৪। ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা   বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ।

বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি "জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন,."আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ করিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছ, বশিষ্ঠ অবশ্যই মানিবেন।" বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার গিয়া নমস্কার করিলেন, এবারও সেই "জয় হউক" আশীর্ব্বাদটাই পাইলেন। বিশ্বামিত্র আবার ব্রহ্মার নিকট ঐ কথা জানাইতে গেলে

তিনি বলিলেন, "যদি এবারও তোমাকে প্রতি-নমস্কার না করেন, তাহা হইলে বশিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে!" এইবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাবিলেন যদি তিনি নমস্কার করেন এবং বশিষ্ঠ পূর্ব্ববৎ আচরণ করেন, তবে ত বজ্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা হইবে। এই কথা মনে পড়ায় তিনি বশিষ্ঠকে নমস্কার না করিয়াই ফিরিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ "ভো ব্রাহ্মণ! আসুন আসুন, নমস্কার," বলিয়া বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুইবার আপনাকে আমি নমস্কার করিলাম, তখন প্রতি নমস্কার করিলেন না, এখন ডাকিয়া নমস্কার করিতেছেন, ইহার কারণ কি?" তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন, "ব্রাহ্মণোচিত প্রধান গুণ ক্ষমা আপনার এখন হইয়াছে। 'এখন' আপনি প্রকৃতই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। তাই আপনাকে আহ্বান করিয়া নমস্কার করিতেছি।"

৩৫। সৎকার্য্যে উদ্যম ব্রাহ্মণের ডোবা।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে জল কষ্টের সময়ে মাতাকে বহুদূর হইতে জল আনিতে হয় দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেন। কিছুদিন পরে মাতৃ-বিয়োগ হইলে মাতৃশ্রাদ্ধের দিন সঙ্কল্প করিলেন যে মাতার নামে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিবেন। আহার জুটে না তথাপি কোদাল ও ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া নিজের বাস্তু ও উদ্বাস্তু জমি স্বহস্তে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কঙ্কালসার ব্রাহ্মণকে সকলে ক্ষেপা বামুন আখ্যা দিল। তাঁহার মহৎ উদ্যমে গ্রামস্থ কেহই সহায় হইল না। ব্রাহ্মণ শুনিলেন যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে যথেষ্ট দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ কিছু অর্থের প্রত্যাশায় তাঁহার বাটীতে গিয়া জানিলেন যে, শ্রাদ্ধ দানাদি হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ সকলের মুখেই ঐ বৃহৎ কার্য্যের প্রশংসা শুনিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকটে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিলেন যে, দেওয়ানজির

সহিত দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন দুর হইতে আগত মনঃক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার মাতৃশ্রাদ্ধ ইহার অপেক্ষাও বৃহত্তর ব্যাপার। আজ তিন বৎসরেও শেষ হয় নাই!" ক্রমে দেওয়ানজির কর্ণগোচর হইল যে কেবল এক পাগলা ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের প্রশংসা করিতেছে না, অপর সকলেই করিতেছে। দেওয়ানজি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "বাড়ীঘর, হাতী, পাল্‌কী, জমিজমা, আহার বিহার সমস্তই ঠিক রাখিয়া সঞ্চিত অর্থের দান, বহুলক্ষ টাকার হইলেও, কঠিন কার্য্য নয়। বাসগৃহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, বিবাহাদি না করিয়া, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কায়ক্লেশে লোকোপকার দ্বারা স্বর্গগতা জননীর তৃপ্তিসাধন জন্য বহুবর্ষ মাতৃশ্রাদ্ধের কার্য্যে লিপ্ত থাকায় ধনীর ধন ব্যয়কে আর বড় মনে হয় না।" দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া পারিষদদিগের অবজ্ঞাত, কঙ্কালসার ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা ও যত্ন করিয়া নিজগৃহে কয়েকদিন রাখিলেন। ব্রাহ্মণ একাকী কত বড় ডোবা খুঁড়িয়াছেন তাহার সন্ধান হইলেন এবং নিজ ব্যয়ে উহাকে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকায় পরিণত করিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া তাঁহার মাতার নামে উৎসর্গ করাইয়া ধন্য হইলেন। কার্য্য সিদ্ধিতে আনন্দিত ব্রাহ্মণ নিজের জন্য দেওয়ানজির নিকট হইতে কিছুই লইতে রাজি হন নাই।

৩৬। ভক্তি — সূচের গর্ত্তে হাতী পার।

আত্মজ্ঞানেই মুক্তি এই কথা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন;

"মোক্ষসাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

মুক্তির উপাদানের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্ব প্রধান। দেবর্ষি নারদ হরিগুণ গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ কালে একদিন দেখিলেন যে একজন

জীর্ণ শীর্ণ তপস্বী একটী অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ করিতেছেন। অদূরে একজন মাতাল অপর একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে। নারদকে দেখিয়া তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যখন ভগবানের কাছে যাইবেন তখন জিজ্ঞাসা করিবেন, আর কতদিন আমাকে তপ করিতে হইবে ?" এই শুনিয়া মাতালটাও বলিল "আমার কথাও জিজ্ঞাসা করিও।" নারদ ভগবানের নিকট গিয়া এই দুই প্রশ্ন করিলে উত্তর পাইলেন যে "ঐ মাতাল দীক্ষা লইয়া অল্প সাধন মাত্রেই মুক্তি পাইবে। আর ঐ তপস্বী যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া জপ করিতেছেন তাহাতে যত পাতা আছে তত বৎসর তপস্যা জন্ম জন্মান্তরে করিলে, তবে মুক্ত হই-বেন।" নারদ বিস্ময় প্রকাশ করিলে উত্তর পাইলেন "ফিরিয়া গিয়া নিজেই উঁহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ। বল যে আমি বলিয়াছি সূচের গর্ত্তের ভিতর দিয়া একটি হস্তী পার করিয়া তাহার পর উঁহাদের বিষয়ে ব্যবস্থা ঠিক করিব।" নারদ উঁহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবান এখন সূচীর ছিদ্রে হস্তী পার করিবেন, তারপর তোমাদের কথা ভাবি-বেন।" ইহাতে তপস্বী বলিলেন "তবেই বলুন যে আমার মুক্তি কখনই হইবে না। অসম্ভব কার্য্য ত কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।" তপস্বী জপ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

মাতাল বলিল "ঠাকুর! যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অণুর চেয়ে ছোট অণু পলকমাত্রে করিতে পারেন তাঁহার কাছে এ আর একটা কি কাজ! আপনি একটু অপেক্ষা করিয়া হাতীটা পার হওয়া দেখিয়া আমার কথাটা জানিয়া আসিতে পারিলেন না ?" নারদ দেখিলেন যে মাতাল ভক্তিতে এখনই মুক্তপ্রায়। তিনি মহানন্দে মাতালকে কোল দিয়া দীক্ষা ও সাধনের উপদেশ প্রদান করিলেন।

সদালাপ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলম্।

অর্থাৎ যাহার হরিকথায় প্রগাঢ় ভক্তি নাই তাহার অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কেবল শ্রমের নিমিত্তই হয়।

৩৭। সাধুসঙ্গ মুটে মহাপুরুষ।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"—কোন গ্রামে একজন বণিক হাটে জিনিস খরিদ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। ঐ গ্রামে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহারও তাগাদা ছিল। খরিদ বিক্রয় করিয়া মোট লইয়া তাগাদায় গেল। খাতকের বাটীতে জানিল যে খাতক ভাগবত শ্রবণ করিতে গিয়াছেন। বণিক সেখানে গেল এবং ভিড়ের পশ্চাতে বসিয়া অগত্যা কথা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইল। কথা অন্তে খাতক বণিকের টাকা দিলেন। তখন অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। বণিকের একজন সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ হইল। বলিল, "যে এই মোটটা লইয়া যাইবে তাহাকে মজুরি দিব।" ভাগবৎ শ্রোতাদিগের মধ্যে কোন মজুর পাওয়া গেল না। একজন মলিন ও ছিন্নবসনধারী ব্যক্তি শ্রোতাদিগের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর তাঁহাকেই বলিলেন "ইহাঁর মোটটী লইয়া যাও। মজুরি পাইবে।" মলিন বেশধারী, উদাসীনের চিহ্ন বিহীন, ঐ মহাপুরুষ ভাবিলেন "লোকের উপকার করা উচিত এবং হরিকথা যিনি শুনাইলেন তাঁহারও কথা রাখা উচিত। গৃহীদের ন্যায় উহাঁকে ত কিছু দিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন "আমিও ঐ দিকে যাইব। মজুরি দিতে হইবে না।" মহাত্মা মোট উঠাইয়া চলিতে লাগিলেন। "ঐ দিকে ত লোকটা যাইতই, সুতরাং কম মজুরি দিলেই চলিবে" এই

কথা ভাবিয়া বণিক হৃষ্টচিত্তে মৌখিক বলিল "মজুরি দিব বই কি!" সঙ্গে চলিতে চলিতে মহাপুরুষ বণিকের কঠিন হৃদয়ে অর্থলোভ ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার জন্য একান্ত ব্যথিত হইলেন। উহাকে বলিলেন "এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ করিলে যমরাজ সহস্র ঘণ্টা স্বর্গবাস করিতে দেন। অতএব যেরূপে যখনই পারিবে সাধুসঙ্গ করিও।" অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে মহাপুরুষ এই কথা পুনঃ পুনঃ বলায় বণিকের মন ভিজিল। সে মনে মনে স্থির করিল সৎকর্ম্ম ও সাধুসঙ্গ সময়ে সময়ে করিবে। কিন্তু মহাপুরুষ মোট পৌছাইয়া মজুরি না লইয়া চলিয়া গেলে পয়সা বাঁচাইয়া মহাহৃষ্ট বণিক অর্থ সঞ্চয়েই জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিল।

বহুকাল পরে কোন প্রকার সাধুসঙ্গ বা সৎকর্ম্ম না করিয়াই বণিকের মৃত্যু হইল। চিরজীবন কঠিনভাবে সুদ আদায়, জিনিসে এবং ওজনে বঞ্চনা ভিন্ন অন্য কোন কাজ সে করে নাই। বিষয় সম্পত্তি অনেক হইয়াছিল। মৃত্যুর পর যমরাজ উহাকে বলিলেন "সেই মুটের সহিত এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ করিয়াছিলে যে তাহার ফলে এক সহস্র ঘণ্টা তোমার স্বর্গবাস হইবে। তাহার পর যম তাড়না।" বণিকের তখন সেই মহাপুরুষের সনির্ব্বন্ধ উপদেশের সার্থকতা বোধ হইল। বণিক কাতরভাবে মহাপুরুষের দর্শন লাভেচ্ছায় বলিল "সহস্র ঘণ্টা স্বর্গবাসের পরিবর্ত্তে তাহাকে এক ঘণ্টা পুণ্যময় লোকে সাধুসঙ্গে রাখা হউক।" স্বেচ্ছায় যিনি ভার বহনে নিযুক্ত হইয়া সুধু তাহারই প্রকৃত মঙ্গলের জন্য অত যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আর একবার দেখিয়া যমযন্ত্রণা ভোগ আরম্ভ করিবে, এই ইচ্ছা বণিকের বড়ই প্রবল হইয়াছিল। যমরাজ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বণিক সেই পূর্ব্ব পরিচিত মহাপুরুষ এবং অপর কয়েকজন উজ্জ্বল শরীরী মহাত্মাকে ব্রহ্ম চিন্তায় ও হরি কথায় নিমগ্ন

দেখিলেন। উহাদের সান্নিধ্যে এবং কথাশ্রবণে বণিকের অল্পে অল্পে বিবেকের উদয় হইল এবং নিজের ও মহাপুরুষের অবস্থার তুলনায় অনিত্য পদার্থে বৈরাগ্য এবং জ্ঞানলাভের ইচ্ছা অতি সত্বরেই ঘটিল। উহার শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ সাধনের এই ষট্ সম্পত্তি লাভ হইল এবং মোক্ষেচ্ছাও আসিল। অনন্য চিত্ত হইয়া বণিক ইহাতে প্রবৃত্ত থাকায় যমরাজের নিকট ফিরিবার কথা মনে আসিল না। নির্ম্মল-চিত্ত যতিগণ যে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র আত্মা শরীরে দর্শন করেন, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বণিক তাঁহাকে তপস্যা, সত্য, নিত্য-ব্রহ্মচর্য্য এবং জ্ঞান দ্বারা লাভ করিলেন।

পুণ্য লোকে এইরূপে বণিক ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নাম রূপ হইতে—যমের শাসন হইতে—মুক্তি প্রাপ্ত হইল! যমদূতগণ সে পুণ্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে না। সাধুকে এক ঘণ্টা পরেই বাহিরে আনার চেষ্টা করিতে যম রাজ দ্বারাই দূতেরা নিবারিত হইয়াছিল। যেখানে সাধুসঙ্গ হরি কথা, বেদান্ত চর্চ্চা ও পরব্রহ্মের চিন্তা, সেস্থানে যথার্থ অনুতপ্ত লোক শান্তির আশায় আশ্রয় লইলে যমদূতদিগের আক্রমণ করিতে যাওয়া নিয়ম বহির্ভূত।

৩৮। প্রাচীন কালের ছাত্র উদ্দালক।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ পরীক্ষা দ্বারা যখন জানিতে পারিতেন যে, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে ছাত্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও শাস্ত্রীয় রহস্য জানিবার জন্য তাহার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে, তখন তাঁহারা ছাত্রের অধিকারানুযায়ী অধ্যাপনা দ্বারা শাস্ত্রীয় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করাইতেন। তাঁহারা তপঃ প্রভাবে বিশুদ্ধান্তঃকরণ ছিলেন, সুতরাং শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া তাহার প্রতি প্রসন্নতা লাভ করিলে, অল্প প্রয়াসেই শিষ্যকে শিক্ষিত করিতে পারিতেন।

সদালাপ।

আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। তিনি পঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে একদিন আদেশ করেন—"ক্ষেত্রে যাইয়া চাষের উপযুক্ত ভূমিখণ্ডের যাহাতে জল নির্গম না হয়, এই প্রকার আলিবন্ধন করিয়া গৃহে উপস্থিত হও।" উপাধ্যায়ের এই আদেশক্রমে আরুণি ক্ষেত্রে গমন করতঃ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যখন আলি বাঁধিতে সমর্থ হইলেন না, তখন উপাধ্যায়ের আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, গত্যন্তর না থাকায় নিজেই তথায় শয়ন করত জলনির্গম রোধ করিলেন। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলেও আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া, আয়োদধৌম্য অপর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ক্ষেত্রে গমন করিয়া সেখানেও আরুণিকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং উচ্চরবে "হে বৎস আরুণি! সত্বর আমার নিকটস্থ হই।" এই প্রকারে আহূত হইয়া, গুরুদেবের সস্নেহ অভিভাষণ শুনিবামাত্র সহসা কেদারখণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া, আরুণি গুরু সন্নিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাত্মন্! ক্ষেত্রের যে জল নিঃসরণ হইতেছিল, আমি তাহার রোধ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিজের এই স্থূলদেহকে ক্ষেত্রজল নিরোধের উপায় মনে করিয়া তথায় শয়ান ছিলাম। এক্ষণে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।" আরুণির এই প্রকার আচরণে সুপ্রসন্ন হইয়া ধৌম্য বলিলেন, "বৎস! তুমি যখন কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আমার নিকট উপনীত হইয়াছ, তখন অদ্য হইতে তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। আর সরল হৃদয়ে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, বলিয়া তোমার বিশেষ শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদবেদাঙ্গাদি সকল বিদ্যা সহজেই তোমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইবে।" উপাধ্যায়ের সন্তোষভাজন হইয়া তদীয় শক্তি প্রভাবে উদ্দালক কালে মহাতপা ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

৩৯। প্রাচীনকালের ছাত্র উপমন্যু।

আয়োদধৌম্যের বাক্যানুসারে উপমন্যু নামক তাঁহার অপর এক শিষ্য গোচারণে নিযুক্ত হন; উপমন্যু প্রত্যহ সমস্ত দিন গোচারণ করিয়া সায়ংকালে গৃহে আসিয়া গুরু সন্নিধানে অভিবাদন পুর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিতেন। গুরু তাঁহাকে কিছুই খাইতে দিতেন না। তথাপি উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া উপাধ্যায় একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমাকে যে পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিতেছি? তুমি কি আহার করিয়া থাক?" শিষ্য উত্তর করিল "আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিবাভাগে অন্ন আহার করিয়া থাকি। ইহাতে গুরু বলিলেন,"আমার অনুমতি ব্যতীত তোমার ভিক্ষা করা অবৈধ এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্তই গুরুকে অর্পণ করিবার বিধি আছে। অত-এব অদ্য হইতে সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে।" শিষ্য উপমন্যু তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত গুরুকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যকে তাহা হইতে আহারার্থ কিছুই দিতেন না। এ অবস্থাতেও শিষ্যকে স্থূলকায় দেখিয়া উপাধ্যায় পুনরায় একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শিষ্য উত্তর করিলেন, "একবারের ভিক্ষান্ন আপ-নাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা জীবনধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় বলিলেন. "এ কার্য্য তোমার বড়ই অন্যায় হইতেছে; ইহা সমুচিত কর্ম্ম নহে, কারণ এ প্রকার আচরণে অন্যের বৃত্তি নিরোধ করা হয়। গৃহস্থেরা কতবার ভিক্ষা দিবে! অতএব ভিক্ষা বিহিত হইলেও একবারের আহারের উপযুক্ত ভিক্ষাই শাস্ত্রাভিপ্রেত! ভিক্ষায় অতিশয় আসক্ত হইলে ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে।" গুরুবাক্যে ভীত হইয়া উপমন্যু দ্বিতীয়বার ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ধৌম্য তথাপি পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি আহার করিয়া

থাক?" শিষ্য উত্তর করিলেন—"ক্ষুধা অসহ্য হইলে বৎসপীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া থাকি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত ধেনু দুগ্ধ পান নিতান্ত অন্যায় হইতেছে।" তখন শিষ্য ঐরূপ দুগ্ধ পানও পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি তাহাকে পূর্ব্ববৎ হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া একদিন গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছ?" শিষ্য উত্তর করিল, "বৎসগণ দুগ্ধ পান করতঃ ফেন উদ্বমন করে, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "ইহাও অন্যায়; যেহেতু বৎসগণ তোমাতে স্নেহ প্রযুক্ত অধিক পরিমাণে ফেন উদ্বমন করে। তন্নিবন্ধন তাহাদের হানি হয়।" এইরূপে সকল প্রকার আহার নিষিদ্ধ হইলে, একদিবস শিষ্য ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষারযুক্ত, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও গুরুপাক অর্কপত্র উদরস্থ হইয়া চক্ষুর দোষ জন্মাইলে উপমন্যু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন। অনন্তর রাত্রে উপমন্যুকে না দেখিয়া উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য অন্যান্য শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উপমন্যু এখনও আসিতেছে না, তজ্জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম। উহাকে আমি সকল প্রকার আহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। বোধ হয় তন্নিবন্ধন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াই প্রত্যাগমন করিতেছে না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।" এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, 'উপমন্যু! কোথায় গিয়াছ?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর অনুমানে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"আমি কূপে পতিত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "তুমি কি কারণে কূপে পতিত হইয়াছ?" উপমন্যু উত্তর করিলেন, "আমি ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া অর্ক-

পত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়াই কূপে পতিত হইয়াছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর। তাহা হইলে তুমি পুনঃ চক্ষুষ্মান্ হইবে।" তদনন্তর উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তিনি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় একান্ত গুরুভক্ত উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে একটী পিষ্টক দিতেছি। ইহা ভক্ষণ করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।" তখন উপমন্যু বলিলেন, "আপনাদের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালনীয় কিন্তু আমি গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় বলিলেন "পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিলে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকেও পিষ্টক দিয়াছিলাম। তিনি গুরুকে নিবেদন না করিয়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তুমিও সেইরূপ আচরণ কর।" উপমন্যু বলিলেন, "আপনাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, "আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অনুগ্রহ লভ্য পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, "তোমার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি যে তুমি চক্ষুদ্বয় লাভ করিবে এবং অন্যান্য সকল প্রকার শ্রেয়োলাভে চরিতার্থ হইবে।" এইপ্রকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বর প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করতঃ উপমন্যু গুরু সন্নিধানে উপনীত হইলেন। গুরু অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন "সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদা তোমার স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকিবে। অধ্যাপনাদি কার্য্যেও তুমি নৈপুণ্য লাভ করিবে।" গুরুর সন্তোষ প্রভাবে উপমন্যু নানা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

৪০। স্বদেশ প্রেম জাপানী শ্রমজীবির জননী।

রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন দলে দলে জাপানী সৈন্য কোরিয়ায় উপনীত হইতেছিল, তখন একজন জাপানী মজুর সৈন্যদলের সহিত প্রেরিত হওয়ার জন্য আবেদন করে। জাপানের নিয়ম এই যে, দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণের উপায়, একমাত্র পুত্রকে, অপর লোকের অভাব না হইলে, যুদ্ধে পাঠান হয় না। ঐ মজুরের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সৈন্য সংগ্রহকারী কাপ্তেন জানিতে পারিলেন যে, উহার সঞ্চিত ধন বা জমা জমি কিছুই নাই; সে দিন আনে ও দিন খায়, এবং উহার বৃদ্ধা মাতারও আর খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই, তখন প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি উহাকে ফিরাইয়া দিলেন—রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি করিলেন না। মাতাই পুত্রের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "দেশের জন্য পবিত্র সমরক্ষেত্রে তোমার যদি প্রাণ যায়, তাহা হইলে না হয় ঘরে আমারও অনাহারে প্রাণ যাইবে;—তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি?" পুত্র ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা সমস্ত শুনিয়া বলিল, "আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য তুমি দেশের ও সম্রাটের জন্য প্রাণ দান করিতে পাইবে না, এ বড় ঘৃণার কথা। আমি তোমার যশের ও ধর্ম্মের পথে কণ্টক হইয়া থাকিব না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ সহ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাও"—এই বলিয়া বৃদ্ধা পেটে ছুরি বিঁধিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রও মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যুদ্ধে গেল। যেথানের কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই দেশের প্রতি "এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা সম্পন্ন" ধন্য সেই দেশ!

৪১। গুরুভক্তি শিখ শকটচালকের আত্মত্যাগ।

যখন সম্রাট আরঙ্গিবের আদেশে গুরু তেগবাহাদুরের দিল্লীতে শিরশ্ছেদন হয়, তখন ব্যবস্থা হয় যে ঐ মৃতদেহের কোন প্রকার সংকার করিতে দেওয়া হইবেনা—উহা যেখানে কাটা হইয়াছিল সেই প্রকাশ্য রাজপথে পড়িয়া থাকিয়া পচিয়া গলিয়া শেষ হইবে! গুরু গোবিন্দ সিংহ তখন ষোড়শবর্ষীয় বালক। তিনি পিতৃদেহ উদ্ধার জন্য পঞ্জাব হইতে দিল্লী যাইতেছিলেন এমন সময় একজন দরিদ্র শিখ শকট চালক ও তাহার পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গুরু উহাদেরই প্রতি পিতৃদেহ উদ্ধারের ভার দিলেন। উহারা কিছুতেই শিখের একমাত্র ভরসা গুরু গোবিন্দকে বিপদসঙ্কুল দিল্লীর ভিতর যাইতে দিল না। উঁহাকে বাহিরে রাখিয়া দিল্লীতে ঢুকিয়া উহারা দেখিল যে, গভীর রাত্রে প্রহরীরা পূতিগন্ধের জন্য কিছু দূরে আছে, ও সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে। বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ চৌরাস্তায় পড়িয়া আছে। পিতা পুত্রে নিঃশব্দে গুরুর শবের নিকট গিয়া দেহ উঠাইয়া লওয়ার সময় স্থির করিল যে তখনি উহাদের একজনের স্বেচ্ছা মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন; অপর একটী মৃতদেহ কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিয়া না দিলে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে যখন তাহারা দেখিবে যে গুরুর মৃতদেহ কেহ সরাইয়াছে তখনই সম্রাটের ক্রোধের ভয়ে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিবে এবং গুরুর শববাহী নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। পুত্র মরিতে চাহিল। পিতা বলিল "তুমি সবল শরীর ও গুরুর দেহবহনে অধিকতর সক্ষম; পরে নূতন গুরুর অধীনে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক দিন ধরিয়া পারিবে; সুতরাং তোমারই জীবিত থাকা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া শকট চালক নিঃশব্দে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলে তাঁহার পুত্র

রক্তাক্ত পিতৃদেহ বস্ত্রাদিতে ঢাকিয়া এবং তাহার উপর চাদরখানি পূর্ব্ববৎ ভাবেই রাখিয়া গুরুর দেহ বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।—প্রকৃত মহাপুরুষ দিগের সংশ্রবে জাতীয় অভ্যুদয়কালে সমগ্র সমাজই মহৎ হয়।

৪২। কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইংরাজ-অফিসরের আত্মত্যাগ।

মিউটিনির সময় যখন মিরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহী দলে দলে দিল্লী প্রবেশ করিতে লাগিল তখন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ অশ্বারোহণে সহরের অপর এক ফটক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। আধ মাইল পথ গিয়া লেফ্‌টনেণ্ট উইলোবির মনে হইল,—"আমরা একি করিতেছি! দিল্লীর ম্যাগাজিন বিদ্রোহীরা পাইবে এবং উহার তোপ, গোলা-গুলি, বারুদের বলে গবর্ণমেণ্টের সহিত সতেজে যুদ্ধ করিতে থাকিবে। উহারা আমাদেরই দ্বারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত। অবশেষে ইংরাজের জয় হইবে বটে, কিন্তু দিল্লীর ম্যাগাজিন পাওয়ার সুবিধায় উহাদের হাতে দশ হাজার ইংরাজ সৈন্য বেশী মারা যাইবে সন্দেহ নাই। নিজের হস্তে দেশের উপকার করিবার এমন উপায় আর কখন হইবেনা!" এই কথা মনে হইতেই তিনি বলিলেন "বন্ধুগণ! আমার পত্নী ও পুত্র সহ তোমরা অগ্রসর হও! আমার একটা ভুল হইয়াছে,—আমি একবার ফিরিব।" লেফ্‌টনেণ্ট উইলোবি উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া ম্যাগাজিনের দিকে ফিরিলেন। অল্প পরেই মহাশব্দে দিল্লীর ম্যাগাজিন ইংরাজ বীরের দেহসহ উড়িয়া গেল।

৪৩। নিষ্কাম যোদ্ধা মহাত্মা আলি।

মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা মহাবীর আলিই ইস্‌লামের মধ্যে সর্ব্বোচ্চাধিকারীদিগের জন্য গূঢ় যোগ সাধনার এবং সুফি বা ফকীরী

বা বৈদান্তিক মতের প্রবর্ত্তক। কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা সদা সংযত ঐ মহাবীর একদিন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদলের একজনের সহিত বহুক্ষণব্যাপী অসিযুদ্ধ করিয়া শত্রুকে ভূমিতে ফেলিয়া তাহার বুকে হাঁটু দিয়া শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি তাহার বিজেতার প্রতি ঘৃণা এবং নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভয়হীনতা দেখাইবার জন্য মহাবীর আলির মুখে থুথু দিল। মহাবীর তখনি শত্রুকে ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অসি নামাইয়া লইলেন। বিপক্ষ এই ব্যাপারে চমৎকৃত হইয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা আলি বলিলেন "সত্য-ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলাম। তাহাতে তোমার প্রাণই যায় আর আমার প্রাণই যায় ক্ষতি ছিল না। ইহাতে আমার মনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ একটুও ছিল না। তুমি মুখে থুথু দেওয়ায় তোমার উপর আমার তখন হঠাৎ একটু ব্যক্তিগত ক্রোধোদয় হইয়াছিল। সে অবস্থায় তোমার শিরশ্ছেদন করিলে নিষ্কাম কর্ত্তব্য পালন না হইয়া নিজের শত্রুকে খুন করা হইয়া পড়িত। এখন মনের সে ভাব দমন করিয়াছি। তুমি তোমার তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া আবার আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পার।" শত্রু এই মাহাত্ম্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া ভাবিল "এ কি ধর্ম্ম যাহাতে মানুষ দেব তুল্য হয়! তিনি কিরূপ মহাপুরুষ যাঁহার সংশ্রবে মানুষ এত সংযত হইতে পারে।" সে তখন পরাজয় স্বীকার ও পরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাবীরের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হইল।

৪৪। স্বর্ণালঙ্কারের অনিষ্টকারিতা ওভারসিয়ার বাবু।

এ দেশে হিন্দুদের মধ্যে নাভির নিম্নে স্বর্ণালঙ্কার ধারণে অনেক স্ত্রীলোকের আপত্তি আছে। সোনার মল মুসলমানেরা ব্যবহার করেন। হিন্দুরা করেন না, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে সোণার গোঠ এবং চন্দ্রহার

কোমরে ধারণ কিছু কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্বর্ণালঙ্কারের গালাই এবং পুনর্ব্বার নূতন গড়ানয় বৎসর বৎসর বাঙ্গালা দেশে কত লক্ষ টাকা যে নষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। প্রস্তুত গহনা গালাই করিলে অন্ততঃ টাকায় ।৵০ আনা পানে ও মজুরিতে নষ্ট হয়। আর ফেশানের পরিবর্ত্তন জন্য নিত্যই গালাই! সকল বাড়ীতেই স্বর্ণালঙ্কার ধারণ সম্বন্ধে সঙ্কোচ হউক; উহাতে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অনেক ধনক্ষয় নিবারণ হইবে। উহাঁদের মনে পরস্পরের অলঙ্কারদর্শনে "তাপ উদয়" কমিবে। মোটা দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার সহিত মিল রক্ষার্থ রৌপ্যের ও শঙ্খের অলঙ্কার এবং লোহা ও সিন্দুর ধারণ করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আবার উহাঁরা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করুন। সঞ্চিত অর্থ এখন হইতে সেভিংব্যাঙ্কে, লাভকর ব্যবসায়ের শেয়ারে বা কোম্পানীর কাগজে নিবদ্ধ হইয়া আয় বৃদ্ধির সাহায্য করিতে থাকুক; চাকর চাকরাণী বা ভৃত্য হইতে চুরির ভয়ও যাউক। ডাকাতী, থানা তল্লাসী প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার খোয়া যাইবার কতই উপায় আছে! বাড়ীতে এক একটা মৃত্যু ঘটনায় বা অন্য দুর্ব্বিপাকের সময় কত চুরিই হইয়া যায়। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের অসাবধানতায় কত অলঙ্কার খোয়া নিমন্ত্রণকারীর লজ্জার কারণ হয়। অনেকে গহনা পত্রের বাক্স ব্যাঙ্কে বা নিরাপদ স্থানে শিল-মোহর করিয়া রাখিয়া দেন। টাকাটা ওরূপে বদ্ধ করিয়া রাখায় গৃহস্থ ভদ্র পরিবারের লাভ কি? অনেক স্থলে গচ্ছিত গহনাও মারা গিয়া দেশে অধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ হয়।

সম্প্রতি ভবানীপুরের কোন পরিবারের এক বধূ স্নানাগারে পাঁচ শত টাকা মূল্যের সোনার গোট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর অপর এক বধূ তথায় যান। ঐ গহনা হারান উপলক্ষে আরম্ভ বচসা ক্রমে দুই ভাইয়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া মারামারি পর্য্যন্ত হয়;

এবং মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছায়। দুই ভাইই কৃতবিদ্য এবং মিউনিসি-পালিটির ওভারশিয়ার। উহাঁরা পরে আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিয়া এবং অনর্থের মূল পত্নীদিগের স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি বেচিয়া ফেলিয়া বিক্রয় লব্ধ টাকাটা সেভিং ব্যাঙ্কে রাখিতে তাঁহাদের বাধ্য করিয়াছেন।

৪৫। সম্মিলনের একমাত্র উপায় সহানুভূতি।

ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সদ্ভাব সংবর্দ্ধন ও সামাজিক ঘনিষ্ঠতা-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী ক্লাব বা মজলিস সংস্থাপিত হয়। বিলাত প্রত্যাগত বা ইংরাজ ঘেঁসা অনেক বাঙ্গালী এই মজলিসের সভ্য হইয়াছিলেন। এই মজলিসে আহারে ও পানে সামাজিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবাসীকে এই ঘনিষ্ঠতার প্রথম সোপানে উঠিবার জন্য দেশীয় খাদ্য ও পানীয় বর্জ্জন করিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হয়। আবার দেশীয় বেশে এ মজলিসে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই।

অল্পদিন হইল একজন সুইস ভদ্রলোক ধুতি পরিয়া মজলিসে গিয়া-ছিলেন। ইহাতে আর এক জন ইয়ুরোপীয় ঐ সুইস ভদ্রালাকটীকে বলেন, "মজলিসের নিয়ম অনুসারে ধুতি পরিয়া মজলিসে আগমন নিষিদ্ধ।" সুইস ভদ্রলোকটি উত্তর করেন, "আমি বাঙ্গালী নহি; কেবল সখ করিয়া ধুতি পরিয়াছি; বিশেষ বাঙ্গলার এই পচা গরমে ধুতি পরা বড় সুখদ।" এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ইয়ুরোপীয় উচ্চকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সে যাহা হউক এখানে 'নিগারের' মত (অর্থাৎ ঘৃণ্য কেলে গুলার মত) আসা চলিবে না।" তাঁহার সহজ ভাবেই বলা উচিত ছিল "মহাশয়! ক্লবের নিয়ম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ধুতি পরা চলিবেনা।"

যাহা হউক এই কথা যখন হয় তখন যে অনেকগুলি দেশীয় লোক

ঐ মজলিসে উপস্থিত আছেন এবং এদেশীয়দিগকে সাধারণভাবে "নিগার" বলিয়া উল্লেখ করায় তাঁহাদের মনে কষ্ট হইবে এবং এরূপে সমস্ত জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ যে সর্ব্বদেশেরই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ তাহা ঐ ক্রোধান্ধ ও গর্ব্বিত ইউরোপীয়ের মনেই পড়িল না। "নিগার" শব্দ কাফ্রিদাস বোধক। ঐ শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদ উপস্থিত সকল "ইয়ুরোপীয়" সভ্যেরই করা উচিত ছিল। তাঁহারা তাহা না করায় উঁহাদের সকলেরই ঐ জাতীয় অবমাননায় সহকারিতা করা হইয়াছিল। পরস্পরের শ্রদ্ধা হইতেই সহানুভূতি হয় এবং তাহা ব্যতীত সম্মিলন হয় না। একদিকে তোষামোদ, অপরদিকে অবজ্ঞায় সম্মিলন কিরূপে হইবে? এই প্রকৃত কথা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম হইলে এরূপ সকল মিশ্রিত মজলিসের প্রথম নিয়ম হইবে যে জাতীয় অহঙ্কার প্রকাশক বা জাতীয় অবমাননাকর কথা বলিলেই সভ্যকে সস্‌পেণ্ড (সভা হইতে বহিষ্কৃত) হইতে হইবে।

৪৬। ফকীর সাহেব — উদার দৃষ্টি।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া নিবাসী ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত মহম্মদ উল নবি সাহেব আরায় কাজ করিবার সময় একজন ফকীরের দর্শন পাইয়াছিলেন। ফকির পদব্রজে আরব, মিসর ইরান, তুর্কিস্থান, ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডেপুটী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "তিনি কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রকৃত সাধু দেখিয়াছেন।" ফকীর সাহেব উত্তর দিয়াছিলেন, "হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়। তবে সকল দেশেই অল্প বিস্তর প্রকৃত সাধু আছেন, নচেৎ লোকের পাপাচারের জন্য জন সমাজ সকল উৎসন্ন হইয়া যাইত।" প্রশ্ন, "আপনি মুসলমানের ফকীর, হিন্দুর তীর্থ হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় কেন গিয়াছিলেন?" উত্তর, "ভাই! জেরা চড়কর দেখো সবই বরোবর।"

শদালাপ।

'ভাই! একটু উচ্চে চড়িয়া দেখ সবই সমান।' অর্থাৎ যেমন উচ্চ পর্ব্বতের উপর চড়িয়া নিম্নে মাঠের দিকে দেখিলে ঘাস, এবং বৃক্ষসমূহ সমস্তই একরূপ দেখায়, সবুজ মাত্র বুঝা যায়; সেইরূপ মনকে উচ্চ এবং উদার করিয়া লইতে পারিলে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যে দৃষ্টি থাকে না। সকলের মধ্যে যেটা প্রধান এবং সাধারণ বিষয় তাহাই সুস্পষ্ট হয়। তখন ভাল লোক যে সম্প্রদায়েরই হউন তাঁহাকে 'প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত এবং ভাল, বোধ হইতে পারে। ফকীর সাহেব অপরের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে "সন্ন্যাসী ফকীর প্রভৃতির মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহাদিগের এক নিত্যবস্তুর উপরই দৃঢ়লক্ষ্য এবং যোগই উঁহাদের একমাত্র অবলম্বন।" কল্পনায় মনকে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া গিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ভগবানের পরমানন্দ দর্শন চেষ্টার অভ্যাসের উপদেশ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আচার প্রবন্ধের আচমন মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দিয়াছেন।

৪৭। বাহ্য উপাসনা আরঞ্জিব ও ফকীর সর্ম্মদ্।

কাবুলে এখনও নিয়ম আছে যে মুসলমানগণ নমাজ না করিলে তাহাদের সাজা হয়। আরঞ্জিব বাদশাহও নমাজ না করিলে মুসলমানের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফকীর সর্ম্মদ্ নমাজ করেন না বলিয়া বাদশাহের নিকট সম্বাদ পৌছিলে তিনি উঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন, "আমার সহিত জুম্মা মসজিদে নমাজ করিবে চল।" ফকির স্বীকার করিয়া সঙ্গে গেলেন। বাদসাহের পার্শ্বেই উঁহাকে দাঁড় করান হইল। নমাজ আরম্ভে যখন পেশ-নমাজ [যিনি সমাজের পুরোহিত বা মন্ত্রোচ্চারণে অগ্রবর্ত্তী "আল্লা" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ ফকীর বলিয়া উঠিলেন, "তেরা আল্লা তেরা পায়েরকে নীচে!" এবং সেস্থান হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন। নমাজ

শেষে ক্রোধান্ধ সম্রাট ফকীরকে ধরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার ইসলাম-ধর্ম্মের অবমাননাকর ব্যবহারের জন্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ফকীর বলিলেন "আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম। তোমার পেশ-নমাজকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না!" সম্রাটের গর্জ্জন সহ আদেশে সেই স্থলেই এবং সেই ক্ষণেই ফকীরের শিরশ্ছেদ হইল। কথিত আছে ইহার পর হইতে মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত সম্রাট আরঞ্জিব আর দিল্লীতে বাস করিতে পারেন নাই।

পেশ-নমাজ সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে উজ্জ্বল শরীরী ঈশ্বরের দূত তাঁহার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করুণামাথা স্বরে বলিতেছেন, "তুমি সত্য কথা বলিয়া কেন সাধুর প্রাণরক্ষা করিলে না? সে সময়ে তোমার মুখে যাহাই বাহির হউক তোমার মনে কি হইতেছিল, তাহা কেন বলিলে না? এবং যেখানে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াইতেছিলে সেই পায়ের নীচের পাথরের টালিখানি খুলিয়া কেন দেখিলে না যে ফকীরের কথা সত্য কিনা? ফকীর যে আল্লাকে ভিন্ন কিছুই জানিত না, সে যে প্রতি নিশ্বাসের সহিতই 'আল্লা আল্লা' বলিত—অনুক্ষণ কেবল তাঁহাকেই ভাবিত—আর তাহার হইল কপটীদের দ্বারা প্রযুক্ত বধদণ্ড!!"

নিদ্রাভঙ্গে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্পন্দিতহৃদয়ে দ্রুত শয্যা হইতে উঠিয়া পেশ-নমাজ একটী শাবল ও লণ্ঠন হস্তে একাকী জুমা মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াইতেছিলেন, তাহা অনেক চেষ্টায় উঠাইয়া ফেলিলেন। দেখিলেন যে একটী ছোট ভাঁড়ে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে! ফকীর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পলায়ন করার সময়ে যাহা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, তাহা আবার চটকা ভাঙ্গিয়া সুস্পষ্ট মনে হইল! তিনি নমাজ পড়াইবার সময় মুখে "আল্লা" বলিলেও তাঁহার মনে হইতেছিল যে কন্যার বিবাহের জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থার

সদালাপ।

প্রয়োজন! কিরূপ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পবিত্রাত্মা অকপট সাধুর হত্যা তাঁহার দোষে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত পেশ-, নমাজ, আর বাড়ী ফিরিলেন না! বিরাগী হইয়া প্রকৃত মানসজপে মনোনিবেশ করিলেন।

৪৮। আত্মজয় হিন্দুসন্ন্যাসী ও সিকন্দর শাহ।

পঞ্জাব জয় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সিকন্দর সাহ [মাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার] যখন বিজয় উল্লাস করিতেছিলেন, তখন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সিকন্দর সাহের কর্ম্মচারী সাধুর নিকট যাইয়া সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সেই বিজয়ী পুরুষকে দেখিতে চলুন।" সাধু উত্তরে বলেন "তোমার মনিবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি নিজেকে জয় করিয়াছেন কিনা;—যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই দেখিতে যাইব।" সাধুর উত্তরে চমৎকৃত হইয়া সিকন্দর সাহ নিজেই সাধুর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, "তিনি সাধুর যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।" [সাধু মহাত্মারা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বস্থানে যাহার পক্ষে যে উপদেশটী প্রকৃত পক্ষে 'সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়' তাহাই দিয়া আসিতেছেন।] সাধু উত্তর করিলেন "যাহা দিতে পারনা তাহা লইওনা।" দিগ্বিজয়ী সিকন্দর সাহা বুঝিতেই পারিলেন না যে এমন কি আছে যে তিনি দিতে পারেন না অথচ লইয়াছেন! তখন সাধু বলিলেন "প্রাণ দিতে পার না, লোকের প্রাণ লইও না। আমাকে তুমি রৌদ্র দিতে পার না, তাহা ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার নিকট হইতে লইও না"।—অর্থাৎ মানুষ খুন করায় কোন বাহাদুরী নাই, তাহা আর করিও না। আর তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রকৃত কথা যখন শুনিতে পাইলে, তখন

চলিয়া যাও। [গ্রীকপণ্ডিত ডাইওজিনিসও আলেকজাণ্ডারকে ছায়া করিয়া দাঁড়াইতে নিষেধ করেন, তিনি নিস্পৃহতা মাত্র দেখাইয়াছিলেন। সংশোধনের উপদেশ দিয়া উপকার চেষ্টা করেন নাই।]

৪৯। আত্মদোষানুসন্ধানের অভ্যাস মখদুম সাহ।

বিহারে মখদুম শাহের কবর আছে। তিনি রাজগৃহে পাহাড়ের গুহায় তপস্যা করিতেন। তথা হইতে বিহারে আসিবার সময় একদিন পথ হইতে একটু নামিয়া প্রস্রাব করিতেছিলেন। সামনেই ফুটির ক্ষেত। চাষা মনে করিল পথিক ফুটি চুরি করিতে বসিয়াছে। সে কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়াই ফকীরের মাথায় এক লাঠি মারিল। ফকীর প্রহারকারীকে কিছুই বলিলেন না—আপনাকে বলিলেন "কাহে সারফা (উহাঁর ডাকনাম ছিল সার্‌ফুদ্দিন) চলে হো কু রাহ্ কি লাঠি খায়া।" কেন সারফা কুপথে গিয়ে লাঠি খেলে!—যেন দোষটা সবই তাঁহার নিজের! তিনি যদি কোন পড়তি জমিতে কি ঝোড় ঝাড়ের কাছে বসিতেন, তাহা হইলে ত কৃষকের ভুল হইত না!

৫০। নেতার সহানুভূতি মহাত্মা আলি।

মহাত্মা আলি যখন মুসলমানদিগের খলিফা, তখন একদিন নমাজের পর ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় একজন আরব তাঁহাকে অকথ্য গালি গালাজ করিয়া পদত্যাগ করিতে বলিল। উপস্থিত ভক্ত মুসলমানগণ তাঁহাদের গুরু মহাপুরুষের প্রিয় জামাতা এবং তাঁহাদের সম্মানিত সর্দ্দার ও ধর্ম্ম-শাস্তাকে অকারণে গালি দেওয়ায় একান্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে মহাত্মা আলি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া করুণার্দ্রস্বরে ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন "উহাঁকে

সদালাপ।

জিজ্ঞাসা কর যে উহাঁর কোন প্রিয়জন বিয়োগ হইয়াছে, কি দেনার দায় পড়িয়াছে, কি খাওয়া হয় নাই!" জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে দেনার জন্য মহাজন উহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। মহাত্মা আলি নিজের ঘরের টাকা হইতে উহার দেনাশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। লোকটা চিরদিনের জন্য তাঁহার একান্ত কৃতজ্ঞ, অনুগত ও ধার্ম্মিক শিষ্য হইয়া পড়িল। মহাত্মা আলি ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন "সাধারণ প্রজা যখন স্বাভাবিক সম্মান ছাড়িয়া উচ্চপদস্থকে অপমান করিতে যায়, তখন উহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। তখন উহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় নেতৃ ধর্ম্ম পালন হয় না।" সকল দেশে এবং সকল সময়ে, পরিবারমধ্যে, জমিদারীতে, আফিসে, কারখানায় বা রাজ্যে, সর্ব্বপ্রকারের উচ্চপদস্থদিগের এই উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত।

৫১। সরলতা — সত্যবাদী চোর।

ইটালী স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অপরাধীদিগকে জাহাজে কয়েদ রাখার প্রথা ছিল এবং উহাদিগকে "গ্যালি" নামক ছোট ছোট যুদ্ধজাহাজে দাঁড় টানিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দাঁড়ের নিকট বসান হইত। একদিন নেপ্‌ল্‌সের রাজপ্রতিনিধি কোন গ্যালিতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই সময় কৌতূহলবশতঃ কয়েদীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা কে কোন অপরাধের শাস্তি পাইয়া গ্যালীতে কাজ করিতে আসিয়াছে। সকলেই আপনাকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রকাশ করিল। কেহ কেহ বলিল মিথ্যা সাক্ষীর বলে শত্রুরা তাহাদের কয়েদ করাইয়াছে; কেহ বলিল বিচারক ঘুষ খাইয়া সাজা দিয়াছেন। কেবল একজন বলিল, সে অন্নাভাবে উত্যক্ত হইয়া চুরি করিয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া

স্তস্থিত ছড়ি দ্বারা তাহাকে স্কন্ধে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "এমন সব ভদ্রলোকদের মধ্যে তুই বেটা চোর এখানে কি করিতেছিস। এখনি এখান হইতে চলিয়া যা।" সত্যবাদী চোর মুক্তিলাভ করিল।

৫২। শিষ্টাচার লর্ড ষ্টেয়ার।

একদিন ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইসের নিকট ইংলণ্ডীয় দূত লর্ড ষ্টেয়ার আসিতেছিলেন একথা শুনিয়া একজন পারিষদ বলিলেন, "লর্ড ষ্টেয়ার শিষ্টাচারে অদ্বিতীয়"। রাজা বলিলেন "অবিলম্বেই তাহা পরীক্ষিত হইবে!" লর্ড ষ্টেয়ার আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়েই রাজার বেড়াইতে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসিল। তিনি লর্ড ষ্টেয়ারকে গাড়িতে উঠিতে বলিলেন। রাজাকে বিনীতভাবে সেলাম করিয়া লর্ড ষ্টেয়ার তৎক্ষণাৎ রাজার আগেই গাড়িতে উঠিয়া বসিলে, রাজা বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। আপনার শিষ্টাচার প্রকৃতই উচ্চধরণের। অন্য লোক হইলে 'আপনি আগে উঠুন' 'আমি আগে কি করিয়া উঠিব' ইত্যাদি শিষ্টাচারের ভাণে আমাকে বিরক্ত করিত এবং সেজন্য আমার গাড়ি উঠিতে একটু দেরীও হইয়া যাইত।" গুরুজনের আদেশ পালনই প্রকৃত শিষ্টাচার।

৫৩। রাজার কর্ত্তব্য সুলতান সলিমান।

তুর্ক সুলতান সলিমান বেলগ্রেড নগর দখল করার কিছুদিন পরে একজন বৃদ্ধা খৃষ্টিয়ান স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকট নালিশ করে যে চোরে তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুলতান বলিলেন "তুমি জাগ্রত ছিলে না কেন? তুমি হাঁক ডাক করিলে চোরে কিছুই লইয়া যাইতে পারিত না।" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "আপনি প্রজাদের

জন্য জাগিয়া ও কর্ম্মচারীদের জাগাইয়া রহিয়াছেন, এই ভরসাতেই আমি গভীর নিদ্রায় ছিলাম।" কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুলতান উত্তরে তুষ্ট হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াই স্ত্রীলোকটীর হৃত সম্পত্তির উদ্ধার করাইয়া দিয়াছিলেন।

৫৪। দানধর্ম্ম — মহাত্মা ইব্রাহিম।

মহাত্মা ইব্রাহিম অতিথি সেবা না করিয়া ভোজন করিতেন না। একদিন কোন অতিথি না আসায় তিনি নিজেই কোন দরিদ্র ব্যক্তির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে বৃদ্ধ শীর্ণকায় এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সমাদরে ভোজন করাইতে বসাইলেন। কিন্তু অতিথি ভোজনারম্ভে ঈশ্বরের প্রার্থনা না করায় তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল "আমি অগ্নিপূজক। তোমাদের সমাজভুক্ত বা মতাবলম্বী নহি।" তখন ইব্রাহিম উহাকে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেন; খাইতে দিলেন না। সেদিন উপাসনা সময়ে উহাঁর অন্তরে দৈববাণী হইল—"হে ইব্রাহিম! যাহাকে আমি স্নেহ পূর্ব্বক শতবর্ষ অন্নদান করিয়া আসিতেছি তাহার 'অন্ন পরিবেশক' একবারের জন্যও হইতে পারিলে না;—এতটা ঘৃণা করিলে! সে অগ্নির নিকট প্রণত হয় সত্য। কিন্তু তুমি আমার সৃষ্ট জীবে দানের হস্ত কেন সঙ্কুচিত করিলে?"

৫৫। স্বদেশভক্তি এবং স্মৃতি শক্তি — বাসুদেব।

মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনের চিন্তামণি নামক চারিখণ্ড অসামান্য টীকা প্রস্তুত করেন। পরে মুরারি মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি মৈথিলি পণ্ডিতগণ ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। এক সময়ে মিথিলায়

যাওয়া ভিন্ন ন্যায় দর্শন শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। মৈথিল পণ্ডিতেরা ন্যায় দর্শনের পুস্তক অন্যত্র লইয়া যাইতে দিতেন না।

নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ২৫।৩০ বৎসর বয়সে স্বগ্রামের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে গেলেন। একান্ত আকাঙ্ক্ষা স্বদেশে ঐ বিদ্যা আনয়ন করিবেন! মৈথিল পণ্ডিতদিগের একান্ত প্রতিকূলতায় ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তক নকল করিয়া আনা অসাধ্য দেখিয়া চারিখণ্ড চিন্তামণির সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ করিলেন। কুসুমাঞ্জলির শ্লোক ভাগ কণ্ঠস্থ করার পর এবং টীকা ভাগ কণ্ঠস্থ করার পূর্ব্বেই মৈথিল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়া পড়ায় তাঁহার ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। তাঁহার উপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্র উহাঁকে সার্ব্বভৌম উপাধি দিয়া পাঠ শেষ করাইয়া দিলে, বাসুদেব ৺কাশীধামে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং নবদ্বীপে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলিলেন। স্বচেষ্টায় বিশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক স্বদেশে নূতন বিদ্যা আনয়ন করিয়া বাসুদেব ধন্য হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বলকারী বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং শ্রীমৎচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহারই ছাত্র ছিলেন।

৫৬। স্বদেশভক্তি ও ধীশক্তি রঘুনাথ শিরোমণি।

যাঁহার জন্য সমস্ত ভারতে নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চা আজ পর্য্যন্ত বিখ্যাত রহিয়াছে তাঁহার নাম রঘুনাথ শিরোমণি। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “আমার দেশ” গানে উহাঁকেই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ‘ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি।’ বাঙ্গালীর গৌরব এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতের কথা সকলেরই জানা উচিত। রঘুনাথের জন্মাবধি এক চক্ষু অন্ধ ছিল। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি অতীব দরিদ্রাবস্থায় পড়েন। যখন

পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স, তখন মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া একদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে অগ্নি আনিতে গিয়াছিলেন। কয়েকবার আগুন চাওয়ার পর বালকের প্রতি বিরক্ত হইয়া টোলের একজন ছাত্র একখানা হাতা করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া বলিল, "কিসে লইবে লও।" বালকের হাতে কিছুই ছিল না। টোলের ছাত্রেরা ঘুঁটের একদিক ধরাইয়া তাহাই উহাকে দিবে বালক এইরূপ মনে করিয়াই তথায় গিয়াছিল। কিন্তু উহাকে অবজ্ঞা করিয়া হাতে অঙ্গার দিতে যাওয়ায় পশ্চাৎপদ না হইয়া অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি বালক তৎক্ষণাৎ এক অঞ্জলি ধূলা তুলিয়া লইয়া ঐ ধূলার উপর অঙ্গার লইল। কঠিন সমস্যার পূরণ বা তর্কে জয় ঐ বয়সেই আরম্ভ হইল! বাসুদেব বালকের এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্থির করিলেন ইহা দ্বারা কোন অসাধারণ কার্য্য সাধিত হইবে। তিনি বিধবাকে ডাকিয়া আনাইয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজেই রঘুনাথের পাঠনার ও ভরণপোষণের ভার লইলেন ও উহাকে পড়াইতে লাগিলেন। এমন পড়ানও কেহ কখনও দেখে নাই! ক খ শিখাইতেই রঘুনাথ কোট ধরিল ক আগে কেন? খ আগে নয় কেন? বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুইটা জ (জ ও য) এবং দুইটা ব এবং দুইটা ন (ন ও ণ) এবং তিনটা স (শ ষ ও স) এ সমস্তেই বালক রঘুনাথ আপত্তি তুলিল। সংস্কৃত বর্ণমালা উচ্চারণস্থান হিসাবে প্রস্তুত এবং স্বর সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবস্থিত; এক নামের বিভিন্ন বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণও বিভিন্ন, ষত্ব ও ণত্ব বিধি আছে। নচেৎ বালককে লইয়া মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও মহাবিপদে পড়িতে হইত। যাহা হউক বালককে বর্ণমালা শিখাইতেই অর্দ্ধেক ব্যাকরণের সূত্রের উল্লেখ করিতে হয়। বালকের স্মৃতিশক্তিও যেমন বিচারশক্তিও তেমনি। আনন্দোৎফুল্ল অধ্যাপকের যত্নে বালকের শীঘ্র শীঘ্র পাঠোন্নতি হইতে লাগিল। কাব্য

ব্যাকরণ, অভিধান এবং স্মৃতি পড়িয়া রঘুনাথ ন্যায় শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দিনের বেলা যাহা পাঠ হইত রাত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে কোন তর্ক সম্বন্ধীয় খুঁত পাইলে রঘুনাথ তাহার সামঞ্জস্য করিয়া পরদিন নিজের মত গুরুকে শুনাইতেন। এইরূপে তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বাসুদেব আপনার সমুদয় বিদ্যা রঘুনাথকে অতীব যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রঘুনাথ নিরুক্ত নামক টীকার দোষ গুরুকে দেখাইলে, তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া পাঠ সাঙ্গ করিবার জন্য রঘুনাথকে মিথিলায় পাঠাইলেন। চরম উদ্দেশ্য যে যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় তাহা হইলে রঘুনাথই মিথিলার পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপিত করিবেন। তখন স্বদেশ বলিতে যে যাঁহার আপনার প্রদেশকেই বুঝিতেন। স্বদেশভক্ত বাসুদেবের দুই ছাত্র [রঘুনাথ এবং শ্রীমৎচৈতন্য মহাপ্রভু] তর্কশাস্ত্রে এবং ভক্তি-মার্গে অতুল্য হইয়া তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সফলতা সাধন করিয়া বঙ্গদেশের মুখ পৃথিবী মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে কোন শুভা বিদ্যা যতই কঠিন হউক স্বদেশে আনিতে দৃঢ় ইচ্ছা করিলেই যে বাঙ্গালী তাহা এক পুরুষে না হয় দুই পুরুষে পারেন, তাহা সশিষ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। [জাপানও এইরূপে ছাত্র পাঠাইয়াই ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সামরিক বিদ্যা স্বদেশে আনয়ন এবং স্থাপন করিয়াছেন এবং ইয়ুরোপ অপেক্ষাও উৎকর্ষলাভ জন্য যত্ন করিতেছেন।]

মিথিলার সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল, দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া তিনি ছাত্রদের পড়াইতেন। এবং টীকা লিখিতে লিখিতেই ছাত্রদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোন ছাত্র তাঁহাকে তর্কে একটু অসাধারণভাবে তুষ্ট করিলে তবে তিনি মুখ ফিরাইয়া বিচার করিতেন। পক্ষধর মিশ্রের টোলে যে কয়েকজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল কিছুকালের

মধ্যেই তাহাদের তর্কে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিলেন; এবং বরাবরই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া পাঠনা করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া পক্ষধর মিশ্রের সামান্য লক্ষণা গ্রন্থের দোষ ধরিয়া গুরুর সহিত বিচার আরম্ভ করেন। তর্কশাস্ত্র মানসিক কুস্তি। উহাতে গুরুশিষ্যেও পাছড়াপাছড়ি করায় কোন দোষ নাই। পক্ষধর মিশ্রের সহিত ঘোরতর তর্ক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। মিথিলার নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ছাত্র তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তর্কের সংঘর্ষে বিদ্রূপাদিও আরম্ভ হইয়াছিল ;—

পক্ষধর বলেন—

বক্ষোজ-পানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥

অর্থাৎ — তুমি মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশু (অপরিপক্ক বুদ্ধি) একচক্ষু (শাস্ত্রে সম্যক্ দৃষ্টিবিহীন) সংশয়ের উপর অবস্থিত সামান্যলক্ষণা অকস্মাৎ তুমি কিরূপে লোপ করিতে চাহ ?

রঘুনাথ উত্তর করেন —

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ ॥

অর্থাৎ—যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করেন, বালককে যিনি প্রবোধিত করেন, আমি তাঁহাকে প্রকৃত অধ্যাপক বলিয়া মনে করি; তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত "অধ্যাপক নামধারী" মাত্র।

উহার পর তর্ক সংগ্রামে রঘুনাথ সুস্পষ্টরূপেই পক্ষধরের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পক্ষধর রঘুনাথের মত অকাট্য বুঝিয়াও সরল মনে পরাজয় স্বীকার করিতে পারিলেন না। নির্ব্বোধ, নাস্তিক, বেল্লীক প্রভৃতি শব্দে উহাঁকে অবমানিত করিলেন। উপস্থিত মৈথিলপণ্ডিত ও ছাত্রগণ

চীৎকারে ও গালিগালাজে পক্ষধরের কটূক্তির সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ছাত্রেরা বলিল—

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।

অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবান্ একলোচনঃ॥

অর্থাৎ—ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, মহাদেব ত্রিলোচন, আর সকলে দ্বিলোচন, তুমি একলোচন কে হে বাপু?

এইরূপে "কাণা" বলিয়া চীৎকারে প্রকৃতপক্ষে তর্কে জয় হয় না। কিন্তু সে দিন সভাস্থল হইতে রঘুনাথ সমগ্র মিথিলার "কাণা কাণা" চীৎকারেই হতমান হইয়া বাসায় ফিরিলেন। যখন ধীরভাবে নিজের প্রত্যেক কথাটী স্মরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তিনি কয়েক দিনের বিচারে একটীও অযুক্ত বা অশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করেন নাই এবং তাঁহার যুক্তি একান্তই অকাট্য, তখন তাঁহার (বয়স ২২।২৩ মাত্র) বড়ই ক্রোধোদয় হইল। স্থির করিলেন পক্ষধরের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত আবার বিচার আরম্ভ করিবেন। বহুসংখ্যক লোকের চীৎকারের বাহিরে, যদি বিচারে ঠেকিয়া পক্ষধর সরলভাবে পরাজয় স্বীকার করেন ত ভাল, স্বদেশে গিয়া নিজমত প্রচার করিবেন; নচেৎ পক্ষধরের এবং নিজের প্রাণ তরবারি দ্বারা নষ্ট করিয়া সব শেষ করিয়া দিবেন।

সে দিন শরৎকালের পূর্ণিমা। পক্ষধরের পত্নী বলিতেছিলেন, "এই জোৎস্নার অপেক্ষা নির্ম্মল কিছু আছে কি?" পক্ষধর ততক্ষণে নিজের অসরল ও অন্যায় আচরণে লজ্জিত হইয়া রঘুনাথের কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "নবদ্বীপ হইতে একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়াছেন। উঁহার বুদ্ধি এই জ্যোৎস্নায় অপেক্ষাও নির্ম্মল!—'ব্রাহ্মণের ক্রোধ বাঁশ পাতার আগুন।' তরবারিহস্ত রঘুনাথের ততক্ষণে রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল। তিনি গুরুগৃহে পৌছিয়াই অনুতাপান্বিত হইয়া

ফিরিবার উদ্যোগে ছিলেন। এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া তরবারি ফেলিয়া দিয়া সাষ্টাঙ্গে গুরুর চরণতলে গিয়া পড়িলেন এবং স্বীকার করিলেন যে, যে বুদ্ধির তিনি প্রশংসা করিতেছিলেন, সেই বুদ্ধিই তাঁহাকে তথায় তরবারি হস্তে গুরুহত্যার জন্য আনিয়াছিল। পক্ষধর তাঁহাকে পাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপযুক্ত শিষ্যের অনুচিত অবমাননা করার জন্য আত্মগ্লানি সম্ভূত বিষম যাতনার উপশম করিলেন এবং ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ত্তব্যপথে দৃঢ়তা লাভ করিলেন। তিনি পর দিন সকলকে ডাকাইয়া সুস্পষ্টভাবে নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত যে সকল মত অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা রঘুনাথের অসাধারণ ধীশক্তি গুণে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল। রঘুনাথ ভারতবর্ষের শিরোমণি হইলেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া টোল করিলে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের ছাত্র আসিয়া ন্যায় দর্শন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে পঠদ্দশায় রঘুনাথের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর (তখন নিমাই পণ্ডিত মাত্র) বড়ই মধুর সম্বন্ধ ছিল। একদিন কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য রঘুনাথ বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে; শরীরের উপর পক্ষীরা বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে; রঘুনাথের কোন হুঁস নাই। নিমাই আসিয়া রঘুনাথের মাথায় কমণ্ডলুস্থিত জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসে বসে কি ভাবছ।" রঘুনাথ বলিলেন, "সে কথা তোমায় বলিয়া কি হইবে?" শেষে নিমাইয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে অবিলম্বেই ঠিক উত্তর পাইলেন। রঘুনাথ তখন বলিলেন "ভাই, যাহা আমি তিন দিন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহা তুমি এক মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া দিলে। তুমি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।" কথিত আছে যে রঘুনাথ তাঁহার ন্যায়ের টীকা দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করার পর

নিমাই তাঁহাকে নিজের একটি টীকা পড়িয়া শুনাইলে রঘুনাথকে একান্তই হতাশ্বাস ও ম্লানমুখ হইতে দেখিলেন। তখন নিমাই বলেন "ভাই, এই অফল শাস্ত্রে তোমার অভিলষিত যশের পথে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহি না; এই আমার টীকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলাম।" ফলতঃ তর্ক শাস্ত্র মনুষ্যের চরম লক্ষ্য নহে; উহা বুদ্ধি পরিমার্জ্জনার জন্যই প্রয়োজনীয়। তাহার সহিত স্মৃতি প্রমাণে সদাচারলাভ এবং আত্মতত্ত্ব বা নিত্যবস্তুর বিষয়ে জ্ঞানলাভ জন্য সভক্তিক বিচার এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ জন্য সভক্তিক যোগ সাধনাই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত!

ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবতী টীকা, তত্ত্বচিন্তামণি, দীধিতি, অদ্বৈতেশ্বরবাদ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রঘুনাথ রাখিয়া গিয়াছেন।

হরি ঘোষ নামক একব্যক্তি তাহার সুবিস্তৃত গোশালায় রঘুনাথের চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিয়া তাঁহার বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান করিয়া দিয়া ছিলেন। তদবধি ছাত্রের কলরব পূর্ণ স্থানকে লোকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলে। মিথিলায় রঘুনাথ কাণ ভট্ট শিরোমণি নামেই প্রসিদ্ধ। রঘুনাথের কবিত্ব-শক্তিও ছিল। কিন্তু তিনি উহাকে বড় মনে করিতেন না; নচেৎ একখানি উপাদেয় মহাকাব্যও লিখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার কবিতার কেহ প্রশংসা করায় তিনি বলেন—

কবিত্বং কিমহো তুচ্ছং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং॥

মহাদেব যে সর্প ধারণ করেন, তাঁহার কালকূটপানের নিকট তাহা যেমন ক্রীড়ামাত্র, তেমনি অতি কঠিন চিন্তামণি বা ন্যায়শাস্ত্রশিক্ষিতদিগের পক্ষে কবিতারচনা তুচ্ছ কার্য্য। এই কবিতাটিই কি সুন্দর কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছে।

তাঁহার গুরু কোন সময়ে রঘুনাথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে

সদালাপ।

আমরণ ব্রহ্মচারী রঘুনাথ বলেন, "দীধিতি আমার পুত্র, লীলাবতী আমার কন্যা। লোকে পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহ করে আশীর্ব্বাদ করুন আমার ঐ পুত্র কন্যা অমর হউক।" কতটা একাগ্রতার সহিত চেষ্টার ফলে কোন বিষয়ে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয়!

৫৭। স্বদেশে সদাচার-রক্ষা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

যাঁহার অসাধারণ স্বধর্ম্মভক্তিজনিত পরিশ্রমে ও পাণ্ডিত্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে স্মার্ত্তাচার অধিকতর অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বাঙ্গালা ব্রাহ্মণকে এবং তাঁহার অনুকরণে ব্রাহ্মণেতর সর্ব্ববর্ণভুক্ত বাঙ্গালীকে সদাচারে উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে, সেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সমকালে জন্মিয়াছিলেন। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি খানি স্মৃতির সংগ্রহ ও টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। আহ্নিকতত্ত্ব (দৈনিক কৃত্য সম্বন্ধে) দায়ভাগতত্ত্ব, সংস্কারতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব (মামলা মোকদ্দমার কথা) ব্রততত্ত্ব উদ্বাহতত্ত্ব প্রভৃতি ২৮ খানিই তত্ত্ব শব্দ সংযুক্ত। হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া এবং ভারতের নানাপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন নানামুনির নানামতের সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন এবং যুক্তি অবলম্বনে ব্যবস্থা সকল সময়োপযোগী করিয়াছেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দু স্বধর্ম্মের কথা না জানিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজে সদাচার প্রবিষ্ট হইলে এবং শূদ্রগণও শূদ্রকৃত্যতত্ত্বে নিজেদের জন্য সদাচার বিধিবদ্ধ পাইলে পর বঙ্গদেশে ঐ হাওয়া ফিরিয়া যায়। চৈতন্য দেবের প্রবর্ত্তিত ভক্তিস্রোতও ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া হিন্দু সমাজকে তাহার প্রকৃত পথে লইয়া যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়। মেলবন্ধন হেতু পাত্রাভাবে বয়ঃস্থা কন্যার বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা কুলীনদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দন তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেন।

কথিত আছে যে তিনি ৺গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যখন পাণ্ডাদের অসঙ্গত পীড়ন দেখিলেন, তখন ৺গয়াক্ষেত্রের ক্রোশ পরিমিত বিস্তার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া তিনি মন্দিরের বাহিরে পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলে পর পাণ্ডারা উহাঁর পরিচয় পাইয়া একান্ত ভীত হন ও বুঝিতে পারেন যে উঁহার পথানুসরণে বাঙ্গালী মাত্রেই মন্দিরের বাহিরে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবেন, সুতরাং মন্দিরের আয়ও কমিয়া যাইবে। তখন মন্দিরে পিণ্ড দেওয়ার জন্য দক্ষিণার হার সকলের পক্ষেই চিরদিনের জন্য খুব কমাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পাণ্ডারা উঁহাকে মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। আগন্তুক সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অনাচারের দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বী, একান্ত স্বধর্ম্মভক্ত, শাস্ত্রের সম্মানরক্ষাকারী সংস্কারক রঘুনন্দনের গুণেই সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে আর্য্যাচার আজও অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত। রঘুনন্দন নিজে পরম শুদ্ধাচারী ও একান্ত বিনয়ী ছিলেন। প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাহাও বিশেষ বিনয়ের সহিত। মলমাসতত্ত্বে লিখিয়া গিয়াছেন ;

বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাসিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্বং বুভুৎসয়া॥

অর্থাৎ—স্মৃতিতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছায় আমি গুরু বাক্যের বিরুদ্ধ কথা যাহা বলিয়াছি বুধগণ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

৫৮। সত্যপালন — কৃষ্ণপান্তী।

রাণাঘাটের পালচৌধুরিদের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তী, মুখে যাহা বলিতেন কাজেও তাহাই করিতেন, কখন কথার অন্যথা করিতেন না।

(ক) সত্যপালন সম্বন্ধে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকাতেরাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র ভয় পাইত না। তিনি একদিন

কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন পথে কতকগুলা ডাকাইত তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে কয়েকজন আসিয়া নৌকায় অধিক টাকা না পাইয়া মারপিট আরম্ভ করাতে কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার গদিতে নির্ভয়ে যাইও. খুসী করিব ; এখন চলিয়া যাও।" তাহারা কর্ত্তাবাবুর কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল। পরে তাঁহার বাসা বাড়ীতে আসিলে, তিনি বিপন্নাবস্থায় তাহাদিগকে যত টাকা দিবার মনন করিয়াছিলেন তাহাই দিয়া বিদায় করিলেন।

(খ) একদিন, একখানা তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার পালনে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্রেরা "এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহা পরকে দেওয়া উচিত নয়" বলিয়া আপত্তি করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্তভাবে এইমাত্র বলেন, "আমি যে, তাঁহাকে দিব বলিয়াছি।" ঐ ব্রাহ্মণ উলার (বীরনগরের) বামনদাস বাবুর পিতামহ ৺মহাদেব মুখোপাধ্যায়।

(গ) একদিন, একব্যক্তি তাঁহার নিকট লবণ লইবে বলিয়া কিছু বায়না দিয়া যায়। কিন্তু বাকী টাকার যোগাড় করিতে না পারাতে সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা বায়নার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছুদিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়িয়া উঠিলে কৃষ্ণপান্তী সমুদায় লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বায়না দিয়াছিল, সেই লবণের বাকী মূল্য কাটিয়া লইয়া সমস্ত মুনফা তাহার নামে জমা রাখেন এবং অনেক দিন পরে দেখা পাইলে ঐ মুনফার টাকা তাহাকে দেন।

(ঘ) ১২১২ সালে (১৮০৫ খৃঃ অঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যমপুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের মাসহারা লইয়া তখনকার নদীয়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদ্দমা হয়। টাকার বিশেষ প্রয়ো-

জন হওয়ায়, শম্ভুচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন আপাততঃ আমাকে "কিছু টাকা দিন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর যদি দায়ী সাব্যস্ত না হন, টাকা ফেরত দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষুর্লজ্জায় উপরে উপরে তাহাতে সম্মত হইয়া, একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের জামিন চাহিলেন। কৃষ্ণপান্তীর নিকট শম্ভূচন্দ্র তাঁহার জন্য জামিন হওয়ার প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র যখন শুনিতে পাইলেন, কৃষ্ণপান্তী জামিন হইবেন। তখন রাজা নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যেন মধ্যম ঠাকুরের জামিন না হন। কৃষ্ণপান্তী বলিলেন, "আমি ছ্যাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কিরূপে গ্রহণ করিব।" কৃষ্ণপান্তীর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে "থুতু" ফেলিয়া তাহা যেমন আর পুনর্ব্বার মুখে লওয়া যায় না কোন কথা বলিয়া সেই কথার অন্যথা করাও সেইরূপ অসম্ভব। ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হন, এবং যখন জামানত নামায় স্বাক্ষর করিবার জন্য কৃষ্ণপান্তী কৃষ্ণনগরে গমন করেন, তখন তাঁহাকে অপমানিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। জজ সাহেব জামানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ করিলে কৃষ্ণপান্তী বলিলেন—"আমার অক্ষর ভাল হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে।" রাজার তরফ হইতে আপত্তি জন্য দেওয়ানের স্বাক্ষর নামঞ্জুর হওয়ায়, তাঁহাকেই অনেক কষ্টে কোন প্রকারে স্বাক্ষর করিতে হয়। ইহা দেখিয়া জজ সাহেব কৃষ্ণপান্তীর প্রতি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং উত্তমরূপে বুঝিলেন যে লেখাপড়া, সদ্‌গুণ এবং কার্য্যদক্ষতা এ গুলি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ।

(৬) এক সময়ে, কোন ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া কাহারও নামে আদালতে নালিশ করিয়া, কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিয়াছিল। শপথ করা হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ এই দৃঢ় সংস্কার থাকায় তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ফরিয়াদি টাকা পাইবেন সত্য,—আমি সেই টাকা দিতেছি;

আমি হলপ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া, প্রচার করিয়া দিলেন যে, আর কেহ কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিতে পাইবে না।

(চ) এক ইংরাজ মহাজন তাঁহার নিকট আতপ চাউল লইবে, এইরূপ কথা হয়। তখন চাউলের বাজার খুব নরম ছিল। কথা হইবার কয়েকমাস পরে চাউলের মূল্য তিন গুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু কোনরূপ লেখা পড়া না থাকিলেও কৃষ্ণপান্তী সাহেবকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত চাউল, পূর্ব্ব দরেই দিতে চাহিলেন। কৃষ্ণপান্তীর গোলা হইতে জাহাজে চাউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব আপনার লোকদিগকে এই বলিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, "এমন লোকের জিনিস আর তুলিস্ না, জাহাজ ডুবে যাবে।"

৫৯। কৃতজ্ঞতা

কৃষ্ণপান্তী।

কৃষ্ণপান্তী কৃতজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে যখন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, তখন সেখানকার কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন, কখন কখন বাড়ী লইয়া গিয়া মুড়ির মোয়া, জল দেওয়া ভাত প্রভৃতি আপনার যেমন সঙ্গতি, তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারাও হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তাদৃশ আহার পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপান্তী বহুকাল পরে মহাধনী কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হইয়া, একদা নিজ বাটিতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় নিকটে ডাকিয়া সাদরে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার কতক ব্রহ্মোত্তর জমী পাল চৌধুরী সরকারে ক্রোক হইয়াছে। কৃষ্ণপান্তী, ব্রাহ্মণের

নাম, পিতার নাম, নিবাস প্রভৃতি অবগত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এবং "মোর সঙ্গে এস" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সদর কাছারীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া সকলে তটস্থ হইল এবং শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি হাতের কাগজ ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণপান্তী অশ্রুপূর্ণ লোচনে "শোম্বো! সেই পান্তাভাত,—সেই আমানি, একেবারে ভুলে গিইচিস? ধিক্ তোরে!" এইমাত্র বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শম্ভুচন্দ্র তখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, দুরবস্থার সময় যে ব্রাহ্মণের বাটীতে মধ্যে মধ্যে পান্তাভাত খাইতেন, এ ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণের পুত্র। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের জমি খালাসের ছাড় প্রদত্ত হইল।

৬০। নিরহঙ্কার কৃষ্ণপান্তী।

নিতান্ত গরীব থাকিয়া পরে বড় মানুষ হইলে অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী, যিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিন-পাত করিতেন, তিনি টাকার পর্ব্বতে বসিয়াও সামান্য কাপড় পরিতেন, সামান্য বিছানায় বসিতেন, সামান্যরূপ আহার করিতেন, জিনিসের নমুনা পরনের কাপড়ে বাঁধিয়া হাটে বাজারে বেড়াইতেন এবং অপটু হইবার আশঙ্কায় আপনার কোন আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য দাস-দাসীর অপেক্ষা করিতেন না। একদিন গাড়ু হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র গাড়ু ধরিবার জন্য খানসামা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি শম্ভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার মান সম্ভ্রমের অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বা শ্রী ছিল না। লম্বা একহারা ও কাল ছিলেন, খাট কাপড় পড়িতেন এবং গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। একদিন এই বেশে হাটখোলার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলেন নিকটে বহুসংখ্যক কিস্তি লাগিয়াছে; মহাজন

ও মাঝিরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। তিনি একজন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জিনিস? দর কি?" মহাজন কৌতুক করিয়া যত জিনিস ছিল, পরিমাণ অনেক কমাইয়া বলিল এবং দর পাঁচ টাকার স্থলে দুই টাকা বলিল। কৃষ্ণপাস্তী তৎক্ষণাৎ হাতে বায়না দিয়া দ্রুতপদে বাসায় চলিয়া গেলেন। মহাজন পাগলের সহিত রহস্য করিতেছেন মনে করিয়া একবার বায়না হাতে করিয়া লইয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, যাঁহার নিকট বায়না লইয়াছেন তিনি হাটখোলার বড় বাবু তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে সকলে জুটিয়া গদিতে কাঁদাকাটি করিলে কৃষ্ণপাস্তী হাসিয়া বায়নার টাকা ফিরাইয়া লইলেন।

৬১। রাজস্ব—ন্যস্ত ধন রাজা হরিশ্চন্দ্র।

হিন্দু মতে রাজারা "শান্তি রক্ষা" কার্য্যের জন্যই প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিনাশুল্কে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারের ব্যবস্থা, রণহস্তী, অশ্ব, রথ, অস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ এবং সামরিক কোষে অর্থ সঞ্চয় জন্যই উহা ব্যবহৃত হইতে পারিত। অপর কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত না এবং অপর কোন প্রকার করও রাজারা আদায়ের অধিকারী ছিলেন না। রাজার খাসখামরের জমি হইতেই রাজাকে নিজের অশনবসনাদির ব্যয় চালাইতে হইত; প্রজাদত্ত রাজস্বের এক কপর্দ্দকও রাজার নিজের উপর ব্যয় হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। অমাত্য, ধর্ম্মাধিকার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীর দেওয়া হইত। নেপালে রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে আজও সেই প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে চাকরাণ জমি চাকরীর সময়ে মাত্র ভোগ করিতে পান।

কথিত আছে যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সময়ে রাজ্যে কতগুলি লোক আছে তাহা জানিবার জন্য প্রধান অমাত্য প্রত্যেক গ্রামে হুকুম পাঠান যে প্রত্যেক গ্রামবাসীর জন্য একটী করিয়া কড়ি রাজ সরকারে পাঠাইতে হইবে। কড়ি আসিয়া পৌছিলে উহা গণিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখা হয়। তাহাই ভারতের প্রথম আদমসুমারী বা সেন্সাস্। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঐ কড়ির স্তূপ দেখিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য একটি করিয়া কড়ি লওয়া হইয়াছে, তখন বিষাদ-ক্লিষ্টমুখে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আপনি এরূপে আমাকে অন্যায্য করগ্রাহী ও পতিত কেন করিলেন? এখন আমি কি করি। ঘরে ঘরে এই সব কড়ি ফিরিয়া পাঠাইতে চাহিলেও সম্ভবতঃ কর্ম্মচারীগণ সকল স্থলে তাহা করিবে না;—তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া কড়িগুলি ফেলিয়া দিবে বা রাখিয়া দিবে।" ধর্ম্মাত্মা ভূপতির অশ্রুবিন্দু ঐ কড়িস্তূপ পড়িবামাত্র ঐ স্তূপ দেবতাগণের প্রসাদে জলে পরিণত হইয়া গড়াইয়া গেল। রোটাসগড়ে (উহা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রুহিদাসের নামানুসারে রুহিদাসগড় বলিয়াই প্রসিদ্ধ) কৌড়িয়ারিখো ঐ কড়িস্তূপের জলধারায় পরিবর্ত্তনের কাহিনী জাগরুক রাখিয়াছে।

সংযমের এবং সাধনার এক অঙ্গ অস্তেয় বা অচৌর্য্য। না বলিয়া এক কলম কালি লইলেও চুরি করা হয়, দুটা ঠাকুর পূজার ফুল লইলেও হয়। সামান্য বিষয় বলিয়া যে গুলি লোকে ধরে না তাহা চুরিতে উপেক্ষা মাত্র; কিন্তু চুরি বটে। কিন্তু অনেক কাল হইতে দেশীয় রাজারা স্বধর্ম্মের এ সব কথা সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজস্বের আয় সমস্তটাই নিজেদের জমিদারীর আয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়া এখন প্রকৃত পক্ষে জমিদারই হইয়া গিয়াছেন। ইংরাজ সংস্রবে আসিয়া তবু এক্ষণে নিজের খরচের জন্য একটা আলাদা বরাদ্দ ধরিয়া বাকী রাজস্বটা প্রজার সুবিধার

সদালাপ।

জন্য ব্যয় করিতে শিখিতেছেন। দেশীয় জমিদারেরা যদি ঐরূপ করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে এখনও প্রকৃত ভূমিপতি বলিয়া প্রজার নিকট সম্মান পাইতে পারেন।

৬২। রাজস্ব, ন্যস্ত ধন — সম্রাট নাজির উদ্দীন।

দিল্লীর পাঠান সম্রাট নাজির উদ্দীনের আদর্শ অতীব উচ্চ ছিল। তিনি স্বহস্তে টুপি সেলাই করিয়া তাহার বিক্রয় লব্ধ পয়সায় নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করিতেন। রাজস্বের এক পয়সাও লইতেন না।

৬৩। রাজস্ব, ন্যস্ত ধন — খলিফা ওমর।

প্রাথমিক মুসলমানগণ মতবাদে ও কার্য্যে দুয়েতেই সাধারণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁহারা ভিতরে প্রকৃতই উচ্চ হইয়াছিলেন বলিয়া বাহিরেও অত শীঘ্র অত উচ্চে উঠিতে পারিয়াছিলেন। খলিফাগণ গুরু মহাপুরুষের গদিতে উপবিষ্ট মোহন্ত ও সর্দ্দার ভাবে দৃষ্ট হইতেন। তাঁহারা রাজা ছিলেন না; সেই জন্য প্রধান চেলারাই ক্রমশঃ খলিফাগিরি পাইয়াছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে মহাপুরুষের সন্তান সন্ততিরা গদি পান নাই।

মহাত্মা ওমরের সময়ে পারস্য দেশ জয় হয়। বিজয়লব্ধ ধন খলিফার নিকট প্রেরিত হইলে সমস্ত মুসলমান সমাজে তাহা বণ্টন করা হয়।

বিজয়ী সেনাপতি একখানি বহুমূল্য গালিচা বিশেষ করিয়া খলিফার নমাজের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন সকলের অনুরোধে খলিফা উহা নিজের ভাগে লইয়া তাহার উপর রাত্রের নমাজ করেন।

উষ্ট্রলোম প্রস্তুত কর্কশ কম্বলে নমাজ যেমন শান্তিপ্রদ হইত ঐ মণি মুক্তা খচিত গালিচার উপর তাহা হইল না। পরন্তু নিজেকে বিলাসী ও চোর মনে করিয়া, আত্মগ্লানিতে খলিফা ওমরের সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না

তাঁহার সমস্ত রাত্রি পাইচারি এবং কাতরভাবে ভগবৎস্মরণ করিয়াই কাটিল। অতি প্রত্যুষে তাঁহার ঐ বহুমূল্য গালিচা খণ্ড খণ্ড করাইয়া উহার মণিমুক্তা ইহুদী বণিকদিগের হস্তে বিক্রীত হইল এবং বিক্রয়লব্ধ ধন সাধারণে বণ্টন হইয়া গেলে খলিফার নিজের অংশ রাজকোষে জমা করিয়া দেওয়া হইল।

৬৪। রাজস্ব ন্যস্ত ধন বোগদাদের খলিফা।

বোগদাদের এক খলিফা নিজের ব্যয়ের জন্য রাজকোষ হইতে তিন দেহরম (এক টাকা) করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে লইতেন। রাজকর্ম্ম-চারিগণ সকলেই তাঁহার হুকুমে অনেক অধিক এবং উপযুক্ত বেতন পাইতেন। খলিফাকে নিজের জন্য ব্যবস্থা নিজেকেই করিতে হওয়ায় তিনি নিজের এবং পত্নীর ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হিসাবেই ঐ তিন দেহরম লইতেন। একবার ঈদের দিন সকলেই ভাল কাপড় পরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া খলিফার শিশু পুত্রেরা মাতার নিকট গিয়া নূতন কাপড়ের জন্য আবদার করে। খলিফাপত্নী স্বামীকে বলেন যে, তিন দিনের টাকা অগ্রিম লইয়া তাঁহাকে দিলে তিনি ছেলেদের কিছু কাপড় কিনিয়া দিয়া সান্ত্বনা করিতে পারেন এবং খাওয়াও চালাইতে পারেন। খলিফা বলিলেন "তুমি যদি আমার জীবন সম্বন্ধে ভগবানের নিকট হইতে তিন দিনের ছাড় পত্র আনিয়া দাও তবেই আমি ঐ দলিলের বলে তিন দিনের অগ্রিম মাসহারার জন্য রাজকোষাধ্যক্ষের উপর হুকুম নামায় সহি করিতে পারি।"

রাজকোষের ব্যয়ে পত্নীর কবর জন্য তাজমহল প্রস্তুত মুসলমান তাঁহার উন্নতির মুখে করেন নাই; তাঁহার প্রকৃত আদর্শ এ সম্বন্ধে কাহারও অপেক্ষা নিরেশ নহে।

৬৫। নিষ্কাম নিখুঁত ভক্তি অর্জ্জুনের পরীক্ষা।

একদা ভক্তবীর অর্জ্জুনের মনে গর্ব্ব হইয়াছিল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের যেমন ভক্ত তেমন আর কেহ নাই। মনে কোন কথা থাকিলে তাহা মুখেও প্রকাশ হয়। একথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জ্জুন বলিয়া ফেলিলে উত্তর পাইলেন "হাঁ তুমিও একজন ভক্ত বই কি, সখা!" অর্জ্জুনের একজন ভক্ত বই কি" কথাটা প্রীতিপ্রদ হইল না। তিনি সনির্ব্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষাও অধিক ভক্ত কে আছে নাম করিতে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন "যে কোনদিকে যে কোন কার্য্যের উপলক্ষে যাও খুঁজিলে অবশ্যই কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাইবে।" একথাটায় অর্জ্জুনের বড়ই ক্ষোভ হইল। তাঁহার মত ভক্তের কি এতই ছড়াছড়ি! অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে ধনুর্ব্বাণ হস্তে উত্তর দিকে জঙ্গলে গেলেন। পরিশ্রান্ত হইলে একটী আশ্রম দেখিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ যোগাসনে অবস্থিত। মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল। চক্ষুঃদ্বয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। অর্জ্জুন নিকটে বসিয়া এক দৃষ্টে তাপসের মুখে স্নিগ্ধ আনন্দের শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যোগী ধ্যান-ভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিলেন। তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিরাই বিহিত অতিথি সৎকার করিলেন। শ্রান্তি দূর হইলে অর্জ্জুন কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার পার্শ্বে এরূপ ভীষণ ধনুক এবং দুইটী প্রকাণ্ড তীর দেখিতেছি। আপনি কি অস্ত্র ব্যবহার করেন?" যোগী বলিলেন "না, তবে আমি ঐ দুইটী তীর দুইজন অধার্ম্মিকের প্রতি প্রয়োগ জন্য রাখিয়াছি। উহাদের ধার্ম্মিক বলিয়া বড় যশ—কিন্তু তাহারা বড়ই মন্দ লোক। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমি

তাহাদের দোষ ধরি না। কিন্তু জ্ঞানকৃত দোষে শাস্তির প্রয়োজন।" সৌম্যমূর্ত্তি তাপস তখন অগ্নিমূর্ত্তি! বিস্মিত অর্জ্জুন ঐ দুই জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগী বলিলেন "একজনের নাম প্রহ্লাদ।" অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তিনি যে ভগবানের পরম ভক্ত, পরম প্রিয়।" তাপস বলিলেন, "তাঁহার প্রিয় কে নয়? তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু প্রহ্লাদকে ভক্ত বল কিসে? সে বালক হইলেও ভগবানকে জানিয়াছিল। অজ্ঞ লোক নয়। ধ্যানে দেখার আনন্দ পাইয়াছিল। যখন তাহার বাপ তাহাকে মারিতে চাহিয়াছিল সহজে মারিতে দিলেই চুকিয়া যায়। সে কিনা ভগবানকে একটী বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইল। থামের ভিতর হইতে বাহির করাইল। শ্রীঅঙ্গে কত কষ্ট দিল বল দেখি! সেজন্য লজ্জিত হইয়াছিল কি? স্তুতির ভিতর তাহার একটু উল্লেখ করিয়াছিল কি? সে আবার ভক্ত! আমি দেখা পাইলেই ইহার এক তীর তাহাকে মারিব।" এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তির কথায় বিস্ময়ে আপ্লুত অর্জ্জুন কুণ্ঠিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "অপর ব্যক্তি কে?" যোগী বলিলেন "একজন অর্জ্জুন নামে ছত্রি আছে। সে পাষণ্ড ভগবানকে দিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া লইয়াছে। ধিক্ তার জীবনে! না হয় ভারত যুদ্ধে হারিয়া যাইত। তাহাতে ক্ষতি কি হইত? ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও আত্মীয় স্বজন মরিবে বলিয়া প্রথমটা খুবই ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু ভগবানকে সারথ্যে নিযুক্ত করিতে একটুও লজ্জা হয় নাই। সে আবার ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি পাইয়াছে।" তাপসের কথায় এবং ভাবে একান্ত লজ্জিত অর্জ্জুনের মনের পাপ কাটিয়া গেল; তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের চরণে মাথা দিয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

৬৬। কর্ম্মযোগ নারদের দুধের বাটি।

একদা মহর্ষি নারদ জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "মা! আমার অপেক্ষা তোমার প্রিয় ভক্ত আর কেহ আছে কি?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন "নারদ! তুমি অনুক্ষণ নাম গান করিয়া বিচরণ করিতেছ; তোমার অন্য কোন চিন্তা নাই। তুমিও একজন প্রধান ভক্ত।" নারদ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমার মত তোমার ভক্ত যাহারা, তাহারা কোথায় থাকে?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন, "অমুক গ্রামের অমুক গৃহস্থ তাহার একজন।" নারদ তথায় গিয়া অলক্ষ্যে ঐ গৃহস্থের কার্য্যকলাপ কয়েক দিন ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মা! সে লোকটা গৃহীর মধ্যে মন্দ নয়। তবে ভক্ত একটুও নয়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সবই করে বটে, কিন্তু সংসারের কাজে একেবারে জড়িত। ঘর দ্বার ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা, পরিবারস্থ লোকের মতন ভাবিয়া জন মজুরদের খাওয়া পরা সযত্নে দেখা, সহায়তাপ্রার্থী সকলকেই সর্ব্ব প্রকারে যথাযথ সাহায্য করা, লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, গাই বলদ প্রভৃতি পালিত পশুদিগকে যত্ন করা, অতিথি সৎকারে নিবিষ্ট থাকা; গ্রামের লোকের সহিত মিলিয়া পুষ্করিণী খনন এবং পথ ঘাট পরিষ্কার, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করা, আবশ্যক দেখিলেই দরিদ্র শ্রমজীবীদের কোন না কোন কাজ দেওয়া স্বদেশী শিল্পীদের দ্রব্যজাত (সুদৃশ্য এবং সুলভ না হইলেও উহাদের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি বশতঃ যেন দুর্ভিক্ষে উহাদের পরোক্ষ সাহায্য করিতেছে এইরূপ মনে) ক্রয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থানে সাহায্য করা, টোল পাঠশালায় সহায়তা করা সর্ব্ববর্ণের এবং সকল অবস্থার স্বদেশীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য দেশাচার মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ভাইএর মতন মেশা

এবং সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য করিতে উন্মুখ থাকা ইত্যাদি গৃহস্থের সকল কাজই সে ঠিক ঠিক করে বটে, কিন্তু তোমার আরাধনা কই করে? শয়ন করিতে যাওয়ার সময় বরং অসাবধানে উহার পায়ে ঠেকিয়া পড়িয়া গিয়া একটা দুই পয়সার মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মজুরে কয়েকটা পয়সা লইয়া চলিয়া গিয়াছে অথচ মট্‌কাটা ভাল বাঁধা হয় নাই তাহা দেখিয়া লইতে ভুল হইয়াছিল ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিজের ত্রুটীর স্মরণ করিয়া অতি কাতর ভাবে বলে 'মা, এগুলি মার্জ্জনা কর কাল যেন কাজ ঠিক ঠিক করিতে পারি।' উহার রকমে আমার হাসি পাইত। কি ঘোর সংসারী! প্রাতে উঠিবার সময় আর একবার 'মা' বলে। এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত সম্পর্ক।"

পার্ব্বতী স্মিত মুখে বলিলেন "বৎস নারদ! অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, পাশের ঘরে একটু দুধ আছে—উহা অনিয়া আমার সাম্‌নে বসিয়া খাও, আমি দেখিব; পরে ও সকল কথা হইবে।" মার আদরে আনন্দে পুলকিত নারদ পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন একটা বাটিতে কানায় কানায় দুধ রহিয়াছে। তিনি হাত ধুইয়া অতি যত্নে উহা তুলিলেন। যেন দুধ পড়িয়া না যায় এই ভয়ে মন ও দৃষ্টি সংযত রাখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ পূর্ব্বক দুধ লইয়া জগন্মাতার কাছে আসিলেন এবং সামনে বসিয়া আনন্দময়ীর স্মিতমুখ দেখিতে দেখিতে সেই সুস্বাদু দুগ্ধ পরমানন্দে আস্তে আস্তে পান করিলেন। তাহার পর বাটীটি মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া সামনে বসিলেন এবং মা'র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে পরম শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পার্ব্বতী স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "নারদ দুধ আনিবার সময় কি আমার গুণগান করিতেছিলে?" নারদ বলিলেন "মা! পাছে তোমার প্রসাদী দুধ চল্‌কাইয়া পড়িয়া যায় এই ভয়ে আমার প্রাণ মন সমস্তই ঐ দুধের বাটীর কানার উপর

দিয়াছিলাম। অন্য কোন কথাই মনে ছিল না।" পার্ব্বতী বলিলেন "নারদ! তুমি যদি আমার নাম গান করিতে করিতে দুধ ছড়াইতে ছড়াইতে নিজের সুবিধামত চালে আসিয়া দুধ খাইয়া এঁটো-বাটি এই খানে রাখিয়া দিতে তাহা কি ভাল হইত?" নারদ বলিলেন "মা! এরূপ কাজ কি করিতে পারি! এত ভক্তিহীন হওয়া কি সম্ভবে? সেরূপ করিতে পারিলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও অধম কে?" দেবী বলিলেন "নারদ! সেই গৃহস্থও 'সমস্তই' আমার প্রসাদী বলিয়া জানে। আমার উপরই মন দিয়া, আমারই পূজা ভাবে, সংসারের সকল কাজ করিতেছে। দুধ চল্‌কাইয়া পড়িলে তোমার মন যেরূপ হইত, আমার দেওয়া ভাবে দেখে বলিয়া, অসাবধানে মাটির কল্‌সী ভাঙ্গিয়া গেলে উহার সেইরূপই মন হয়। আমি যে তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও মনের গতি দেখিতেছি সে ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করে। তুমি যেমন আমার দিকে আনন্দ পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দুধ পান করিলে সেও সেইরূপ আমাকে সর্ব্বদা সুস্পষ্টই দেখিতে পায়, এবং মাতার কাছে বালকের ন্যায়ই আমার কাছে 'অসাবধানতায় কলসীটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার জন্য ক্ষমা চায়।"

৬৭। স্বদেশী শিল্পীর প্রতি দয়া মিসেস্ চ্যাপ্‌লেন।

এতকাল আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক ইংরাজের সহিত সংশ্রবে থাকিয়া সম্প্রতি আমাদের মধ্যে স্বদেশী শিল্পী সম্বন্ধে একটু সহানুভূতি সংক্রামিত হইতে আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। ১৮০১ অব্দে ইংলণ্ডের ব্লাঙ্কনি গ্রামে মিসেস্ চ্যাপলেন নামক একজন ধনী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। ঐ সময়ে নিকট-বর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের তাঁতিদের প্রস্তুত পশমী কাপড়ের বিক্রয় কম হইয়া গেলে উহাদের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। ইহা দেখিয়া ঐ দয়াশীলা মহিলা অন্য প্রকার বস্ত্র ব্যবহার নিজের বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং

একটী বৃহৎ ভোজ ও নাচের আয়োজন করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে হইতে বহুসংখ্যক ভদ্র পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিত হইল যে, 'দ্বারে নিমন্ত্রণের কার্ড দেখানর পরিবর্ত্তে স্থানীয় কোন তাঁতির রসিদ দেখাইতে হইবে যে অন্ততঃ বার গজ কাপড় নিমন্ত্রিতের দ্বারা নূতন খরিদ করা হইয়াছে এবং ঐ স্থানীয় কাপড়ের পোষাক পরিয়াই সকলকে ঐ নিমন্ত্রণে আসিতে হইবে।' সর্ব্বশ্রেণীর স্বদেশীর প্রতি একান্ত সহানুভূতিসম্পন্ন, সকল ভাল কাজে এক জোট হইয়া কাজ করিতে সক্ষম, ইংরাজ ভদ্রলোকগণ মিসেস্ চ্যাপ্‌লেনের উদ্দেশ্যে আনন্দ প্রকাশ ও উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। অবিলম্বে এবং অতি সহজে স্থানীয় শিল্পীদিগের দুঃখ দূর হইয়া গেল!

"যথা স্ত্রী তনয়া পোষ্যা স্বদেশে শিল্পিনস্তথা।" ইহা আমাদের কয়জন প্রকৃতপক্ষে মনে করেন! মিসেস্ চ্যাপ্‌লেনের ধরণে নিমন্ত্রণ পত্র এদেশে বাহির হইলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামে ও সহরে হয়ত নিমন্ত্রণকারীর ওরূপ ব্যবস্থার নিন্দা হইত! অনেকে নিজেদের "অবমানিত" মনে করিয়া নিমন্ত্রন রক্ষাই হয়ত করিতেন না! কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক ইংরাজ ইহাকে "স্ত্রীলোক কৃত মহৎকার্য্যের" তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

৬৮। আদর্শ স্বদেশ ভক্তি ম্যান্‌লিয়স্ টর্কোয়াটস।

ম্যান্‌লিয়স্ টর্কোয়াটস রোমের প্রধান কন্সল ছিলেন। লাটিনদের সহিত যুদ্ধ কালে, দ্বিতীয় কন্সল ডিসিয়সের সহিত একদল মিলিত হইয়া সসৈন্যে শত্রু সম্মুখীন হইয়া আদেশ প্রচার করেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে দল ভাঙ্গিয়া কেহ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর না হয় এবং এই আদেশ অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড হইবে। লাটিনদিগের চেহারা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি রোমীয়দিগেরই অনুরূপ, এবং শত্রুগণ সংখ্যাতেও অনেক

অধিক। সুতরাং দৃঢ়ভাবে এক জোটে থাকিয়া যুদ্ধ করা রোমীয়দিগের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

এই আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর একজন বিখ্যাত লাটিন যোদ্ধা কন্সল ম্যান্‌লিয়াসের পুত্রকে নাম ধরিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিল এবং তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া সাধারণতঃ রোমীয়দিগকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিল। পিতৃ আজ্ঞায় মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত জানিয়াও তৎক্ষণাৎ জাতীয় অবমাননায় ক্রুদ্ধ কন্সল-পুত্র দল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর শত্রু বিনাশ করিয়া তাহার অস্ত্র শস্ত্রাদি জয় চিহ্নস্বরূপ আনিয়া সেনাপতি ও পিতার সমক্ষে রাখিয়া দিলেন। সমস্ত রোমীয় সৈন্য আনন্দে জয়ধ্বনি করিল। ম্যান্‌লিয়াস্ অশ্রুপূর্ণলোচনে সৈন্যগণের সমক্ষে বলিলেন "পুত্র! তোমার সাহসে এবং যুদ্ধ কৌশলে ও যুদ্ধজয়ে তৃপ্ত হইলাম এবং সে জন্য তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতেছি। কিন্তু সামরিক বশ্যতাই রোমীয় সৈন্যদলের একমাত্র অবলম্বন এবং রোমের একমাত্র রক্ষার উপায়। তুমি সেনাপতির আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতি লইবার অপেক্ষা কর নাই। হয় তোমাকে এবং অপর সকল অবাধ্য সৈনিককেই দণ্ড না দিয়া আমি সামরিক বশ্যতার মূল নষ্ট করিয়া রোমের চিরকালের জন্য ক্ষতি করি, অথবা তোমাতে আমাতে এক মত হইয়া রোমের উপকারের জন্য আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, বংশের একমাত্র সন্তান, তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করি;—অন্য পথ নাই।" প্রিয়তম পুত্রের মস্তকে বিজয় চিহ্ন (পাতার মুকুট) পরাইয়া দিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ,স্বদেশভক্ত, অপক্ষপাতী কন্সল, পুত্রের শিরশ্ছেদ করিবার আজ্ঞা দিলেন। মহাবীরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সুপুত্র নীরবে পিতৃচরণে অভিবাদন করিয়া রোমের উপকারের জন্য হাসি মুখেই জীবন শেষ করিল।

ঐ সময়ে ইটালীর সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য পড়িলে যদি কর্ত্তা বা নেতা দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হয়। ম্যান্‌লিয়স্ দ্বিতীয় কন্সলকে বলিয়া রাখিলেন যে উপস্থিত যুদ্ধে তিনি ঐরূপ জীবন উৎসর্গ করিয়া জন্মভূমির উপকার এবং পুত্রশোকের জ্বালা নিবারণ করিবেন। যুদ্ধারম্ভে তাঁহার পরিচালিত সৈন্যদল প্রচণ্ডবেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। যেখানে বিপদ সেখানেই ম্যান্‌লিয়স্ উপস্থিত, এবং যেখানে তিনি প্রাণত্যাগ জন্য ধাবিত সেই খানেই তাঁহার কার্য্যে অনুপ্রাণিত রোমীয় সৈন্যগণ অপ্রতিহতগতি। লাটিনেরা ক্রমাগতই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অপর দিকে দ্বিতীয় কন্সলের সৈন্যদল পরাজিত প্রায় হইল। তখন ডিসিয়স অস্ত্রত্যাগ করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুরোহিত দ্বারা নিজের দেহকে দেবতাদিগের তুষ্টি জন্য উৎসর্গ করাইলেন এবং তাহার পর ঘোটকারোহণে বিদ্যুৎবেগে শত্রুর দলের উপর গিয়া পড়িলেন। লাটিনেরা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে দৈব কোপে ভীত লাটিন সৈন্যদিগকে, জয়লাভে নিশ্চিত রোমীয়েরা মহা উৎসাহের সহিত আক্রমণ করিলে তাহারা সর্ব্বত্রই হটিয়া যাইতে লাগিল। ম্যান্‌লিয়াস্ নিজেকে বিধিমতে উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই সম্বাদ পাইলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত মহাবীর তখনি পুত্রশোক অন্তরে গোপন করিয়া জন্মভূমির কার্য্য যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্য দুই দলেরই নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য এরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে রোমীয়গণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং শত্রু সৈন্যের অধিকাংশই বিনষ্ট হওয়ায় রোম একেবারে লাটিনদিগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইল।

৬৯। নেতার প্রতি ভালবাসা রাজা ডেভিড।

ইহুদীদিগের ইতিহাসে ডেভিডের বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি কবি, গায়ক, ভগবদ্ভক্ত, যোদ্ধা এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক। তিনি আকারে ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু বিক্রমে সিংহবৎ ছিলেন। ইহুদীগণের ত্রাস বর্ম্মধারী প্রকাণ্ড শরীর গোলিয়াথকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ফিঙ্গা (Sling) দ্বারা কয়েকটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়িয়া নিহত করিলে রাজা সল তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে সল উহাঁর উপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণসংহার করিতে চেষ্টা করেন। নির্জ্জন পর্ব্বতের গুহা ব্যতীত তখন ডেভিডের কোথাও আশ্রয় ছিল না। রাজা তাঁহার কন্যার ঐ সময়ে পুনর্ব্বার বিবাহ দেন! ঐ দুঃখের সময়ে ডেভিডের কয়েকজন দুর্দ্দান্ত দস্যুর সহিত পরিচয় হয়। ডেভিডের সংশ্রবে উহারা উৎকৃষ্ট যোদ্ধায় পরিণত হইল. দুর্ব্বল ও দুঃখীর উপর অত্যাচার এবং চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপকর্ম্ম করা ছাড়িয়া দিল এবং ডেভিডের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইল। গুহায় লুক্কাইত ডেভিড সহচরদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে এক দিন বলিলেন, "বেথলেহেম নগরের বাহিরে যে কূপ আছে তাহার মত সুস্নিগ্ধ মিষ্ট জল আমি কখন খাই নাই। এই গ্রীষ্মে সেই জল যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে যে সে কিরূপ জল!" জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের ঐ গুহা এবং বেথলেহেম নগরের মধ্যে ফিলিষ্টাইন শত্রুদিগের একটী বৃহৎ সৈন্যদল তখন ছাউনি করিয়া ছিল এবং চতুর্দ্দিকে রাজা সলের লোক ডেভিডের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল। তখন গুপ্ত গুহা হইতে বাহির হওয়াই সঙ্গত নহে। কিন্তু ডেভিডের তিনজন সহচর স্থির করিল যে তাহারা ভক্তিভাজন দলপতি ডেভিডের জন্য ঐ জল আনয়ন চেষ্টা করিবে, তাহাতে প্রাণ থাকে আর যায়! অন্য কাহাকেও

কিছু না বলিয়া উহারা গুহা হইতে কিছু বিলম্বে সরিয়া পড়িল। কোথাও বুকে হাঁটিয়া, কোথাও যুদ্ধ করিয়া সর্ব্ব প্রকারের ক্লেশে এবং বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহারা এক ঘটি জল ঐ কূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিল! উহাদের ভক্তিতে এবং ভালবাসাতে আর্দ্র হৃদয় ডেভিড উহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া তৃপ্ত করিলেন এবং ঐ জল ঈশ্বর উদ্দেশে ভূমিতে নিবেদন করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিলেন "আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুদিগের রক্তপান করিতে পারি না—এত বীর্য্য ও শৌর্য্য পূত ঐ জল ভগবানে উদ্দেশ ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেই পারে না।"

শেষে ডেভিড ইহুদীদিগের রাজা হইয়া ছিলেন। ইহাঁরই পুত্র "ইহুদীদিগের সাহজাহান" (জেরুজিলামের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিতা) সলোমান। যিশুখৃষ্টও এই ডেভিড বা দায়ুদেরই বংশীয়। তাই বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ানের গাহিয়া থাকেন ;—

"কেন তুই মন ভ্রমরা, ভ্রমণ করিস নানাফুলে।
ফুটেছে সোনার কমল, বৈথলেহেমে "দায়ুদ" কুলে॥"

৭০। প্রজা-প্রিয়ের নির্ব্বাসন আরিষ্টাইডিস।

এথেন্সের সাধারণতন্ত্রে একটী আইন ছিল যে, কোন ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে প্রজাপ্রিয় হইলে এথেন্সের যে কেহ সাধারণ সভায় তাহার নির্ব্বাসনের জন্য আবেদন করিতে পারিতেন! ঐ আইনটীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে দেশের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি হইতে না পায় যে, সে চেষ্টা করিলে সাধারণতন্ত্রে বিপ্লব ঘটাইয়া নিজে সর্ব্বেশ্বর রাজা হইতে পারে। মহাত্মা আরিষ্টাইডিস রাজকীয় শক্তির জন্য স্বপ্নেও লোলুপ হন নাই। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণে এবং সাধারণতন্ত্রের ও সাধারণ প্রজার উপকারার্থে সুপরামর্শদানে এবং অসাধারণ উদ্যমে সকলেই তাঁহাকে

ভালবাসিত। একদিন একজন নিরক্ষর মজুর আরিষ্টাইডিসকে পথে পাইয়া বলিল, "মহাশয়। আমি লিখিতে জানিনা। কিন্তু আমি আরিষ্টাইডিসের নির্ব্বাসন জন্য একখানা দরখাস্ত দিব বলিয়া মনে মনে শপথ করিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া দরখাস্তখানা লিখিয়া দিন।" আরিষ্টাইডিস বলিলেন "আপনি কি আরিষ্টাইডিসকে চেনেন? তিনি কি আপনার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন?" মজুর উত্তর করিল "তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি কাহার অনিষ্টকারী নহেন এবং মজুরদের সুবিধার জন্য একটী অতি সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যাই সেইখানেই আরিষ্টাইডিসের সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরতার প্রশংসা শুনিয়া আমার কান ঝালাপালা হইতেছে। সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সাধারণতন্ত্রের-রক্ষকভাবে আমি অবিলম্বে দরখাস্ত দিয়া উহাঁকে নির্ব্বাসিত করিব।" মহাত্মা আরিষ্টাইডিস নিজেই সেই দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন—এবং তৎকাল প্রচলিত সেই অপূর্ব্ব আইনের গুণে নির্ব্বাসিত হইলেন!

৭১। বিশ্বাসী মান্দ্রাজের বেহারা।

"সর জান মলকাম সাহেব যখন পার্লিমেণ্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি কহিলেন যে মান্দ্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পালকির বেহারা থাকে তাহারা ইংলণ্ডীয়দিগের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ ও বিশ্বস্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্যাপবাদ হইয়াছিল তথাপি তাহাদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী কেবল ছয় টাকা। এক সময়ে তাহাদের অতি বিশ্বস্ততার কার্য্য আমি অবগত হইলাম। মান্দ্রাজ হইতে দেড় শত ক্রোশান্তরে পালকির মধ্যে একজন সেনাপতি মরিলেন।

পালকীতে তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। সেই সুশীল বেহারা আপনাদিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্যে ঐ সাহেবের শব লবণাক্ত করিয়া রাখিল পরে তাহা দেড় শত ক্রোশান্তরে মান্দ্রাজে আনিয়া টৌন মেজর সাহেবের দপ্তর খানায় রাখিল এবং তাঁহার সঙ্গে যে সকল টাকা ছিল তাহা তোড়াবন্দী ও মোহর করিয়া আনিয়া দিল।" ["সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস" নামক ১৮২৯অব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা পুস্তক হইতে নমুনা স্বরূপ অবিকল উদ্ধৃত।]

৭২। সেবা ধর্ম্ম — আইয়াজ।

গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ তাঁহার আইয়াজ নামক একজন কুরূপ এবং দরিদ্র কর্ম্মচারীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না যে, কি গুণে ঐ ব্যক্তি সুলতানের ওরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সুলতানের একটী যুদ্ধযাত্রার শেষে লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গজনি প্রত্যাগনের পথে একদিন একটা মুক্তাপূর্ণ পেটারা উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূমে পতিত হইলে পেটারা ভাঙ্গিয়া মুক্তা সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল। সুলতান তাঁহার সঙ্গীদিগকে ঐ মুক্তা কুড়াইয়া নিজের নিজের জন্য লইতে অনুমতি করিলে মুক্তার লোভে তাহা কুড়াইতে ব্যস্ত হইয়া সকলেই পিছাইয়া পড়িল। কিন্তু প্রভুভক্ত আইয়াজই কেবল সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিল, "আমার সেবাভক্তি প্রভুর নিজের জন্য তাঁহার দানের জিনিসের জন্য নহে।"

উচ্চশ্রেণীর সাধুরা যেমন ঈশ্বরে নিষ্কাম অহেতুকী ভক্তি পোষণ করেন, অষ্টসিদ্ধির লোভ রাখেন না, আইয়াজ প্রভু ভক্তিতে সেই সর্ব্বোচ্চ ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন।

৭৩। আদর্শ পুরোহিত মেওয়ারের।

পুরোধা শব্দ হইতে পুরোহিত শব্দের উৎপত্তি। তিনি মন্ত্রোচ্চারণে অগ্রবর্ত্তী। বাঙ্গালায় যে প্রচলিত কথাটী আছে তাহা শব্দ বুৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক না হইলেও ভাব সম্বন্ধে সুসঙ্গত,—'যে করে পুরের হিত, তাকে বলি পুরোহিত'। ফলতঃ যাহা ন্যায্য এবং ধর্ম্মসম্মত তাহাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কর্ত্তব্য; যাহাতে পারালৌকিক মঙ্গল, ক্ষুদ্র স্বার্থাদি ভুলিয়া তাহাই অবহিত চিত্তে করিবে—দৃঢ়ভাবে এই শিক্ষা গুরুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া এবং পুরোহিতের প্রত্যহ বাক্যে, ব্যবহারে এবং ইঙ্গিতে যজমানদিগকে দেওয়া উচিত। যজমান হইতে আলাদা আলাদা থাকিয়া, তাড়াতাড়ি একবার আসিয়া ৺ঠাকুর পূজা করিয়া চাউল কলাগুলি লইয়া গিয়া জীবন অতিবাহিত করায় যজমান সম্বন্ধে পুরোহিতের কর্ত্তব্যপালন হয় না। পুরোহিতকে দেখিলেই যেন লম্বা এক ফর্দ্দ মাত্র দিতে আসিয়াছেন এ শঙ্কা উপস্থিত না হয়। যজমানেরও কর্ত্তব্য পুরোহিতপুত্রের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিষয় সমস্ত শিক্ষার ব্যয় বহন করেন। এখন ত আর বিনা কপর্দ্দক ব্যয়ে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে!

মহারাণা প্রতাপ সিংহ যখন যুবা পুরুষ তখন একদিন মৃগয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহের সহিত হঠাৎ বিবাদ হইয়া দুই জনেই পরস্পরকে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলেন। উহাদের কুল পুরোহিত উহাঁদিগকে ঐ পৈশাচিক কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত ভ্রাতৃদ্বয় যখন তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলেন তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "প্রতিপালক পবিত্র রাণাবংশের সর্ব্বনাশ সাধক এবং জননী জন্মভূমির শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধক এই ঘরাও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তোমরা আমার

কথার মান্য রাখিয়া যখন কোনমতে থামাইলে না আর আমি যখন উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিব না তখন আমার মৃত্যু ভিন্ন কোন উপায় নাই। 'এইবার এ অধর্ম্মে বিরত হও!'" এইঃ বলিয়া ব্রাহ্মণ কুলতিলক দধীচি-প্রতিম আদর্শ পুরোহিত নিজের হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমারদ্বয়ের তখন এই অভাবনীর ঘটনায় চটকা ভাঙ্গিল, তাঁহারা লজ্জায় ও ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থামিল এবং পুরোহিতের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া রাজবংশ ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা পাইল। সেদিন সেই আসুরিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইলে তুল্য যোদ্ধা দুই রাজকুমারেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। মহারাণা প্রতাপ পরে সেই স্থানে পুরোহিত মহাত্মার একটী স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৭৪। দানধর্ম্ম — মিঃ ভার্ণেডি।

শুনা যায় পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিষ্টার ভার্ণেডি মহোদয় (১৯০৯) কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শন কালে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কোন মাড়োয়ারিকে দিয়া বাঙ্গালীরা তথাকার বালিকা বিদ্যালয়টীর জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া লওয়ায় বাঙ্গালীদের নীচতা প্রকাশ হইয়াছে। এই কথায় কেহ কেহ রাগিয়া বলিয়া ছিলেন যে, এদেশে ইয়ুরোপীয় ক্লব ঘর সকলের প্রস্তুতে এবং আসবাবে কত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের চাঁদার টাকা আছে অথচ খালি ইয়ুরোপীয়েরাই ত উহা ব্যবহার করেন!—এ সকল রাগারাগির কথা তুলিলে সুশিক্ষা বা শান্তিলাভ হয় না। সরল ভাবে এই দান কার্য্যের কথাটা বুঝিয়া লইয়া নিজেদের মন শান্তি পূর্ণ এবং সরস রাখাই কি উচিত নয়? উহাতেই একরূপ তুষ্ট হইয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ করাই ভাল নয় কি? (১) সাহেবের কথায় বুঝিতে হইবে যে দাতার মাহাত্ম্য কম ইহা তিনি বলেন নাই।

সাধারণতঃ দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা চিরদিনই উচ্চে। তবে এদেশে বিদ্যা সম্বন্ধীয় দানে, টোলে স্কুলে দানে দাতার কল্যাণ হয় এবং গ্রহীতারও অবনতি মনে করা হয় না। এ সূক্ষ্ম কথা অপর সমাজের লোকে বুঝিবেন কিরূপে? (২) দানের মাহাত্ম্য সকল সমাজে সমানভাবে প্রকট নয়। সকল মনুষ্যেও দানের কথাটা একই ভাবে বুঝিতে পারে না—অধিকারী ভেদ আছে। ৺ বারাণসী ধামে সিগ্রা হইতে কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনের পথের ধারে মুসলমানদের ইদের নমাজ জন্য বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ কাশীরাজের দেওয়া। তথাকার খৃষ্টিয়ান কলেজ ৺ জয়নারায়ণ ঘোষালের ধনে। হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছায় মুষ্টি ভিক্ষা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দিয়া থাকেন। ভারতবাসীর স্বেচ্ছার দানে এবং ইংলণ্ডের লোকাল রেটের টাকার স্থানীয় খরচের প্রভেদ সকলের সব সময়ে মনে থাকে না। আবার কোন কোন লোক নিজে ভাল খাইব, এবং ভাল থাকিব এইমাত্র আদর্শ করিয়াছে। ঐ সকল লোক সকল প্রকার দানেই বিরক্ত হয়। "কুপুষ্যি" খাওয়াইতে চাহে না। উহাদের অপর মনুষ্যের সহিত সহানুভূতিই কম। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা অধিক থাকায় উহাদের মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইতে বাকী। কেহ নিজ পরিবার সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি, কেহ স্বীয় গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত, কেহ প্রদেশ বাসী পর্য্যন্ত, কেহ বা সমগ্র দেশের প্রতি কেহ বা সকল মানবেরই প্রতি, কেহ বা সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতি বোধ করিয়া মুক্ত হস্তে দান করিতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর বুদ্ধি এবং মতবাদ চিরকালই ভিন্ন থাকিবে! (৩) ইয়ুরোপীয় মাত্রেই আজও ধ্রুব বিশ্বাস করেন যে বিরাট ভারত সমাজ এক নয়। উঁহারা মনে করেন, যে ইয়ুরোপে যেমন তুর্কে, রুশে, পোর্টুগীজে এবং ইংরাজে যথেষ্ট প্রভেদ, বাঙ্গালীতে এবং মাড়োয়ারিতে বুঝি সেই রূপই প্রভেদ আছে এবং তাহা সুরক্ষিত থাকাই ভাল। কিন্তু মাড়োয়ারি মহাজনেরা

বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকারী ভারত-সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ বৈশ্য বর্ণের লোক ; উহাঁদের গোত্র (বা পূর্ব্ব পুরুষের নাম) অপর প্রদেশের বনিক-দিগের গোত্র হইতে অভিন্ন ; কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, উদ্যম সহ উপার্জ্জন এবং 'দান' বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মশালা, পিঁজরাপোল প্রভৃতি স্থাপনে চির-কালই ইঁহারা ভারতের আদর্শভাবে মুক্ত হস্ত। এখন ইংরাজী ধরণে ক্লব, বালিকা বিদ্যালয় ও জেনানা হাঁসপাতাল প্রভৃতির জন্য দান করিয়া আনন্দ-লাভ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ইংরাজী সংসর্গের ফল। মাড়োয়ারি ভদ্র-লোককে বালিকা বিদ্যালয়ে জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য করিতে উন্মুখ করিয়া কৃষ্ণগঞ্জের বাঙ্গালিরা ভারতের অপর প্রদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে ইংরাজী মতবাদ প্রচারের যন্ত্র মাত্র হইয়াছিলেন।

সাহেব এ সম্বন্ধে এত সব না ভাবিয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন সন্দেহ নাই।

৭৫। সৎসঙ্গ হাতে অমৃত ভাণ্ড।

কাম, ক্রোধ, লোভ অসূয়াদিশূন্য নির্ম্মলচিত্ত মহাত্মারা, যোগে সচ্চিদা-নন্দের সংস্পর্শানুভূতিতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ সাধারণ লোকেও সৎসঙ্গে সহজে পাইয়া থাকেন। আমাদের সকলের হস্তেই অমৃতভাণ্ড দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কনুই কব্জা খেলে না—যেন বাতে শক্ত হইয়া রহিয়াছে—নিজের মুখে ঐ ভাণ্ড আমরা, সাধারণ মানব, তুলিতে অক্ষম। কিন্তু তুমি আমার এবং আমি তোমার মুখে যদি আমাদের হাতের অমৃতভাণ্ড তুলিয়া দিতে চাহি ত তাহা অবশ্যই পারি। ভগবৎ কথার আলোচনায় এই রূপেই অনেকটা আনন্দের বিতরণ এবং আস্বাদন হয়।

৭৬। একলক্ষ্য দামোদর পন্থ।

পণ্ঢরপুরের দামোদর পন্থ পরম বৈষ্ণব—হরিগত প্রাণ; রাজার তহশীলদারের কার্য্য করেন। দেশে কয়েক বৎসর অজন্মার পর ঘোর দুর্ভিক্ষ। খাজনা আদায় হয় না, অগাধ টাকা বাকী পড়িয়াছে, এদিকে তহশীলদারের উপর টাকার জন্য রাজার অত্যন্ত পীড়াপীড়ি। দামোদর পন্থ নিজের ঘর দ্বার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কতক টাকা দাখিল করিতে পাঠাইলেন। মনে হইল যে যদি সব টাকা বুঝাইয়া দিবার মত সম্পত্তি থাকিত তাহাও বিক্রয় করিয়া জমা দিতেন। দরিদ্রদিগকে কোন রূপেই পীড়ন করিতে পারিলেন না। বিঠোবা (মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিঠোবা নামে পূজা হয়) মাড় জাতীয় পিয়াদার বেশে রাজার নিকট গিয়া তহশীলদারের এলাকার সমস্ত বাকী খাজনা, বহুসহস্র টাকা দাখিল করিয়া দিলে হৃষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দুর্ব্বৎসরে সমস্ত টাকা আদায় কে করিল?" বিঠোবা উত্তর করিলেন—"আমি। তহশীলদার পারেন নাই।" রাজা বলিলেন "তোমার মাহিনা কত?" উত্তর—"এক লক্ষ্য।" রাজা মনে করিলেন বেতন এক লক্ষ 'করি' বা বার্ষিক ৩।০ টাকা বলিতেছে। এমন কার্য্যক্ষম পিয়াদার পক্ষে উহা অধিক নহে, ভাবিয়া বলিলেন "আমি দুই লক্ষ এমন কি চারি লক্ষ যাহা চাও দিব এবং সমস্ত এলাকাই তোমাকে সোপর্দ্দ করিব। আমার কাছে থাক।" পিয়াদা বিশধারী বিঠোবা বলিলেন "এক লখ্ (লক্ষ্য) ভিন্ন আমার দ্বারা এরূপ কাজ কেহই পায় না।" রাজা নীচ জাতীয় সিপাহীর এই উত্তর একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিয়া উঠিলেন।

সে পিয়াদা চলিয়া গেলে ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তি এবং বেশধারী আর একজন পিয়াদা আসিয়া তহশীলদারের পক্ষে অনেক কম টাকা দাখিল করিল

এবং বলিল পীড়াপীড়িতে তহশীলদার নিজের বাড়ী ঘর বেচিয়া এই টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রজাদের কাহারও কিছুই নাই বলিলেই হয়—আনাহারে শত শত লোক মরিতেছে। এখন খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা কোথায় ?' তখন রাজা ও রাজ পারিষদ সকলে বুঝিলেন যে স্বয়ং ভগবান আসিয়া ভক্তের কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং পিয়াদা বেশে "এক লক্ষ্য" করিতে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন গীতায় অর্জ্জুনকেও তিনি সেই কথাই বলিয়া ছিলেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

তাঁহার উপর মাত্র লক্ষ্য রাখায় দামোদর পন্থ তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল।

৭৭। কর্ম্মফল যক্ষের চারি প্রশ্ন।

সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার সভামধ্যে এক যক্ষ আসিয়া প্রশ্ন করে (১) এখন আছে পরে থাকিবে, (২) এখন আছে পরে নাই, (৩) এখন নাই পরে হইবে, (৪) এখনও নাই পরেও নাই—এই বাক্যগুলির যথার্থ উদাহরণ দেখাও।' কালিদাসের প্রতিই উত্তর সমাধানের ভার পড়িল। কালিদাস যক্ষকে বলিলেন "আপনি তিনদিন পরে উত্তরের জন্য আসিবেন।" তিন দিন পরে যক্ষ আসিলে কালিদাস ছদ্মবেশের উপযোগী দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া যক্ষের সহিত এক দূরবর্ত্তী নগরে গেলেন। (১) তথায় দুজনে ছদ্মবেশে একজন ধর্ম্মাত্মা ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কালিদাস তাঁহাকে বলিলেন "মহাশয়! আমার একটী প্রার্থনা আছে। অন্য অতিথি সৎকার চাই না। ঐ প্রার্থনা পূরণ করিতে কিছু ধনক্ষয়, কিছু শারীরিক কষ্ট এবং কিছু আপমান স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কোন পাপ কর্ম্ম করিতে হইবে না।" ধনী শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া

নিশ্চিন্ত মনে প্রার্থনা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং যখন কালিদাস বলিলেন "এক শত টাকা অমুক স্থলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার জন্য দিতে হইবে এবং ইতি পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া তথায় চাঁদা না দেওয়ায় দুই ঘা জুতা খাইতে হইবে," তখন অম্লানবদনে প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া অতিথি-দিগকে মহা সমাদর করিলেন। কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহাঁর এখনও [সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য] আছে, [ধর্ম্মাচরণ জন্য] পরেও থাকিবে। [২] অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে কালিদাস দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে এবং যক্ষ ভদ্রবেশে গেলেন। "ভিক্ষা" প্রার্থনা করায় ধনী কালিদাসকে বলিল "আমি কুপোষ্য পোষণ করি না। যাহা পৈতৃক পাইয়াছি এবং নিজে যাহা উপার্জ্জন করি তাহা আমার বেশ ভূষা ও আহারাদির পারিপাট্যে ব্যয় হওয়াই সঙ্গত। তোমাকে কিছু দিব কেন? তুমি খাটিয়া খাওগে। আমি কাহারও কাছে কিছু সাহায্য চাহি না—কাহাকে কোন সাহায্য করিতেও পারিব না।" তখন ভদ্রবেশধারী যক্ষ, কালিদাসের পূর্ব্ব হইতে প্রার্থনামত কোন মন্দির সংস্কারের ও চতুষ্পাঠী স্থাপনের সাহায্যে "চাঁদা" প্রার্থনা করিলে উক্ত ধনী বলিলেন, "ওসব বাজে কথা রাখিয়া দাও। ওসব ধর্ম্মকর্ম্ম আমি মানি না। আমার টাকায় আমি সুখে থাকিব। ওসব বুজরুকি আমার আছে খাটিবে না। তুমি যদি এমন ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী তুমি তবে নিজেই কেন উপার্জ্জন করিয়া সবটা কর না? উহার অংশী হইবার জন্য আমি ত তোমার নিকট একবারও প্রার্থনা করি নাই।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহার এখন আছে—পরে নাই।" [৩] দুজনে ইহার পর ভিক্ষুক সাজিয়া কোন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন যে তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর। অতি সামান্য পরিমাণ শক্তু লইয়া দরিদ্রব্যক্তি আহার করিতে বসিতেছিল। সে বলিল "ভাই তোমরা মুখে হাতে এই জল দাও।

বসিয়া একটু শ্রান্তি দূর কর। এই শক্তু ভিন্ন আমার আজ আর কিছুই নাই। তাহাতে কি? তিনজনে ইহারই তিন গ্রাস খাই এস। আজকের দিনটার জন্য তিনটা প্রাণই ত রক্ষা হউক, খাওয়াইবার মালিক তিনি, কাল আবার কোন ব্যবস্থা করিবেন।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া যক্ষকে বলিলেন, "ইহার এখন নাই, কিন্তু পরে আছে।" [৪] ইহার পর দুজনে ভদ্রবেশে কোন ভিক্ষুকের নিকট গেলেন এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়ায় টাকায় এবং পয়সায় একশত টাকা দিলেন। কিছু পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিক্ষুকের বেশে গিয়া উহাকে বলিলেন, "ভাই একটা করিয়া পয়সা আমাদের দাও। খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।" সদ্য প্রাপ্ত একশত টাকা পেট কাপড়ে চাপিয়া ভিক্ষোপজীবী উত্তর করিল, "আমার কাছে কিছুই নাই। আমাকে কেহ কখন দয়া করিয়া কিছুই দেয় নাই। তোমরা খাটিয়া খাওগে। আমার কাছে মরতে কেন এলে।" কালিদাস বলিলেন "ইহার এখনও নাই পরেও নাই।"

যক্ষ প্রকৃত উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

৭৮। কলি মাহাত্ম্য কখন ও কিরূপে।

একদা ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিয়া ছদ্মবেশধারী কলি প্রশ্ন করিলেন, কখন এবং কিরূপে (১) গাই তাহার বাচ্ছা খাইবে; (২) ষাঁড়ে গমের শিষ, গাছ, ক্ষেতের বেড়া এবং মাটি খাইবে; (৩) চারিটা পুকুরের মধ্যে একটা মাত্রে জল থাকিবে; (৪) একপাত্র হইতে তিন পাত্র ভরিবে কিন্তু সেই তিন পাত্র ভরাজলে চতুর্থ পাত্রের একটুও ভরিবে না।" সভার কেহই এই সকল অসম্ভব প্রায় প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেই উত্তর দিলেন—(১) কলিতে কন্যা বিক্রয়ীরা কন্যাপণের টাকা খাইবে; (২) কলিতে রাজা একান্তই সর্ব্বভূক

ভূতকে বশ করিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং বলিলেন "এই ভূতের সাহায্যে সকল কর্ম্মই সুচারুরূপে করিতে পারিবে।" গৃহস্থ বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভূতের সাহায্যে সকল কার্য্যই শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু ভূত বলিল "আমাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিলে আমি তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিব।" ঘরের সব কাজ হইয়া গেলে ভূত বলিল "হয় কোন কাজ দাও—নয় তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিই।" গৃহস্থ ভয় পাইয়া বলিল "এখন আমার সঙ্গে চল, এখন এই তোমার কাজ" এবং ভূতকে সঙ্গে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহস্থ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সাধু হাসিয়া বলিলেন "কাজের অভাব কি? নিজের ঘরের কাজ সব করিয়া পাড়ার কাজ কর, গ্রামের কাজ কর, দেশের কাজ কর। ভূত সহায়ে পরিশ্রম বোধ কমই হইবে। যখন মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় সে কাজও বন্ধ দিতে হইবে, তখন ভূতকে বল একটা বাঁশের চোঙ্গা দিয়া ধীরে ধীরে উচ্চে উঠ এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আইস এবং যখন অন্য কাজ না থাকিবে তখন, তখন বরাবরই একাগ্র হইয়া এইরূপ করিতে থাক। —উহার তখন সেই কাজই হইবে।" গৃহস্থ তদনুরূপ করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।—

মনই সেই ভূত। মন দিয়া যে কাজ কর সুচারু ও শীঘ্র হইবে। পরিশ্রম বোধও কম হইবে। কিন্তু মনকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবার যো নাই। কাজ না পাইলেই মন তোমাকে কুপথে লইতে চাহিবে, তোমার অপকর্ষ সাধন করিবে, অর্থাৎ ঘাড় মটকাইবে। "নিকামায়ে (নিষ্কর্ম্মা) দর্জ্জি, ছেলের পুঁটকি (পেট) সেলাই করে; (The idle mind is the devil's workshop), নিষ্কর্ম্মার মনেই শয়তানের কারখানা স্থাপিত" ইত্যাদি চলিত কথায় সকল দেশেই মানব মনের এই ভূতুড়ে-স্বভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে

ভাল চাকুরে লোক ছুটীতে বা পেন্সন লইয়া বাড়ী গিয়া অন্য কর্ম্মের অভাবে প্রতিবাসীর সহিত ঝগড়া করেন। সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেই আর অসৎকর্ম্ম করার উপায় হয় না। মনরূপ ভূতকে ভাল কাজ না দেওয়াতে —আমার খাটিবার দরকার কি এই ভুল বুদ্ধিতে—এদেশের ধনীগণ মদ্য, অহিফেণ, দিবানিদ্রা, বাই খেমটার নাচ, চাটুকার দলের পোষণ, বিড়ালের বিবাহ, পাখীর লড়াই, দলাদলি, দরিদ্র পীড়ন ইত্যাদি নানা উপায়ে নিজেদের ঘাড় মটকাইয়া লইতেছেন। দশের কাজে এবং দেশের কাজে ইহাঁদের মন ব্যাপৃত থাকিলে উহাঁদের এরূপ অধোগতি হইত না! দিবা রাত্রির মধ্যে যখনই কাজের বিশ্রাম হয়, তখনই প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে মন-ভূতকে এক মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ করাও—উহাই "কেবলি প্রাণায়াম।" উহাই মন ভূতকে চোঙ্গের ভিতরে উঠা নামায় হুকুম দিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা। উহা ধনী দরিদ্র, ধাৰ্ম্মিক অন্যায়াচারী, বালক বৃদ্ধ সকলেরই প্রয়োজন সাধন করিবে। এরূপ করিলেই কর্ম্মযোগ পূর্ণ এবং মানব জীবনলাভ ধন্য হয়।

৮২। স্বদেশ ভক্তি ও সত্যাচরণ — রেগুলাস।

রোমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজের সহিত যুদ্ধকালে কার্থেজীয়েরা একদল রোমীয় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া উহাদের সেনাপতি "রেগু-লাসকে" বন্দী করে। কিন্তু অপরাপর নানা স্থানের যুদ্ধে রোমীয়েরাই জয়ী হইতেছিল এবং কার্থেজীয়েরা ক্রমেই হীনবল হইয়া যাইতেছিল। সেজন্য উহারা সুবিধামত সন্ধির প্রার্থনা করিয়া রোমরাজ্যে দূতপ্রেরণ করিল এবং সেই সঙ্গে রেগুলাসকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া পাঠাইল যে সন্ধি না হইলে রেগুলাস কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। রোমে রেগুলাসের শিশুপুত্র এবং প্রিয়তমা পত্নী উহাঁর সহিত দেখা করিতে আসিলে

তিনি চক্ষু অবনত করিয়া লইলেন। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তখন মহাবীরের মনের ভাব এইরূপ যে স্বাধীন রোমীয় গৃহস্থের মহামান্ত কুলস্ত্রীর দিকে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দীকৃত দাসের চাহিয়া দেখারও যোগ্যতা নাই, সেনেট সভাকে গিয়া তিনি বলিলেন "আমি এখন কার্থেজীয়দিগের দাস, কার্থেজের দূতের সহিত মনিবদের হুকুমে সন্ধির প্রস্তাব জন্য আসিয়াছি।" কার্থেজীয় দূতগণ বলিলেন "আপনি স্বাধীনভাবে আপনার মত প্রকাশ করিতে পারেন। সন্ধিতে উভয় পক্ষেরই ত সকল সময়ে মঙ্গল!" উহারা ভাবিল নিজের মুক্তি যাহাতে হইবে অবশ্যই তাহাই করিতে বন্দী বলিবেন এবং সন্ধি স্বতঃই মানবগণের প্রিয়বস্তু; সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে রেগুলাস অবশ্যই কিছু বলিবেন না। তখন রেগুলাস গম্ভীরভাবে বলিলেন—"এত সৈন্যক্ষয় ও ধন ব্যয়ের পর যে সুবিধা রোম পাইয়াছে তাহা ছাড়িয়া এখন সন্ধি করিলে শত্রু আবার প্রবল হইতে পারিবে, তাহাতে রোমের আবার অনেক ক্ষতি হইবে। কয়েক সহস্র বন্দী সৈনিকের জন্য যেন স্বদেশের প্রকৃত ও স্থায়ী সুবিধা নষ্ট করা না হয়। যুদ্ধ চলুক। উহাতেই রোমের বিশেষ সুবিধা হইবে। বন্দী আমাদিগকে সেনেট সভা যেন যুদ্ধে মৃত বলিয়াই মনে করেন।" দেশভক্ত মহাত্মার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সন্ধি হইল না এবং কাহারও অনুরোধে রেগুলাস সত্যভঙ্গ করিয়া রোমে রহিয়া গেলেন না। বলিলেন "সত্যভঙ্গ দ্বারা আমাকে রোমীয় নাম কলঙ্কিত করিতে বলিবেন না এবং উহাতেও যে শত্রুর মুখ উৎফুল্ল হইবে তাহা ভুলিবেন না!" রোমের আবাল বৃদ্ধ বনিতার শোকাশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা রেগুলাস জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে বলিদান হইতে কার্থেজে ফিরিয়া গেলেন। কথিত আছে একটা পিপার উপরে বহু-সংখ্যক সুদীর্ঘ পেরেক পুঁতিয়া উহার ভিতর দিকে পেরেকগুলির তীক্ষ্ণাগ্র-

ভাগ বাহির করিয়া সেই লৌহকণ্টকমণ্ডিত পিপার ভিতরে উহাঁকে পুরিয়া তাহা গড়াইয়া গড়াইয়া এবং অন্যান্য অশেষ যন্ত্রণা দিয়া কার্থেজীয়েরা তাঁহাকে বধ করে। কিন্তু রোমের নিকট সর্ব্বত্রই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে একান্তই হীনভাবে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

৮৩। প্রবঞ্চনার শাস্তি — পবিত্র হিন্দু বিশ্বাস।

আমাদের শাস্ত্র অঋণী থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। যে ঠকাইয়া টাকা লয়, আইনের হাতে ধরা না পড়িলেও সে ঋণী রহিয়া যায় এবং পরজন্মে উহার জন্য কঠিন শাস্তি পায়। এক ব্যক্তি প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রিয়তম পুত্রের ব্যারামে চিকিৎসার্থে অজস্র অর্থব্যয় করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে হতাশ হইয়া রোগীর শেষ অবস্থায় তাহার মুখে শুধু গঙ্গাজল বা ঠাকুরের চরণামৃত মাত্র দিতে লাগিল। রোগী একই ভাবে মৃতবৎ দু দিন পড়িয়া রহিল। শেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর একটা টাকা মাত্র। কাহাকেও আমার উপলক্ষ্যে দান কর না।" শোকার্ত্ত পিতা তখনি একজন ভিক্ষুককে একটী টাকা প্রিয়তম সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশে দান করিলেন, যুবারও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল!

পূর্ব্বজন্মের প্রবঞ্চিত মহাজন এ জন্মে পুত্রশোক দিয়া পূরা পাওনা আদায় করিয়া তবে চলিয়া গেল। কোন প্রিয়জন অকাল মৃত্যুতে কষ্ট দিয়া গেলে "শত্রু আসিয়াছিল" এই বিশ্বাস এ দেশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। অস্তেয় বা অচৌর্য্য একটা অতি প্রধান সাধনা।

৮৪। অবিচলিত বশ্যতা — রোমীয় শান্ত্রী।

ইটালী দেশে ভিসুভিয়স পর্ব্বতের পাদদেশে রোমক অধিকারে পম্পিয়াই নগর ছিল। ঐ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত বহু শত বৎসর বন্ধ থাকায়

ঐ পর্ব্বতের চারি দিকে সহর হইয়া যায়। ৭৯ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে পাম্পিয়াই এবং অপর একটী সহর (হার্কুলেনিয়ম) প্রোথিত হইয়া যায়। ২০ ফিট পুরু লুড়ি পাথর এবং ভস্মে চাপা পড়িয়া সহরটি ১৭০০ বৎসর ঢাকা ছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন শিল্প কলার দ্রব্য বাহির করা আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইটালী দখল করিয়া রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য পরবর্ত্তী রাজারা চালানয় সমস্ত সহরটী বাহির হইয়াছে এবং প্রাচীন রোমানদিগের আচার ব্যবহার গৃহের আসবাব সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে। সহরটী উপর হইতে উত্তপ্ত ছাই প্রভৃতি পড়িয়া অল্পক্ষণেই ঢাকা পড়ায় উহা অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। চাপা যাওয়ার সময় সকল লোকই প্রথমটা গরম ছাই হইতে বাঁচার প্রয়াসে বাটীর ভিতর ঘরে ঢুকিয়া পরে সেই খানে মারা গিয়াছিল। রাস্তায় বা অন্য কোন খোলা জায়গায় কোন মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। কেবল সহরের এক ফটকে অস্ত্রধারী বর্ম্ম পরিহিত দণ্ডায়মান রোমীয় সৈনিকের এক কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সৈনিক যে সেই মহা প্রলয়েও কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত থাকিয়া পাহারায় খাড়া ছিল, স্থান ত্যাগ করে নাই এবং স্বস্থানে হত হয় ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। মনুষ্য মন কর্ত্তব্যের দিকে কতদূর দৃঢ় হইতে পারে তাহা ঐ রোমীয় সৈনিক সূচিত করিয়া গিয়াছে।

৮৫। অবিচলিত বশ্যতা কাসাবিয়াঙ্কা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সের কন্সল পদ গ্রহণ করিয়া ইটালী জয়ী ৩০ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য সহ মিসরে অবতরণ করেন। কল্পনা ছিল

যে মিসর হইতে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, কান্দাহার প্রভৃতি দখল করিতে করিতে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন এবং ইংরাজদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়া ফ্রান্সের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। মিসর হইতে প্রেরিত তাঁহার আশ্বাস বাণীতে উৎসাহিত টিপু সুলতান ইংরাজের সহিত তখনি বিবাদ আরম্ভ করিয়া নিহত হন। ঐ সময়ে ইংরাজ রণতরী লইয়া নেলসন ফরাসী রণপোতমালাকে আবুকির উপসাগরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন এবং নেপোলিয়নের পূর্ব্বদেশে মহা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশার শেষ করিয়া দেন। ঐ যুদ্ধকে নীল নদের যুদ্ধ বলে। ঐ যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের ওরিয়েণ্ট নামক জাহাজের কাপ্তেন কাসাবিয়াঙ্কা তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে মাস্তুলের নিকট দাঁড় করাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইংরাজের গোলা বৃষ্টিতে ঐ যুদ্ধ জাহাজে অগ্নি সংযুক্ত হয় এবং বহুসংখ্যক ফরাসি যোদ্ধা ও নাবিক উক্ত কাপ্তেন সহ মারা পড়েন। যখন ফরাসি নাবিকেরা জালিবোট নামাইয়া ঐ জ্বলন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তখন বালক কাসাবিয়াঙ্কাকেও সঙ্গে যাইতে জিদ করিয়া বলিল। বালক বলিল "পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি না ডাকিলে এ স্থান যেন ছাড়িয়া অন্যত্র না যাই। 'তিনি' না বলিলে কোথাও যাইব না।" উঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে স্থানে থাকা নিরর্থক এবং তথায় মৃত্যু অবিলম্বেই অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অনেক বুঝাইলেও বালক সেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিল না! পরে জাহাজের বারুদ ঘরে আগুণ লাগিয়া ঐ বীর বালকের দেহ সহ জাহাজ নষ্ট হয়। মিসেস্ হিমান্স প্রকৃতই লিখিয়াছেন—

But the noblest thing that perished there
Was that young faithful heart.

সদালাপ।

—সেখানে যাহা কিছু বিনষ্ট হইল তন্মধ্যে ঐ বালকের অন্তঃকরণই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ।

৮৬। কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা ডাক্তার হে।

মিউটিনির সময়ে যখন বারাণসী হইতে সকল ইউরোপীয়ই পলায়ন করিয়াছিলেন তখন সাধারণ হাঁসপাতালে রোগীদিগকে ফেলিয়া অপরাপর ইয়ুরোপীয়গণের সহিত মিলিটারী ডাক্তার হে পলায়ন করিতে অস্বীকার করেন। বিদ্রোহ করিয়া যে রেজিমেণ্টের সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের হত্যা করিয়া বেড়াইতেছিল, সে রেজিমেণ্টের যে সকল সিপাহী তখন হাঁসপাতালে ছিল, তাহারাও ডাক্তার সাহেবের যত্ন এবং শুশ্রূষায় অণুমাত্র বঞ্চিত হয় নাই! এইরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণ দেবতুল্য মহাত্মা যে জাতির মধ্যে যখন অধিক থাকেন সেই জাতিই তখন বড় হয়। মহা পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাত্মা হে বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, সাধুহত্যা প্রভৃতি দ্বারা একান্ত কলুষিত সিপাহী-বিদ্রোহ জয়যুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। যে পক্ষে যখন "অধিকতর" ধর্ম্ম তখন সেই পক্ষেরই পৃষ্ঠপোষণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বল নিযুক্ত হয়।—যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

৮৭। দেশের জন্য আত্মবলি গুরু তেগ বাহাদুর।

যখন বাবর সাহ বার হাজার মাত্র মোগল ও কাবুলী সৈন্য লইয়া ভারত সিংহাসন অধিকার কল্পনায় আসিতেছিলেন তখন তিনি মহাত্মা নানকের নাম শুনিয়া সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন। গুরু নানক আশীর্ব্বাদ করিয়া বাবর সাহকে বলেন "তুমি অন্তরে ভগবদ্ভক্ত। তুমি সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ। লক্ষ শত্রু সৈন্য মথিত করিয়া ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের

যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সিংহাসন তুমি অধিকার করিবে তাহাতে তোমার বংশের সাত পুরুষ মহাগৌরবে অবস্থিত থাকিবে এবং অকারণ সাতজন সাধু হত্যার পাপে তোমার বংশীয়েরা লিপ্ত না হইলে ঐ সিংহাসন চিরকালই তোমার বংশে অচল থাকিতে পারিবে।" মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে বাবরসাহ পানিপথের যুদ্ধে পাঠানবল এবং শিক্রির যুদ্ধে রাজপূত-বল বিধ্বস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আরঙ্গীব এবং বাহাদুরসাহ মোগল সিংহাসনে মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নানা কারণে সম্রাট আরঙ্গীবের সময়েই বিশিষ্টরূপে গোঁড়ামীর অত্যাচার এবং সাধুহত্যা আরম্ভ হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যের বলের হ্রাসও তাঁহার সময় হইতে ত্বরিত গতিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাহাদুর সাহের পর মোগল সম্রাটেরা একান্তই হ্রস্বতেজ হইয়া পড়েন।

শিখ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সম্রাট আরঙ্গীব দেখিয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষের সময় একান্ত দরিদ্র হিন্দুদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে অন্ন দিয়া মুসলমান মোল্লারা সহজে মুসলমান করিতে পারেন। অন্য সময়ে তেমন অধিক সংখ্যায় মুসলমান হয় না। মুসলমান না হইলে মুক্তি নাই এই দৃঢ় বিশ্বাসে ঐ সদুদ্দেশ্যে জুলুম করিলে দোষ হইবে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাঁহার মনে হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ সকল ভারতবাসীকেই মুসলমান করিবেন এবং তাহা করিলেই উহাদের পরলোকে শুভ হইবে। তিনি সহজ কথাটা বুঝিলেন না যে পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মবৈচিত্র রহিয়াছে তখন তাহা ভগবানের অনভিপ্রেত হইতে পারে না।

ঐ পরীক্ষা বিধান প্রথমে কাশ্মীরে হইল। দুই লক্ষ মোগলসৈন্য সমগ্র প্রদেশের উপর ছড়াইয়া বসিল, সকল ক্ষেতেই অস্ত্রধারী সৈনিকের

পাহারা পড়িল। হুকুম হইল যে মুসলমানেরা শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবে। হিন্দুদের শস্য সরকারী গোলায় জমা হইবে; যাহারা মুসলমান হইবে তাহারাই শস্য পাইবে—যাহারা তাহা হইবে না, তাহারা দুর্ভিক্ষে মরিবে। এরূপ মনে কাজ যে 'রাজাকে' করিতে নাই স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী সম্রাট তাহা বুঝিতে না পারায় সমদর্শিতা, ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি 'রাজধর্ম্মে' জলাঞ্জলি দেওয়া হইল। সামান্য অত্যাচারে কোথাও কখন প্রজাশক্তি সাধারণ ভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে চাহে নাই। যাহা হউক কাশ্মীরে বহুসংখ্যক হিন্দু পেটের জ্বালায় মুসলমান হইল। এক এক প্রদেশ ক্রমে ক্রমে ধরিয়া এই রূপই করা হইবে বুঝিয়া পঞ্জাবীরা একান্ত ভীত হইল। কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণেরা শিখগুরু তেগ বাহাদুরের নিকট আসিয়া পড়িলেন এবং ধর্ম্ম রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। গুরু বলিলেন, "আপনারা সম্রাট আরঙ্গীবের নিকট যান এবং বলুন যে আমাদের যজমানেরা মুসলমান না হইলে আমরা মুসলমান হইয়া কি খাইব—আগে ছত্রিদের মুসলমান করুন। আর অন্যান্য ছত্রিদের প্রথমেই আমার নাম করুন এবং বলুন যে, তিনি মুসলমান হইলেই অনেকে মুসলমান হইবে।" ব্রাহ্মণেরা গুরুর আদেশমত কার্য্য করিলে সম্রাট গুরুকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। গুরু তৎক্ষণাৎ দিল্লী যাত্রা করিলেন। শিষ্যেরা বলিলেন "আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। গেলে ত আর ফিরিবেন না!" গুরু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "তাহা জানিয়াই যাইতেছি। গুরু নানকের কথা স্মরণ কর। সাতজন সাধুহত্যা না হইলে এ দেশের আর কোন উপায় নাই! তোমরা আমাকে সাধু বলিয়া থাক। তাই প্রথম বলি হইবার জন্য যাইতেছি। এক আরম্ভ করিয়া তবে ত কখন সাত পূর্ণ হইবে। উহাতে বিলম্ব করা আর উচিত কি?" মহাত্মা তেগ বাহাদুর স্বেচ্ছায় দেশের জন্য নরবলি

হইতে দিল্লীতে গেলেন।

আরঙ্গীব বাদশাহ গুরুকে মুসলমান করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। কোন ফল পাইলেন না। তখন বলিলেন "হয় তুমি কোন কেরামত (অলৌকিক ব্যাপার) দেখাও, নয় তোমার মুখে গোমাংস পুরিয়া দিব।" গুরু বলিলেন, "অলৌকিক ব্যাপার বা ইন্দ্রজাল দেখান বেদিয়ার কাজ—ঈশ্বর ভক্তের কাজ নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই অলৌকিক। তবে যদি নিতান্তই তোমার জিদ হয় তবে তরবারির দ্বারা আমার গলায় আঘাত করিয়া দেখ, আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।" দিল্লীর চৌরাস্তায় এই পরীক্ষা গ্রহণ হইল। গুরু গলায় এক টুকরা কাগজ বাঁধিলেন। তরবারির আঘাতে মুণ্ড দেহচ্যুত হইল। কাগজে লেখা ছিল "শির্ দিয়া শিষ্ (=শিষ্যত্ব=নিজের গুরুদত্ত ধর্ম্ম প্রণালী) না দিয়া।"—বেদান্ত সিদ্ধান্তদর্শী হিন্দু গুরু তেগ বাহাদুর "আমার" শব্দে অবিনাশী আত্মার উল্লেখ করিয়াছিলেন। সম্রাট দেহবুদ্ধিতে আমার শব্দের অর্থ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে গুরু বুঝি বলিতেছেন মাথা কাটিবে না। কিন্তু তিনি একটুও বিশ্বাস করেন নাই যে সত্য সত্য কাটিবে না, এই জন্যই প্রকাশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিখ গুরুর মাথা কাটিবে এবং হিন্দু মুসলমান তাহা দেখিয়া শিখ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িবে ইহাই আরঙ্গীবের উদ্দেশ্য ছিল। তদ্বিপরীতের বিশ্বাসে বা ইচ্ছায় এ ব্যবস্থা হয় নাই। নিরপরাধী আত্মত্যাগী ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষের এইরূপে পশুর ন্যায় বলিদানে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি খনন আরম্ভ হইল!

৮৮। প্রকৃত প্রতিশোধ — গুরুগোবিন্দ।

গুরু তেগ বাহাদুরের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিংহের বয়স

১৫ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বহুবর্ষ কোট কাঙ্গড়ায় নয়না দেবীর তপস্যা করিয়াছিলেন। শক্তি সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পবিত্রাত্মা গুরু গোবিন্দ সিংহ নিরীহ শিখ সম্প্রদায়কে সামরিক দলে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি যেরূপে প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন তাহা ঐ অবতার মহাপুরুষেরই উপযুক্ত। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন—যে জল্লাদ আমার পূজ্যপাদ গুরু এবং পিতৃদেবকে কাটিয়াছে তাহাকে মারিব? সে ত অস্পৃশ্য এবং অপরের হাতে এক খানা অস্ত্র মাত্র। তবে কি ঐ অন্যায্য হুকুম প্রদাতা বাদ-শাহকে মারিব?—সেওত কিছুদিন বিলম্বে কালবশে আপনিই মরিয়া যাইবে। তবে কি করিব?—যাহাতে কখন কোন হিন্দুর পিতার সম্বন্ধে এমন আর না হয় তাহাই করিব। যাহাতে হিন্দুকে অবজ্ঞাত পশুর ন্যায় বলিদান দিতে গর্ব্বিত মোগলের, বা আর কখনও কাহারও, সাহস না হয় তাহা করিব। হিন্দুর সামরিক শক্তি জাগ্রত এবং সর্ব্ব বর্ণ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া এমন এক সিংহবিক্রমশালী দল বাহির করিব যাহাতে মহান্ মোগল সাম্রাজ্য টলিবে এবং শান্ত সংযত হিন্দুর আভ্যন্তরিক বলের প্রতি সম্ভ্রম পোষণ সকলকেই করিতে হইবে। তাঁহার কৃত ৺ভগবতীর স্তবে তাঁহার মনের ভাব বুঝা যায়।

করো খালসা পন্থ তিসরা প্রবেশা।
জগেহি সিংহ যোধা ধরে নীল ভেসা।
সভে সৃষ্টি প্রজা সুখী হোই বিরাজে।
মিটে দুষ্ট সন্তাপ আনন্দ গাজে॥
ভবে গীত মঙ্গল সভেকে শুনাউ।
তুমন কো সিমারি দুঃখ সকলি মিটাউ॥

গুরু গোবিন্দ সিংহ ভারত হইতে দুষ্ট সন্তাপ হরণ করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুর উপর ধর্ম্মের নামে উপদ্রব থামিয়াছে। আরঙ্গীব বাদশাহ যুদ্ধজয়ের উপলক্ষ্যে হাঙ্গামার সময় শত্রুর দেবমন্দির ভগ্ন করেন নাই। তিনি শান্তির সময়ে প্রজাপালন ধর্ম্ম ছাড়িয়া ৺কাশীতে ৺বিশ্বেশ্বরের এবং ৺বেণীমাধবের মন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন। সাধু মহাত্মা তেগ বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া অকারণে বলিদান দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, এমন কি মুসলমান ফকীর সর্ম্মদও তাঁহার হাতে রক্ষা পান নাই। তিনি বিলাসী বা অসংযমী ছিলেন না। তাঁহার সকল দোষের মূল গোঁড়ামি। "উপনিষদের অনুবাদক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা সম্রাট হইলে মুসলমানের ধর্ম্মপ্রচার থামিবে। আমি তাহা ঘটিতে দিব না—আমি সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিব এবং তাহার পথ পরিষ্কার করিতে কিছুতেই পিছুপাও হইব না,"—তাঁহার এই ভাব ছিল। কিন্তু তিনি স্মরণ করেন নাই যে হিন্দু ও খৃষ্টান যদি ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন তবে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া আছে আছে কিরূপে? তিনি ভাবেন নাই যে মুখে মুসলমান বলিলেই কেহ মুসলমান হয় না। যিনি সংযত, দীনতাসম্পন্ন এবং সর্ব্বকর্ত্তব্যপালনকারী ভক্ত তিনিই মুসলমান। যিনি ভগবৎ দত্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়া অন্যকে কষ্ট দেন (পাপঞ্চ পরপীড়নে) তিনিই প্রকৃত পক্ষে দুষ্ট। তিনি ধর্ম্মের বহিরঙ্গের উপর অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যিনি ভাল তিনিই প্রকৃত মুসলমান, তিনিই প্রকৃত খৃষ্টিয়ান, তিনিই প্রকৃত হিন্দু অর্থাৎ তিনি প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত এবং বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির উপরই প্রীতিপ্রবণ—ইহা তিনি গোঁড়ামির জন্য বুঝিতে পারেন নাই।

পিতৃহত্যা দুঃখেক্লিষ্ট গুরু গোবিন্দের প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা অলোকসামান্য পবিত্রভাবেই রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ভগবৎ স্মরণে মনের অপরিসীম দুঃখ মিটাইয়া প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আরঙ্গীব বাদসাহ যখন অবশেষে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়া হিন্দু

প্রজা সম্বন্ধে দলন-নীতির প্রয়োগে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তখন সম্রাট আরঞ্জীবের হস্তে পিতৃহীন এবং পুত্রহীন হইলেও গুরু গোবিন্দ সিংহ ঐ সম্রাটের সহিতই সন্ধি করিয়াছিলেন! মহাপুরুষের মনে "ব্যক্তিগত" বিদ্বেষ কিছু মাত্র ছিল না। পবিত্র হিন্দুর প্রতিশোধে তিনি গুপ্তহত্যার প্রশ্রয় দেন নাই। "জাতিগত অবজ্ঞার তিরোধান জন্য"ই তিনি কঠোর তপস্যা ও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যে লোভ তাঁহার ছিল না। তিনি কোন রাজ্য স্থাপন চেষ্টা করেন নাই।

কেহ কেহ হিন্দু বিদ্বেষী সম্রাট আরঞ্জীবের সহিত এই সন্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুশ্রেষ্ঠ গুরু গোবিন্দের মনের এই উচ্চভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার দোষ দেন।

৮৯। অটল ন্যায়পরতা — আরিষ্টাইডিস।

(ক) এথেন্স নগরের সুবিখ্যাত বিচারক আরিষ্টাইডিসের নিকট একটী মোকদ্দমার বিচার হইতেছিল। সাক্ষী সাবুদ লওয়া হইয়া গেলে এক পক্ষের উকীল একটু আভাসে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে অপর পক্ষীয় ব্যক্তি এক সময়ে আরিষ্টাইডিসের প্রতি অন্যায্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। আরিষ্টাইডিস হাসিয়া বলিলেন " এখন ও কথার উত্থাপনে ফল নাই। আমি আপনার মক্কেলের মোকদ্দমার বিচারে বসিয়াছি, এখন নিজের মোকদ্দমার বিচার করিতেছি না।" (খ) একজন কবির মোকদ্দমা আরিষ্টাইডিসের নিকট দায়ের ছিল। কবি অনুরোধ করিলেন "একটু দয়া করিয়া অল্প টানিয়া বুনিয়া আমার কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক।" আরিষ্টাইডিস উত্তর করিয়াছিলেন "ভাই! যাহা বলিতেছ তাহাতে বিচারে খুব বেশী তফাত করিতে হয় না বটে, কিন্তু সামান্য ছন্দ পতনেও যেমন তোমার কবিতায় একটু দোষ হইবে তেমনি সামান্যভাবেও ন্যায়পথ ভ্রষ্ট

হইলে আমি আর নিখুঁত বিচারক থাকিব না।"

৯০। আতিথেয়তা মহাত্মা মারুফ।

একদিন সন্ধ্যাকালে মহাত্মা মারুফের গৃহে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই রাত্রেই লোকটা পীড়িত হইয়া পড়াতে মহাত্মা সেই অতিথির যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। রোগীর চীৎকারে ও ফরমাইসে তাঁহার দুইরাত্রি বিশ্রাম করিবার অবসর হয় নাই। তৃতীয় রাত্রে অতিথিকে একটু সুস্থ দেখিয়া তিনি শয়ন করিলে অল্প পরেই রোগীর চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতিথি বলিতে-ছিল "এমন লোকের গৃহেও ভগবান আনিয়া দিলেন যে পীড়িতের কোন যত্ন হয় না!" মহাত্মার সাধ্বী পত্নী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "আর ঐ অকৃতজ্ঞের সেবায় দেহপাত করিতে যাইতে হইবে না। যেখানে এর চেয়ে অধিক যত্ন হয় সেখানে গিয়া ও মরুক!" মারুফ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রোগের যন্ত্রণায় ঐ ব্যক্তি এলোমেলো বলিতেছে—বলিয়া তুমিও যে এলোমেলো বলিতে আরম্ভ করিলে! 'যাঁহার' প্রীতি অভিলাষী হইয়া তোমাতে আমাতে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আতিথ্য ধর্ম্মপালন করিতেছি তিনি ত বিরক্ত হন নাই—তিনি ত আমাদের সুস্থ শরীরেই রাখিয়া তাঁহার অপার কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন!" সাধ্বীর মন পরিষ্কার হইয়া গেল। অশেষ যত্নে অতিথিকে উঁহারা রোগমুক্ত ও সবল করিয়া তুলিয়া তবে অন্যত্র যাইতে দিলেন।

৯১। স্পষ্টবাদী কাজী বোগদাদের।

হাকিম নামক বোগ্‌দাদের একজন খলিফা তাঁহার রাজবাটী পরিবর্দ্ধন জন্য নিকটবর্ত্তী এক বৃদ্ধার জমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হুকুম দেন।

বৃদ্ধা টাকা লইয়া ঐ জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। রাজ-কর্ম্মচারীরা বৃদ্ধার জমি দখল করিলে বৃদ্ধা তথাকার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ এবং সাধারণের ভক্তিভাজন কাজীর নিকট খলিফার নামে নালিশ করিল। কাজী একটা প্রকাণ্ড বোরা ও কোদালি লইয়া খলিফার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৃদ্ধা জমির জন্য আপনার নামে নালিশ করিয়াছে; এজন্য ঐ জমি হইতে মাটি কাটিয়া বোরা পূর্ণ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক।" খলিফা এইরূপ নূতন ধরণের বিচার প্রণালীতে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া মাটি কাটিয়া বোরা পূর্ণ করিতে অনুমতি দিলেন। বোরা মৃত্তিকায় পূর্ণ হইলে কাজী বলিলেন "এইটী তুলিতে আপনি নিজে হাত দিয়া একটু সাহায্য করুন।" কৌতূহলাবিষ্ট খলিফা ন্যায়পর বিচারপতির কথা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পালন করিতেছিলেন। বোরা তুলিতে চেষ্টা করিয়া নড়াইতে না পারিলে বলিলেন, "বড় ভারী।" কাজী বলিলেন "বলপূর্ব্বক গৃহীত জমির এতটুকু অংশ মাত্র দুনিয়ার বিচারকের নিকট তুলিতে পারিতেছেন না; ভগবানের নিকট শেষ বিচারে সমস্তটার ভার বহিবেন কিরূপে?" লজ্জিত খলিফা বৃদ্ধার জমি ছাড়িয়া দিলেন।

৯২। রাজোচিত ধৈর্য্য — রাজা চতুর্দ্দশ লুই।

একদা ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইকে তাঁহার একজন মন্ত্রী বলিয়াছিলেন "মহারাজ! ব্রুসেল নগরের লোকেরা আপনার উদ্দেশে অকথ্য গালি গালাজ করিয়া এবং বাদ্যভাণ্ডসহ মিছিল বাহির করিয়া আপনাকে কুশ পুত্তলে দাহ (Burnt in effigy) করিয়াছে। দুষ্ট নাগরিকদিগের প্রধান প্রধান ছয় সাতজনকে, গ্রেপ্তার করিয়া বাষ্টীল দুর্গের কারাগারে রাখার জন্য হুকুমনামায় দস্তখত করার এবং একদল সৈন্য ঐ নগরে

কিছুকাল নাগরিকদিগের খরচায় রাখার অনুমতি দিন। ব্রুসেলের নাগরিকদিগের এরূপ উদ্ধতবাক্য এবং রাজদ্রোহকর কার্য্য আর সহ্য করা যায় না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "উহারা টেক্স খাজনা বাকী রাখিয়াছে কি?" উত্তর—"না। উহারা খাজনাদি নিয়মিত সময়ে কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া থাকে। এ কিস্তিতেও দিয়াছে।" রাজা তখন মন্ত্রীকে বলিলেন "খাজনাটা উহাদের বেশ কড়া দিতে হয়। 'তাহা' যখন ঠিক দিয়াছে তখন একটু মনের ঝাল বাহির করিয়া দিবার জন্য একটা খড়ের মূর্ত্তি পুড়াইয়া আমোদ করিতে পাইবে না—একি কথা? খাজনা বন্ধ না করিলে আর রাজদ্রোহ কোথায়?"

৯৩। আত্মোৎসর্গ কালে নাগরিকগণের।

ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের রাজা হইবার কল্পনায় সসৈন্যে ঐ দেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রেসী নগরের মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং তাহার পরই কালে নগর অবরোধ করেন। ঐ সুরক্ষিত নগর ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। এডওয়ার্ড ঐ নগর এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত জলে স্থলে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিয়া যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত রক্ষী-দিগকে অবরুদ্ধ দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন তখন উহার সমস্ত ফরাসী অধিবাসীকে বাহির করিয়া দিয়া তথায় ইংরাজ ঔপনিবেশিক আনিয়া বাস করান। তদবধি বহুশত বর্ষ কালে নগর ফরাসীদিগের বুকে শেল স্বরূপ ইংরাজের হাতে ছিল। তাঁহার ঐ অবরোধের সময় যখন একান্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দুর্গরক্ষিগণ কেল্লা ছাড়িয়া যাইতে চায়, তখন এক বৎসর পর্য্যন্ত অসামান্য বাধা পাইয়া, বহুসংখ্যক সৈন্যনাশে এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ে ক্রোধান্ধ ইংলণ্ডরাজ বলেন যে বালক বৃদ্ধ সৈনিক প্রভৃতি কালেবাসী সকলকেই বিনাসর্ত্তে আত্ম-

সমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা হয় সকলকে খুন করিবেন, ইচ্ছা হয় দাসস্বরূপে বিক্রয় করিবেন! ইহাতে দুর্গরক্ষিগণ ভীত হইয়া আরও কিছুকাল দুর্গরক্ষা করিতে থাকে। পরে এডওয়ার্ড বলেন যে যদি ছয় জন প্রধান নাগরিক গলায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া নগরের ফটকের চাবি আনিয়া উঁহাকে দেয় তাহা হইলে ঐ ছয় জনেরই বধ সাধন করিয়া তিনি ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিবেন এবং অপর সকলকে নির্ব্বিবাদে নগর ছাড়িয়া যাইতে দিবেন। এই প্রস্তাবে ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ার প্রমুখ ছয় জন ধনী ও মানী ব্যক্তি একে একে স্বদেশের ও স্বজাতির উপকারার্থ স্বেচ্ছায় বলিদান হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ারই প্রথমে বলেন "এত লোকের সহিত অনাহারে বা হত্যাকাণ্ডে মরার অপেক্ষা কেবল ছয় জনের মরাই সঙ্গত এবং আমি ঐ ছয় জনের প্রথম হইব। ভগবান পরলোকে দয়া অবশ্যই করিবেন।" উহাঁরাই ধনে মানে প্রধান ছিলেন! সমগ্র নাগরিকদিগের অশ্রুপাত ও হাহাকারের মধ্যে উহাঁরা এড্ওয়ার্ডের শিবিরে আসিলে ইংলণ্ডরাজ তৎক্ষণাৎ উহাঁদের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। "ইহাতে বড়ই নিন্দা হইবে" এ কথা সভাসদেরা বলিলেও তিনি কাহারও কোন উপরোধ রক্ষা করেন নাই। পরে রাজ্ঞী—যিনি অল্পদিনপূর্ব্বে স্কটলণ্ডরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডকে নিরুপদ্রব করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন,—স্বামীর পদতলে পড়িয়া উহাঁদের প্রাণভিক্ষা করিলে এডওয়ার্ড একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে উহাঁদের রাণীর জিম্মা করিয়া দেন। রাণী উহাঁদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া ভাল পরিচ্ছদ পরাইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া বিনা নিষ্ক্রয়ে ছাড়িয়া দিয়ছিলেন।

৯৪। আত্মোৎসর্গ পঞ্চশিখের।

গুরুগোবিন্দ সিংহ কোটকাঙ্গড়ায় ৺ নয়না দেবীর উপাসনা

করিয়া এবং হোমে পূর্ণাহুতি দিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন মন্দির হইতে ফিরিয়া বাটীতে আসিয়া শিষ্যগণকে সমবেত করিলেন তখন দেখিলেন যে যোদ্ধা শিখের সংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র। তিনি যাহা ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন সে দিন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারও বোয়ার-দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাই বলিয়াছিলেন,—"সংখ্যায় তোমরা অল্প তাহাতে ক্ষতি কি ? ভগবৎ প্রসাদে যদি তোমাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র শত্রুদিগকে লাগে এবং তাহাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র তোমাদের না লাগে তাহা হইলে তোমরা জয়ী হইবে।" যেথানে সংখ্যা অল্প ও ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল সম্ভবতঃ সেখানে সর্ব্বকালেই ঐ একই ভাবের কথা নেতাদিগের মনে উদিত হইয়া থাকে।

শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া গুরু ঐ সময়ে বলেন যে তাঁহার পাঁচজন ব্যক্তিকে নরবলি দিবার জন্য প্রয়োজন ; নরবলি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। তৎক্ষণাৎ একজন ছুতার জাতীয় শিখ গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে ক্ষত্রি, পরে ব্রাহ্মণ এইরূপে পাঁচজন আসিল। গুরু গোবিন্দ উহাঁদের এক জনকে একটী তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তথায় বসাইয়া একটা মুখবদ্ধ পাঁঠা কাটিয়া রক্তাক্ত অসি হস্তে বাহির হইলেন। এইরূপে পাঁচ জনের সম্বন্ধেই করিয়া উহাদের পুনরায় বাহিরে ডাকিয়া আনিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন, "তোমাদের জীবন ৺ মাতাকে উৎসর্গ করা হইয়া গেল। তোমরা আর তোমাদের নাই। এখন দেবীর কার্য্যে—দুষ্ট দমনে ও ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে—ব্যাপৃত থাকিবে। তোমরা পাঁচজন আমার এক এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি হইলে।"

আত্মোৎসর্গই নরবলি। পশুর মত যাহাকে তাহাকে ধরিয়া বলিদান দেওয়ায় নরহত্যা হয়—প্রকৃত নরবলি হয় না।

গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রণালীর কার্য্যে পাঁচ হাজারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ

পাঁচ জনকে অক্লেশে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং নরবলির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই শিষ্যদিগের নাম জানা যায় নাই। কিন্তু ঐ মহাত্মাদিগের আত্মোৎসর্গের বিশিষ্টতা এই যে ইহা উপস্থিত বিপদ বা মারামারির উৎসাহের মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে অগ্রসর হওয়া নহে—ইহা শীতলরক্তে, সুদৃঢ় মনে, অচঞ্চলভাবে, স্বধর্ম্ম স্বদেশ ও গুরুভক্তি প্রসূত আত্মোৎসর্গ। ইহাঁরা কখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, এবং সকলেই সুকৌশলে ও উপযুক্ত স্থান সমূহে সৈন্য-দিগকে পরিচালিত করিয়া সময়ে একে একে সমর-শয্যাশায়ী হইয়া-ছিলেন। গুরু বলিতেন "যে ত্যাগী ও সুসংযত ও পরোক্ষদর্শী, সেই ব্রাহ্মণ! যেই নির্ভীক এবং যুদ্ধে অটল সেই ক্ষত্রিয়।" তিনি সকল বর্ণের লোক লইয়াই সামরিক শিখদল গঠন করিয়াছিলেন।

৯৫। আত্মোৎসর্গ উইঙ্কেল রীড।

সুইজরলণ্ডের সাধারণতন্ত্র ৫০০ বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতাপ ফ্রান্স, জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া এবং ইটালি রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার এবং পরিচ্ছদ বিভিন্ন। কেবল বাহিরের চাপেই সুইসেরা ভিতরে সম্মিলিত!

সুইসদিগকে স্বাধীনতা রক্ষা জন্য অষ্ট্রীয়ার ডিউকের সহিত সেমপ্যাক নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বর্ম্ম পরিহিত সুদীর্ঘ বর্ষাহস্ত অষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের লাইন কোন মতেই ভাঙ্গিতে না পারিয়া যখন সুইস কৃষ-কের দল নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল তখন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া আরনল্ড ভন উইঙ্কেল রিড নামক একজন বল-বান দেশভক্ত সুইস তীরবেগে দৌড়িয়া অষ্ট্রীয় লাইনের উপর গিয়া পড়ি-লেন এবং দুইহাতে দুইজনের বর্ষা ধরিয়া এবং মধ্যের এক জনের বর্ষা

আপনার বুকে বিদ্ধ করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তিনজন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা এই ব্যাপারে ক্ষণিক স্থান চ্যুত হইল এবং লাইন ভাঙ্গিল। সেই স্থান দিয়া কুঠার হস্তে সুইসেরা ব্যূহ প্রবেশ করিল এবং উইঙ্কেল রিডের দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিল যে অষ্ট্রীয়-দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়া গেল।

৯৬। প্রকৃত সন্ন্যাসী আত্মনিবেদন।

বাঙ্গালাদেশের কোন নগরে (১৮৬৯ অব্দে) একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক স্কুল হইতে বাটী আসিতেছিল। সাধারণ সন্ন্যাসী বেশধারী এক-জনও সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন বেলা তিনটা। বাড়ীর দ্বারদেশে পৌঁছিয়া বাড়ী ঢুকিবার পূর্ব্বে বালকের কি মনে হইল। ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি আহার হইয়াছে?" সৌম্য-মূর্ত্তি সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "না।" বালক জিজ্ঞাসা করিল "আমরা ব্রাহ্মণ, কিছু এখানে খাইবেন কি?"—সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বালক সন্ন্যাসীকে বাহির বাটীতে বসাইয়া মাতাকে সংবাদ দিল। অভুক্ত সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনায় মাতা বালকের উপর তুষ্টিপ্রকাশ করিয়া সাধুকে শীঘ্র এবং সযত্নে আহার করাইলেন। এই কার্য্যে বালকের মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল এবং তাহা মুখেও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল "আপনি ত কিছুই বলেন নাই—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে ত খাওয়া হইত না।" সন্ন্যাসী বালকের এই "আমি" শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "খাওয়াইয়া খুবই খুসি হই-য়াছ?" ঐ হাসিতে ও কথায় বালক বড়ই লজ্জিত হইল। মনে হইল সাধু বলিতেছেন যে, এরূপ সৎকর্ম্ম করার অভ্যাস বুঝি নাই। তাই এতটা খুসি ফুটিয়া বাহির হইল!—ইহার পরই সাধু বালকের দিকে তীব্র

দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কে ডাকিতে বলিয়াছিলেন ? তুমি কি এই রাস্তা দিয়া যে যায় তাহাকেই ডাকিয়া খাওয়াও !" কথায় ও স্বরে বালক বুঝিল যে সন্ন্যাসী বলিতেছেন—যিনি অন্ন দিবার কর্ত্তা তিনিই তোমার মনে ঐ প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়াছিলেন—মনুষ্যকে চাহিতে হয় না। বিস্মিত বালক বুঝিয়া দেখিল যে সে ত সত্য সত্যই সকলকে ডাকিয়া খাওয়ায় না। সে দিন ডাকিতে কেন মনে হইয়াছিল তাহারও কোন সদুত্তর পাইল না। তখন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি কখন কাহারও নিকট কিছুই চান না ? আর রোজই খাওয়া হয় ?"—সাধু উত্তর দিলেন "কাহাকেও কখন কিছু চাই না। তবে রোজই যে খাওয়া হয় তাহাও নয়—মাসে কখন কখন ৩।৪।৫ দিন খাওয়া হয় না। সেই সেই দিন খাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়াই অবশ্য খাওয়া ঘটে না। তেমন গৃহীদেরও ত ব্রত উপবাসে মাঝে মাঝে খাওয়া বাদ যাওয়া উচিত।" ঐ সন্ন্যাসীর কৌপিন ভিন্ন অন্য কিছুই সঙ্গে ছিল না। কম্বল জলপাত্র রুদ্রাক্ষ কিছুই না।

সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মদানকারী মহাপুরুষ এক এক জন সাধারণ বেশে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও যে এই পূণ্যভুমিতে বিচরণ করিতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৯৭। বৈরাগ্যের শান্তি — ভর্ত্তৃহরি।

ত্যাগী মহাত্মাগণ "সমদুঃখসুখ ক্ষমী।"

কেহ মহাত্মা ভর্ত্তৃহরিকে গালি দিলে রাজ্য সম্পদ ত্যাগকারী ঐ সন্ন্যাসী উত্তর দেন "ভাই, আমার গালির প্রয়োজন নাই বলিয়া তোমার ঐ দান গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আর আমার কিছুই নাই—এমন কি গালিও নাই, তাই তোমাকেও কিছু দিতে পারিলাম না।"

৯৮। মহত্ত্ব মিঃ কিল্‌বি।

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, জি, কিল্‌বি মহোদয়ের চাপরাশীকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায়। (১৯০৮) মিঃ কিল্‌বি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষ তুলিয়া লইবার জন্য ক্ষতস্থান চুষিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পর নিজের চিকিৎসা জন্য কসৌলি পাষ্টুর ইনষ্টিটিউটে গিয়াছিলেন। এইরূপ মহামনা উন্নত হৃদয়ের লোক সকল ভিতরে আছেন বলিয়াই ইংরাজ জাতি মানব সমাজে এত উচ্চে অবস্থিত!

৯৯। কর্ত্তব্যপরায়ণ পাদ্রি বিশপ উইলিয়ম।

যাজকদিগের উপর এখন অনেকে বিরক্ত। কিন্তু উহাঁদের দ্বারাই স্পষ্টবাদিতা সম্ভব। পুরোহিতেরা আগেকার মত তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী হউন এবং গৃহস্থেরা আবার তাঁহাদের মাহাত্ম্য বুঝিবার যোগ্য হউন।

ডেনমার্কের রাজা ক্যানুটের উত্তরাধিকারী রাজা সোয়েণ্ড খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন বদলায় নাই। তিনি খৃষ্টীয় পাদ্রিদিগকে শাসাইতেন যদি তাঁহার যথেচ্ছাচারে উহাঁরা কেহ অণুমাত্রেও আপত্তি করেন তাহা হইলে তিনি আবার রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজার সহিত মিলিয়া থর দেবের পূজার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যে অর্দ্ধ পরিমাণ প্রজা তাঁহার ন্যায় এখন খৃষ্টান হইয়াছে তাহাদের তখন একেবারে উৎসন্ন করিবেন! কোন সময়ে রাজা সোয়েণ্ডের হুকুমে এক জন সম্ভ্রান্ত ডেনের সামান্য উপহাস করা অপরাধে বিনা বিচারে শিরশ্ছেদ করা হয়। ইহার পরে একদিন রাজা রসকিল্ড ক্যাথিড্রাল গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে-ছিলেন। কিন্তু বিশপ উইলিয়ম হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা দ্বাররোধ করিয়া বলিলেন "এখানে ক্ষমাশীলেরা এবং অনুতাপযুক্তেরা সর্ব্বশক্তিমান এবং

পরম দয়াল ঈশ্বরের ভজনা করিতে আইসেন, এখানে দুর্দ্দান্ত নররক্ত পিপাসু হত্যাকারীদিগের প্রবেশের অধিকার নাই!" এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজাপমানে রাজানুচরগণ সকলেই ক্রোধে হস্তস্থিত যুদ্ধ কুঠার উঠাইল উগ্রস্বভাব রাজা কটিবন্ধে সংযুক্ত কোষে নিবদ্ধ তরবারিতে হস্ত দিলেন। বিশপ উইলিয়াম অটলভাবে পূর্ব্ববৎ দ্বাররোধ করিয়া রাখিয়া শুধু মাথা ব াড়াইয়া দিয়া বলিলেন "ইচ্ছা হয় তোমরা আমার মাথা কাটিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ কর আমি জীবিত থাকিতে ভগবানের স্থান তোমাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিব না।" রাজা যুদ্ধ ক্ষেত্রের উৎসাহে মত্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের অসম সাহসের কার্য্য অনেক দেখিয়াছিলেন; নিজেও যুদ্ধে অতীব বিপদসঙ্কুল স্থানে ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে কখন কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বড় বড় যোদ্ধাদের কম্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্রের এরূপ সম্পূর্ণ নির্ভীকতা কখন দেখেন নাই বা শুনেনও নাই। উচ্চ মতবাদের জন্য এরূপ অকম্পিতভাবে মৃত্যু আলিঙ্গনে উন্মুখতার মহত্ত্ব, তাঁহার বীরহৃদয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তথায় রাজবেশ ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে, ক্যাম্বিসের পোষাক পরিয়া, নগ্ন শিরে গির্জ্জায় ফিরিয়া আসিলেন। হেঁটমুণ্ডে গির্জ্জা দ্বারে পৌছিয়া পাদ্রির নিকট অপরাধ মার্জ্জনার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশপ উইলিয়ম তাঁহাকে গির্জ্জার মধ্যে অনুতাপান্বিতদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য জপ করিতে দিলেন। তিনদিন অনাহারে জপ করাইয়া তাহার পর বিশপ রাজাকে ক্ষমা করিয়া সাধারণের সহিত ভজনার অধিকার দিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা এবং বিশপের এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে দুইজনেই প্রার্থনা করিতেন যে উহাঁদের যেন এক সময় মৃত্যু হয়। তাহাই হইয়াছিল এবং উহাঁদের দুজনেরই সমাধি একই গির্জ্জায় পাশাপাশি দেওয়া হইয়াছিল।

১০০। পিতৃঋণ ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বহু লক্ষ টাকা দেনা ছিল। তিনি পাকা করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক এবং বেনামী রাখিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং উত্তমর্ণদিগের ঐ সম্পত্তির উপর বর্ত্তমান ইংরাজী আইন অনুসারে কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের পবিত্র প্রাচীন আইন বা স্মৃতির ব্যবস্থা মতে পিতৃত্যক্ত কোন সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, পিতার সকল ঋণই পুত্রকে শোধ দিতে হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও প্রাচীন ভারতের সুপুত্রের ন্যায় সুসঙ্গত ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পিতার উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত সম্পত্তিই উত্তমর্ণদিগের হস্তে তালিকাভুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ সুভদ্র ব্যবহারে উত্তমর্ণগণ প্রীত হইয়া উহাঁর কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করেন নাই। পরন্তু ঐ সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার নিকটই রাখিয়া দিয়াছিলেন। সামান্য পরিমাণ মাত্র অর্থ সাংসারিক ব্যয় জন্য লইয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকাই ঋণ শোধে নিযুক্ত করায় বহুবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া ফেলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় জমীদারীর আয়ও অনেক বাড়ে এবং দাতব্য চিকিৎসা জন্য এক লক্ষ টাকাও দান করা হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ পরিমিত টাকা ঐরূপ কার্য্যে দেওয়ার ইচ্ছা এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত শ্রাদ্ধ—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃঋণ শোধ। পিতার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যাঁহার চেষ্টা নাই তাঁহার কৃত বৃষোৎসর্গ বা দানসাগর তাঁহার নিজের গর্ব্ব পরিতৃপ্তি জন্য অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা প্রকৃত শ্রাদ্ধ নয়। আধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলনে উন্নতি

লাভ করায় এবং উপরোক্তরূপ সদ্‌গুণে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্বত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ এই জন্যই নিজেকে "ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" বলিতেন ; ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা রাখিয়া সেই জন্যই আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ভাবে তিনি বাঙ্গালা দেশে উপনিষৎ ও গীতার আলোচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী পুত্রগণ সকলেই বিদ্বান্ স্বদেশভক্ত ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ; তাঁহার যশ নির্ম্মল এবং তিনি ভাগীরথী তীরে বাস করিতে ভাল বাসিতেন।—"পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং।"

১০১। সাধুতা হাতেম।

এমন্ দেশের রাজা দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ তাঁহার নিকট সর্ব্বগুণশালী হাতেমের সদ্‌গুণ বর্ণনা করিলে রাজার ঈর্ষা হইল। তিনি যশ সম্বন্ধে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য গোপনে একজন অনুচরকে অনুজ্ঞা করিলেন "হাতেমের মাথা কাটিয়া আন।" রাজভৃত্য দূরবর্ত্তী স্থানে হাতেমের গ্রামে শ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে পৌছিলে একজন সৌম্য-মূর্ত্তি বিনয়ী যুবক কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া সযত্নে অতিথি সৎকার করিলেন। দুইজনে এক ঘরে শয়ন করার সময় যুবক তাঁহার অতিথিকে ঐ বাটীতে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলে রাজকর্ম্মচারী বলিল "আমার প্রতি গুরুতর গোপনীয় কার্য্যের ভার আছে। প্রাতঃকালেই যাইতে হইবে।" যুবক তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বতঃই স্বীকৃত হইলে রাজকর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি হাতেমের মুণ্ড ছেদনের ভারের কথা প্রকাশ করিল এবং সাহায্যতা প্রাপ্তি জন্য অনেক টাকা পুরস্কার দিতে চাহিল। যুবা বলিল "মহাশয়! আমিই হাতেম। আপনি অবিলম্বে

আমার মুণ্ড ছেদন করিয়া প্রস্থান করুন। এই গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিকের পথে এখনই গেলে আমার অনুচরেরা বা গ্রামবাসীরা কিছুই জানিতে পারিবে না। আমি এই ঘরে নিদ্রিত আছি বলিয়াই জানিবে। আপনি অনেকটা সময় পলাইবার জন্য নির্বিঘ্নে পাইবেন এবং নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। নচেৎ ফিরিবার সময় বড়ই বিপদের সম্ভাবনা।" এই মহত্ত্বে মুগ্ধ রাজভৃত্য হাতেমের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

১০২। ধর্ম্মই রক্ষা করেন যুধিষ্ঠিরের চারি পরীক্ষা।

সুধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির কয়েকবার বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকল সময়েই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চলার 'অভ্যাস' রাখায় বিষম সঙ্কটেও ধর্ম্মকে ধরিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(১) যখন জল আনিতে গিয়া এবং যক্ষের প্রশ্ন গুলির উত্তর না দিয়াই জলস্পর্শ করিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠির "বার্ত্তা কি?" প্রভৃতি ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া যক্ষকে তুষ্ট করিলে ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনকে মাত্র বাঁচাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার একান্ত অনুগত এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন সহোদর অর্জ্জুনের জীবন না চাহিয়া তিনি বিমাতা মাদ্রীকে স্মরণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবনই চাহিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপরায়ণতায় তৃপ্ত হইয়া যক্ষরূপী ধর্ম্ম তাঁহার সকল ভ্রাতারই জীবন দিয়াছিলেন।—ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং—সকল সময়ে ঐহিক বিষয়ে ইহা 'প্রত্যক্ষ' দেখা না গেলেও ইহাই প্রকৃত এবং মহা সত্য।

(২) যখন গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে ভীম এবং দুর্য্যোধনকে

শিব মন্দিরে কিছু পরে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং তিনি পূজা শেষে উহাদের নিরীক্ষণ করিলে উহাদের শরীর দৃঢ় হইবে, তখন যুধিষ্ঠির উভয়কেই বলেন "একেবারে উলঙ্গ হইয়া মন্দিরে যাও, সর্ব্ব শরীর দৃঢ় হইবে; মার কছে পুত্রের কোন লজ্জা নাই।" 'হাম বড়া' বুদ্ধি পরিচালিত দুর্য্যোধন লজ্জাবশতঃ মল্লকচ্ছ পরিয়া গিয়াছিলেন; এবং মনে করিয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠের কথা না শুনিয়া খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। গান্ধারীর দৃষ্টি ঐ স্থলে কাপড়ের উপর পড়ায় তাঁহার উরুদ্বয় তেমন দৃঢ় হইল না। জ্যেষ্ঠের একান্ত বশীভূত ভীম অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া উলঙ্গ হইয়াই গিয়াছিলেন; ভীমের সর্ব্বশরীরই দৃঢ় হইল। গান্ধারী মনে করিলেন যুধিষ্ঠির কুটিলতা পূর্ব্বক দু'জনকে দু'রকম পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং সে জন্য যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু দুর্য্যোধনকে তখন নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইল; এবং সেই ভুলই শেষে তাঁহার কাল হইল। নচেৎ উরুভঙ্গ হইত না। দুর্য্যোধনই খুড়তুতা ভাইদের দেখিতে পারিতেন না। যুধিষ্ঠিরের মনে কোন পাপ ছিল না। তিনি এস্থলেও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সরলভাবে দুজনকেই উচিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) যখন পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ জন্য যাত্রা করেন তখন হস্তিনা হইতেই এক কুক্কুর তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল। পত্নী ও ভ্রাতা সকলেই পার্ব্বত্য পথে স্খলিতপদ হইয়া একে একে পড়িয়া গেলে পর যুধিষ্ঠির স্বর্গদ্বারে পৌঁছিলেন। তখনও কুক্কুর সঙ্গী। দ্বিজবেশী ইন্দ্র কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রবেশে অনুমতি দিলেন এবং অস্পৃশ্য কুক্কুরের স্বর্গ প্রবেশে অধিকার কোন মতেই হইবে না ইহা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির কুক্কুরকে ছাড়িয়া স্বর্গ প্রবেশে অসম্মতি জানাইলে দ্বিজবেশী ইন্দ্র তর্ক উত্থাপন করিলেন যে ভ্রাতৃহীন ও পত্নিহীন হইয়া যখন তিনি অগ্রসর

হইয়া আসিয়াছেন তখন কুক্কুরহীন হইয়া স্বর্গে যাইতে আপত্তি হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পুনর্ব্বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে জীবিতের দেহ সহিতই সম্বন্ধ থাকে, মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া থাকা মোহের কার্য্য, কিন্তু জীবিত সঙ্গী যতই হীন হউক তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কুক্কুরের জন্ম এইরূপে স্বর্গভোগ ত্যাগ প্রতিজ্ঞা করিলে কুকুর ধর্ম্মবেশ ধারণে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গ প্রবেশের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দ্বিজবেশী ইন্দ্র তাঁহাকে সাদরে স্বর্গে প্রবেশ করাইলেন।

(৪) যখন জীবনের মধ্যে একমাত্র দোষের জন্য (সকলের পীড়াপীড়িতে 'অন্যায়'যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহতকারী দ্রোণাচার্য্য সম্বন্ধে, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলাতে) যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইল তখনই ইন্দ্রের মায়ায় সেই অন্ধ তমসাছন্ন পুতিগন্ধময় স্থান হইতে দ্রৌপদী ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব প্রভৃতির কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে আসিতে লাগিল। নরক দর্শনে তাঁহার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে—তিনি স্বর্গে ফিরিতে পারেন—ইন্দ্র তাঁহাকে ইহা বলিলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিজের সুখের জন্য আনন্দময় স্বর্গে ফিরিতে অস্বীকার করিলেন! তখন এ সকলই যে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার পরীক্ষার্থ মায়া মাত্র তাহা জানাইয়া ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইয়া উজ্জ্বল শরীর দিয়া স্বর্গে ভ্রাতৃবর্গের নিকট লইয়া গেলেন।

১০৩। এক জোট হওয়া যুধিষ্ঠির।

এক যোট হওয়া সম্বন্ধে ভারতসম্রাট যুধিষ্ঠিরের উপদেশ যেমন ইউরোপীয়েরা কার্য্যতঃ প্রতিপালন করেন তেমন আর কোন জাতিই করে না। উহাঁদের ভিতরে মত ভেদ অনেক, কিন্তু বাহিরে উহাঁরা "একদল"।

যথন পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়া উহাঁদের নিকট নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন জন্য দুর্য্যোধন সৈন্য সামন্ত সহ বন ভোজন করিতে যান তখন তাঁহার সৈন্যেরা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিছু ক্ষতি করায় গন্ধর্ব্ব-রাজ কুরুদিগকে আক্রমণ করেন এবং সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া লইয়া যান। পাণ্ডবেরা এই সংবাদ পাইলে ভীম প্রভৃতি সকলকেই সোল্লাসে বলিলেন "যেমন কার্য্য তেমনই ফল।" যুধি-ষ্ঠির ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিলেন "ভাই দুর্য্যো-ধনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইস। যখন আমাদের আপোষে ঝগড়া হয় তখন আমরা পাঁচ ভাই আর উহারা একশত; কিন্তু যখন তৃতীয় কোন দল উপস্থিত, তখন আমরা এক শত পাঁচ ভাই এক জোট, অপরে আমা-দের এক দলের ক্ষতি করিলেই সকলের অপমান ও ক্ষতি।" উদারহৃদয় প্রকৃতদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই উপদেশের যাথার্থ্য বুঝিয়া তাঁহার একান্ত বাধ্য অর্জ্জুন সশস্ত্রে গিয়া দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

১০৪। বাল্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাল্যকাল হইতে 'উচ্চ বিষয়ে' আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা ভাল। হিন্দু কলেজে পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহোদয় এবং ৺আবদুল লতিফ খাঁ সাহেব সহপাঠী ছিলেন। উহাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একদিন উহাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল যে উত্তরকালে উহাঁরা কে কি হইতে চাহেন। যিনি পরে নবাব আবদুল লতিফ খাঁ সি, আই, ই, এবং ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ও ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি তখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইবেন। যিনি পরে মেঘনাদ বধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচয়িতা এবং বাঙ্গালার

একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বড় কবি হইবেন। যিনি "পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধে" ভারতবাসীর জন্য বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য সুপরিস্ফুটকারী এবং সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার পোষণকল্পে 'বিশ্বনাথ ফণ্ড' স্থাপয়িতা এবং নিজের পবিত্র স্বদেশভক্তজীবনে আর্য্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তির শুভ সম্মিলনের আদর্শ প্রদর্শনকারী [কবিবর হেমচন্দ্রের কথায় বলিলে "ইংরাজি শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে"] হইয়াছিলেন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, "যেন অণুমাত্রেও দেশের কোন কাজে লাগিতে পারেন।"

১০৫। ভদ্রতা চতুর্থ হেনরী ও ভিক্ষুক।

একদিন ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী পারিস নগরের রাস্তা দিয়া পারিষদবর্গসহ যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। রাজাও টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিলেন। অমায়িক রাজা সকল আমীর ওমরাদের সহিতই সেরূপ করেন, পারিষদেরা দেখিয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষুককে অতটা করা উহাদের চক্ষে বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায়, একজন পারিষদ বলিল "ভিক্ষুককে ওরূপে সেলাম করা ঠিক নয়।" রাজা হাসিয়া বলিলেন "আমার রাজ্যের সামান্য ভিক্ষুকদিগের অপেক্ষাও ভদ্রতায় কম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।"

আমাদের পরমহংসদেব বলিয়া গিয়াছেন,—"যদি বড় হবে ত নীচু হও।" চাণক্যের কথা—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।"

১০৬। মহাপুরুষের মন মহাত্মা ওমর।

মহাত্মা ওমর মহাপুরুষ মহম্মদের ভক্ত শিষ্য এবং মুসলমান ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল রত্ন। ইনি মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বেও অসম সাহসী ও অদম্য উৎসাহশালী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদের একেশ্বরবাদ প্রচার উপলক্ষে যখন মক্কায় গোলযোগ চলিতেছিল, তখন সরলচিত্ত ওমরের মনে হইল "এত বাগ্‌বিতণ্ডা ও গোলমালের গোড়া নষ্ট হইলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যাইতে পারে, তখন নূতন ধর্ম্মপ্রচারককে কাটিয়া ফেলা তাঁহারই কর্ত্তব্য।" এই কথা মনে হইবামাত্র ওমর তরবারি হস্তে মহাপুরুষের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্বারে কাহাকেও পাইলেন না। মুক্ত দ্বারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মহাপুরুষ মহম্মদ উপাসনা করিতেছেন; এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগবানের নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—"কৃপা করিয়া ওমরের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিন। ভিতরে সে মানুষ ভাল, কেবল সত্যালোক পায় নাই। তাহার পারলৌকিক দুর্গতি না হয়, কৃপানিধান! ইহা আপনার দাসানুদাসের একান্ত বিনীত প্রার্থনা। আপনার পুণ্যনামে তাহার ভক্তি উদ্রেক করিয়া দিন।" হত্যা করিতে আগত ওমর তাহারই জন্য এই ধরণের প্রার্থনা হঠাৎ শুনিতে পাইলেন। সরলমনা ওমরের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মহাপুরুষের নিকট কাতরভাবে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অতি প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ লোক এরূপভাবে মুসলমান পক্ষে যাওয়ায় সে পক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অপর পক্ষে ভগ্নোৎসাহ ঘটিল। মহাপুরুষের মন ভগবৎ সংস্পর্শে অতীব উচ্চ না হইলে কখনই প্রাথমিক মুসলমানগণকে অত সহজে অত উচ্চে তুলিতে পারিতেন না। [কাহার

কাহার মতে নিজের ভগিনীর বাটীতে বিশ্রাম করিতে বসিলে কোরাণ পাঠ শ্রবণে ও মরের মন প্রথমে নরম হয়।]

১০৭। এক লক্ষ্য খলিফা ওমর।

মহাত্মা ওমরের সময়ে মিশর জয় হয়। কথিত আছে যে আলেক্‌-জাণ্ড্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার লক্ষাধিক প্রাচীন পুঁথিসহ তাঁহারই আদেশে ভস্মীভূত হয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন "যদি ঐ সকল পুস্তকের কথা কোরাণে থাকে তবে উহাদের রাখার প্রয়োজন নাই। কোরাণেই সব কাজ চলিবে। আর যদি উহাতে কোরাণের বিরোধী কথা থাকে তাহা হইলে উহা রাখা উচিত নয়। সুতরাং ঐ সকল হয় নিষ্প্রয়োজনীয় না হয় হানিকর পুস্তক পোড়াইয়া ফেলাই ভাল।" কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নানা প্রকার গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সে লাইব্রেরী পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ওমর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তিনি ওরূপ হুকুম দেন নাই। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, একমনা ভক্তদিগের "বৃথা পাণ্ডিত্যের" উপর কতকটা স্বভাবজাত অশ্রদ্ধা থাকে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ—

বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশলং।
বিদ্বত্ত্বং বিদুষাং তদ্বৎ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বাক্য ও শব্দের আড়ম্বর এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যান চাতুর্য্য ভুক্তির জন্য, মুক্তির জন্য নয়।

রাজা হিসাবে লাইব্রেরী পোড়ান অসঙ্গত হইলেও সরলমনা এবং ভগবানে একলক্ষ্য প্রাথমিক মুসলমান যোদ্ধার দ্বারা নূতনদেশে স্বধর্ম্মের ধ্বজা প্রথম উড়ান উপলক্ষে ঐরূপ হুকুম দেওয়া অসম্ভব নয়।

১০৮। হিন্দু বালিকার সুশিক্ষা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

পুঁঠিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া ৺মহারাণী শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরবনাথ ধনী ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া শরৎসুন্দরী আদরেই প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। ৫ বৎসর ৭ মাস বয়সে পুঁঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। শরৎসুন্দরীর মাতা দ্রবময়ী অতি সুশীলা ও গুণবতী ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। মাতার সলজ্জ ও সুনম্র আচরণের দৃষ্টান্তে যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে সেই বয়সেই শরৎ-সুন্দরী আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন, এবং বাহিরের বাটীতে আসিতে লজ্জাবোধ করিতেন। মায়ের শিক্ষা ও উৎসাহে খেলাচ্ছলে তিনি দেবপূজা জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। তিনি মাতার সঙ্গে শুদ্ধা-চারে ও পবিত্র দেহে থাকিয়া ব্রতপূজাদির দ্রব্যজাত আয়োজনে সাহায্য করিতেন ও ব্রতকথা মন দিয়া শুনিতেন। পঞ্চম বৎসর বয়সেই পিতা মাতার নিকট জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সে অনুমতি না পাইয়া বিশেষ ক্ষোভ হইলেও তাহা প্রকাশ করেন নাই—ঐ অল্প বয়সেই মনের ইচ্ছা মনে দমন করিয়াছিলেন। তিনি পিতার অতিথিশালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ দেখিতেন। নানাদেশীয় নানা শ্রেণীর দুঃখী ও আতুর লোকদিগকে আহার্য্য প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া লোকের দুঃখমোচন চেষ্টা যে মানব জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা দৃঢ়রূপে বাল্যকাল হইতে বুঝিয়াছিলেন; এবং জীবনে যে কত প্রকার দুঃখই লোককে সহ্য করিতে হয়, তাহা ঐ দুঃখী ও আতুরদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া নিজেও সহিষ্ণুতা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী প্রত্যহ বিষ্ণুর সহস্র নাম শুনিতেন। নাতিনী শরৎসুন্দরীও তাঁহার নিকট বসিয়া

তাহা প্রত্যহ শুনিতেন। ভগবানের নাম জপ সম্বন্ধেও ভক্তি এবং নিয়মানুগামিতা এতদ্দ্বারা শিক্ষা হয়।

একবার শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরবনাথ তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে গুরুতর অপরাধ জন্য পদচ্যুত করেন। বালিকা শরৎসুন্দরী ঐ কথা শুনিয়া মনে করিলেন, "তবে ত লোকটা খাইতে না পাইয়া মরিবে।" তিনি পিতাকে ঐ কর্ম্মচারীর জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভৈরবনাথ কন্যার অপূর্ব্ব করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কর্ম্মচারীর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কার্য্যের যাহাতে পরিদর্শনের সুব্যবস্থা অধিকতর হয় তাহার বন্দোবস্ত রাখিয়া কর্ম্মচারীকে পুনরায় পূর্ব্ব পদ দিলেন। একবার তাঁহার পিতা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই কর্ম্মচারী বলে যে, আমি গরীব আমার অনেকগুলি পোষ্য। টাকা দিতে হইলে সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে। শরৎসুন্দরীকে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে দুই এক টাকা দিতেন। সে টাকা তাঁহার দানেই ফুরাইয়া যাইত। ঐ অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কথা কর্ণগোচর হওয়ায় এবং তখন উঁহার টাকা না থাকায় শরৎসুন্দরী একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর নিকট পাঁচ টাকা ধার চাহিলেন। মনে করিলেন পিতার নিকট যে টাকা পাইবেন তাহা হইতে ঐ ধার শুধিবেন! উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাঁচ টাকা আনিয়া দিল, বালিকা গোপনে সেই টাকা দণ্ডিত ব্যক্তিকে দিলেন। এই কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মা তোমার যখন যাহা দরকার হইবে আমাকেই নির্ভয়ে বলিও।"

১০৯। স্বামীর সহিত তাদাত্ম্য মহারাণী শরৎসুন্দরী।

মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মন বুঝিয়া যখন যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই অতি পরিপাটীরূপে স্বহস্তে প্রস্তুত রাখিতেন, অথচ এরূপ ভাবে করিতেন যে কোন প্রকার নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়। সকল বিষয়েই পত্নী তাঁহার মন বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাবেই চলেন দেখিয়া রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ শরৎসুন্দরীর প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন যে, কলিকাতা যাইবার সময় বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া গেলেন যে, "রাণী যাহা করিতে বলিবেন তাহাই যেন করা হয়।" কর্ম্মচারী হাসিয়া বলিল, "মা যদি বাপের বাড়ী যাইতে চাহেন ?" যোগেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "তাহা হইলে অবশ্যই যাইতে দিবে। কিন্তু অসাধারণ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কখনই যাইতে চাহিবেন না বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।" [বড় বড় রাজবাড়ীতে রাণীদের বাপের বাড়ী যাওয়ার রীতি নাই।]

১১০। আদর্শ হিন্দু বিধবা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর মাত্র বয়সে স্বামীর অকালমৃত্যুর পর শরৎসুন্দরী যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৈল সংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাই পালন করিয়াছিলেন।

বিধবা হইয়া তিনি ভূমিশয্যা এবং ব্রত উপবাসাদি ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেন। পিতার কথাতে বা অন্যান্য নিষ্ঠাচারিণী বিধবাদের উদাহরণে নিজের কঠোর ভাব কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত কম্বলে শয়ন করিয়াছিলেন। বিবাহের সময় প্রাপ্ত যৌতুক—জায়গীর সম্পত্তির আয় হইতে কাঙ্গালী ভোজন ও দান কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

১২৭২ শকাব্দের প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাণী শরৎসুন্দরীর হস্তে স্বামীর সম্পত্তির সমস্ত ভার অর্পিত হয়। সদাশয় কালেক্টর ওয়েলস সাহেবের সুখ্যাতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বে ওয়েলস সাহেব নিজের স্ত্রীকে শরৎসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে কর্ম্মচারীদের মত হইল, কিন্তু হিন্দু বিধবা ম্লেচ্ছ রমণীর সংস্পর্শে আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে যখন কালেক্টর সাহেবের সুশীলা পত্নী স্বীকার করিলেন যে, কর-মর্দ্দনাদি কোন প্রকারেয় স্পর্শ কার্য্য করিতে হইবে না, তখন শরৎ সুন্দরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালেক্টর পত্নী রাজবাটীতে আসিলে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন। বিবি অল্পবয়সে শরৎ সুন্দরীর মুণ্ডিত মস্তক ও মোটা বস্ত্র পরিধান এবং কম্বলের আসন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন, এবং কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন, "তোমার বয়সে তোমাদের দেশেও অনেকের বিবাহ হয় না। আর তোমাদের শাস্ত্রেও বালবিধবার বিবাহের বিধান আছে শুনিয়াছি। তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেই ত ভাল হয়।" শরৎ সুন্দরী এই কথার পর হইতে আর কোন কথার উত্তর দেন নাই। শুধু নত মুখে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিবি যখন দেখিলেন কথাটা বলা ভাল হয় নাই, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শরৎ সুন্দরীর একান্ত অনুতাপ হইল যে, তিনি ম্লেচ্ছ রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়া সেই স্বকৃত দোষেই এইরূপ অশ্রাব্য উক্তি শুনিয়া কলুষিত হইলেন। তিনি তিন দিবস জল বিন্দু গ্রহণ করেন নাই। রোদনে ও জপে ঐ অনিচ্ছায় প্রাপ্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

যৌবন লাবণ্য নষ্ট করিবার জন্য এবং ধর্ম্মানুপ্রাণিত হইয়া শরৎ সুন্দরী

ব্রতমালা পুঁথিতে আর্য্যধর্ম্মের কর্ত্তব্য যত প্রকার ব্রত আছে, সমস্তই গ্রহণ করিলেন। ব্রতাদির মিষ্টান্ন সামগ্রী সমস্ত স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতেন, বিধবা হইয়া অল্পদিন পরে তিনি কফ জ্বরে অত্যন্ত পীড়িতা হন এবং তাঁহার অতিশয় তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। সেইদিন একাদশী, শরৎ সুন্দরী যাতনায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, কিন্তু তথাপি পিতার কথাতেও কোন মতেই জলস্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। পিতা বলিলেন, "সমস্ত পাপ আমার হইবে।" তথাপি কন্যা শুনিলেন না। ভৈরবনাথ জানিতেন, তাঁহার ধর্ম্মমুগ্ধা বালিকা কন্যা পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি বড়ই ভক্তিমতী, তিনি পুঁঠিয়ার উপস্থিত পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। অনেকে গঙ্গাজল পানের ব্যবস্থা দিলেন, দু একজন আপত্তি করিলেন। শরৎ সুন্দরী অতিশয় ঘৃণার সহিত একাদশীতে ৺গঙ্গাজলপানের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিলেন, এবং যাঁহারা ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন আজীবন তাঁহাদিগকে মনে মনে ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহাদের বড়ই ভক্তি করিতেন, এবং পরে তাঁহাদের বিশিষ্টরূপেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া সমাগত পত্রাদি পাঠ ও সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় চিকের অন্তরাল হইতে কর্ম্মচারীদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া দাসীদ্বারা স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাহার পর প্রার্থীদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যথাক্রমে ব্যবস্থা দিয়া ১০।১১টার সময় স্নানান্তে বিষ্ণুর সহস্র নামাদি পাঠ, ব্রতাঙ্গ কার্য্য সকল, গোসেবা, গোগ্রাসদান প্রভৃতি করিতে তাঁহার ৩টা বেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তাহার পর অন্যান্য বিধবাদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া কদলীপত্রে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন করিতেন। বিধবা হইয়া অবধি ছানা, ক্ষীর, মাখন কখন স্পর্শ করেন নাই। অন্ন ও একটু দুগ্ধমাত্র খাইতেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই ৪০।৫০

জন অনাথা বিধবা বাস করিতেন। উঁহাদের জন্য উত্তম উত্তম আহার্য্য প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাঁহার আহার স্বধু প্রাণধারণের উপযোগীম াত্র ছিল। রাত্রে একটা বড় ঘরে ঐ বিধবাদিগের সহিত শয়ন করিতেন। অন্যের বিছানানথাকিত, নিজে প্রথমাবস্থায় শুধু ভূমিতলে বা কম্বলে শুইতেন। শেষে একান্ত রুগ্নাবস্থায় কম্বলের উপর একখানা চাদর মাত্র দিয়া বিছানা হইত। সমস্ত বিধবাদিগকে তিনি মাতৃবৎ পূজা করিয়া বাটীতে রাখিতেন। বিধবা হইয়া অবধি দেব পূজার জন্য পুষ্পমালা বা পুষ্পের অলঙ্কার নির্ম্মাণ ভিন্ন আর কোন শিল্প কার্য্যে হাত দেন নাই।

১১১। আদর্শ তীর্থযাত্রা। মহারাণী শরৎসুন্দরী।

১২৭২ অব্দের বর্ষাগমে মহারাণী শরৎ সুন্দরী পিতার সহিত ৺গয়াধামে গমন করিলেন। গয়াকৃত্য অন্তে কাশীতে গিয়া পদব্রজে পঞ্চক্রোশী ভ্রমণ ও সমস্ত তীর্থ দর্শনের পরে পুনর্ব্বার বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের প্রখর রৌদ্রে তিনি পদব্রজে বৃন্দাবনে ক্রমে ক্রমে ৮৪ ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ভৈরবনাথ কন্যার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একখানি পাল্কী রাখিতেন। একবার কণ্টক বিদ্ধ ও কঙ্কর ক্ষত হইয়া পায়ের যাতনায় সমস্তরাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তথাপি হৃদয়ের দৃঢ়তা বলে তিনি পদব্রজে তীর্থ পর্য্যটন সঙ্কল্প ভঙ্গ করেন নাই। ১২৭৩ অব্দে ভৈরবনাথ ৺কাশীপ্রাপ্ত হন। পিতার শুশ্রূষা করিবার জন্য শরৎ সুন্দরী তথায় ছিলেন। তিনি পতিদেবতার কঠিন রোগের সময় এবং মৃত্যুকালে সেবা করিতে পান নাই বলিয়া বড়ই মনঃকষ্টে ছিলেন! পিতৃদেবের চরণোপান্তে বসিয়া দীর্ঘকাল একমনে তাঁহার সেবা করেন।

১২৯২ সালে শীতকালে শরৎসুন্দরী শেষ তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন, এবারে তাঁহার গর্ভধারিণী সঙ্গে ছিলেন। বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ এবং অযোধ্যা দর্শন

করেন। সে সময়ে রোগে এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে সেরূপ অবস্থায় কোন দুঃখিনীও ওরূপে পদব্রজে ১৪।১৫ ক্রোশ অযোধ্যা প্রদক্ষিণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তিনি এলাবন, চিত্রকূট, ওঙ্কারেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, জ্বালামুখী, (এই স্থানে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন,) কাঙ্গড়া, মথুরা, এবং বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কাশীতে ফিরিলেন। ২১ শে ফাল্গুন ১২৯৩ সাল ৺কাশী ধামে ৩৭ বৎসর ৫ মাস ৫ দিন বয়সে শরৎসুন্দরীর দেহত্যাগ হয়।

১১৬। কার্য্যদক্ষতা ও সহৃদয়তা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

মহারাণী শরৎসুন্দরী পিতার মৃত্যুর পর প্রকৃত প্রস্তাবে অভিভাবক-হীনা হইয়াছিলেন। পতির সম্পত্তি ব্যতীত পিতার সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিকা ভগ্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্য্যন্ত তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি সাবধানে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আতিথ্য, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, দান, পীড়িতের চিকিৎসা, দরিদ্রের অভাব মোচন ইত্যাদিতে নিরত থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে সরিকদিগের সহিত এবং ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত যে সকল মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহা যতদূর সাধ্য সহজে তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কয়েকটী বিষয়ে সাহেবরা কিছুতেই অন্যায় জেদ ছাড়িতে চাহেন নাই, অথচ তিনি ছাড়িলে জমিদারীর বড়ই ক্ষতি হয়,—কেবল সেই স্থলেই কর্ত্তব্যপালন জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধনীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের হাতে কর্তৃত্ব পড়িলে জমিদারী কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্রই জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিরোধ উৎ-পাদন করিয়া দিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু শরৎসুন্দরীর

কর্ত্তৃত্বকালে সেরূপ কিছুই ঘটিতে পায় নাই।

শরৎসুন্দরী কোন বিষয়েই স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না। যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে ঐরূপ অবস্থায় কি হইত, তাহা প্রাচীন কর্ম্মচারীদের নিকট জানিয়া লইয়া তাঁহাদের অভিমত শুনিয়া অতি সাবধানে ব্যবস্থা করিতেন। এই সম্মাননায় ঐ কর্ম্মচারিগণও বিশেষ তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার অকপট ব্যবহারে ও সৌজন্যে কেহই বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিতেন না। একজন অংশীদার রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন, তাঁহার ও তাহার পরিবারবর্গের তীর্থবাস ও ভরণ পোষণের সমস্ত ভার শরৎসুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক আনার অংশী কুমার গোপালেন্দ্র রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকা কালে উক্ত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কালেক্টর সাহেব বিবাহ ব্যয়ে এত অল্প টাকা মঞ্জুর করিলেন যে তদ্দ্বারা পুঁঠিয়া রাজবংশীয়ের বিবাহে সম্মান রক্ষা হয় না। শরৎসুন্দরী ঐ বিবাহ উপলক্ষে ছয় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিস্তর টাকার সাহায্য করিলেন। কোন গোষ্ঠীয়ের মধ্যে যাঁহার সম্পত্তি অধিক, তিনি যদি সকল সরিকের সহিত এইরূপ অকপট ভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উন্মুখ হন এবং অতি বিনীতভাবে সহায়তা করিতে থাকেন তাহা হইলে এ দেশের সর্ব্বনাশের মূল সরিকি বিবাদ ঘটিবার অবসর পায় না। ইহাই প্রকৃত কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক।

শরৎ সুন্দরী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতেন না। কর্ম্মচারীরা সঙ্গত আপত্তি করিলেই নিজের সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতেন। তাঁহারা কারণ দেখাইয়া দানাদিতে বাধা দিলে নিজের জায়গীর মাসহারাদির যে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার তহবিল ছিল, তাহা

হইতে গোপনে টাকা দিতেন ; নিজের মত প্রবল করিয়া কর্ম্মচারীদের মনে কখনও ব্যথা দিতেন না।

তিনি কাহারও নিন্দা শুনিতে ভাল বাসিতেন না। পাপাত্মারও প্রতি দয়া করিতেন, এবং কোন কর্ম্মচারীকেই কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। পবিত্রতার বিশ্বাসের ও উদারতার এরূপ মাহাত্ম্য যে তিনি কর্ম্মচারীদের মনে এতটা কর্ত্তব্য পরায়ণতার উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাতে ধরা পড়িবার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া এবং ধরা পড়িলে আপামর সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইতে হইবে জানিয়া কেহই তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিরুপম এবং ধর্ম্মময় জীবন দর্শনে সাধারণের এই একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনিষ্ট করিলে অত্যন্ত অহিত ঘটিবে। এই আশঙ্কা হইতেই অধিকাংশ কর্ম্মচারীর চরিত্র শোধিত হইয়াছিল।

এক সময়ে পুরোহিত বংশীয় এক জনকে তিন হাজার টাকা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিয়া দিতে চাহেন। কর্ম্মচারীরা আপত্তি করিলে ঐ টাকা কর্জ্জ দেওয়ার কথায় তাঁহাদিগকে সম্মত করান। পরে তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী করিয়া মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি দিয়া এবং ব্রতাদিতে অনেক দান করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি কাহারও নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন নাই। দীর্ঘকাল ভোগকেই উৎকৃষ্ট দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন, এমন কি জরিপে নিষ্কর জমি বৃদ্ধি হইলেও সে অংশ বাজেয়াপ্ত বা উহাতে কর ধার্য্য করিতেন না।

১১৩। কুলপ্রথারক্ষা ও কর্ম্মচারীর সম্মান

মহারাণী শরৎ সুন্দরী।

পিতার মৃত্যুর পর মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি একদিন

পিতৃভবনে যাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রাচীন কর্ম্মচারী আপত্তি করিলেন, "পুঁঠীয়ার রাণীর পক্ষে বাপের বাটীতে যাওয়া ঠিক নয়। মাতার অসুখ যখন তেমন বেশী কিছু নয় বরং তাঁহাকেই রাজবাটীতে আনা হউক।" শরৎ সুন্দরীর ইচ্ছা হইল না যে কষ্ট দিয়া পীড়িতা মাতাকে রাজবাটীতে আনেন, তিনি শীঘ্রই মাতাকে দেখিতে নিজের বাটীতে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। কর্ম্মচারী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "৺রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণের রাণীকে বাপের বাড়ীতে যাইবার মত দিতে পারি না। তবে আপনি 'কর্ত্রী'। কিন্তু মা! কর্ত্তব্য পালন ছাড়া ইচ্ছামত কার্য্যত আপনি কখনই করেন না! মার অসুখের নামেই এরূপ বিচলিত কেন হইতেছেন?" এই কথায় মহারাণী শরৎ সুন্দরী প্রাচীন কর্ম্মচারীর প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়া তখনি বাপের বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

১১৪। দানধর্ম্ম — মহারাণী শরৎসুন্দরী।

মহারাণী শরৎসুন্দরী ১২৮১ অব্দের মাঘ মাসে দত্তকপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে ৩০ হাজার টাকা দানাদিতে ব্যয় করেন। ১২৮৭ সালের ২৪ শে ফাল্গুন ঐ পুত্রের বিবাহে দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দীন দুঃখীরা ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন। কাশী কান্যকুব্জ হইতেও পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর রাজ্য পালন কাল মধ্যে তিনি পতির জমিদারীর বার্ষিক আয় অনেক টাকা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নূতন সম্পত্তি খরিদ ভিন্ন নগদ টাকা কিছু জমান নাই বরং অত্যল্প ঋণও হইয়াছিল। নিজের জায়গীর মাসহারা প্রভৃতিতে প্রায় বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা এবং পতির সম্পত্তিরও প্রায় সমস্ত আয় পূজা দানাদিতেই

ব্যয় করিতেন। কর্ম্মচারীরা বলিতেন যে, সমস্ত আয়ের টাকাই এরূপে ব্যয় করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে নাবালকের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু পুঁঠিয়ার রাজবংশ ধর্ম্মবলেই বলীয়ান, দানধর্ম্ম তিনি যতদিন সাধ্য পালন করিবেন।" শরৎসুন্দরীর সুবন্দোবস্তে প্রজারা পরম সুখে বাস করিত এবং ওয়াটসন কোম্পানীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বকই বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকার করে। তিনি ১২৭৮ সালে বন্যার সময় অনেক অর্থ দান করেন এবং ১২৮০ ও ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর টাকার খাজনা মাপ করেন, এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোককে আহারীয় দ্রব্য এবং নগদ টাকা ৩।৪ মাস ধরিয়া দিয়াছিলেন। পুঁঠিয়ার বৃন্দাবনে এবং কাশীধামে দেবালয় নির্ম্মাণ ও অন্নসত্রের উন্নতির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর অন্নপূর্ণা পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রদিগকে দিতেন। কর্ম্মচারীরা নাবালকের সম্পত্তির উপর নূতন কাহারও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামান্য সামান্য ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। একবার অনন্ত চতুর্দ্দশীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার সময় একপ্রস্থ স্বর্ণ পাত্রাদি উৎসর্গ করিয়া প্রায় ১৫ হাজার টাকা দান করেন।

রাজসাহী ইংরাজী স্কুল কলেজে পরিণত হইলে প্রাচীর ও রেলিং নির্ম্মাণ জন্য তিনি ১১ হাজার টাকা দান করেন। জলাশয় খনন ও পথ প্রস্তুতের জন্যও অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লীর দরবারে শরৎ সুন্দরী "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইলে বলেন যে, আমার ন্যায় হিন্দু বিধবার এ সকলে ঘোরতর বিড়ম্বনা, তবে রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই।"

১২৯০ অব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ মহারাণী কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে তিনি দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা পূজা এবং সরস্বতী পূজাদি কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যহ স্বপাকে এক হইতে তিনজন পর্য্যন্ত দণ্ডী ভোজন করাইতেন। বিধবা হইয়া অবধি প্রত্যেক চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে মন্ত্র পুরশ্চরণ ও প্রভূত দানাদি করিতেন। প্রত্যহ নিজের নিজ পূজায় অনেক টাকার ভোজ্য সামগ্রী ও নগদ দান করিতেন। কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা শুনিয়া কাশীখণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার সংস্কৃতেও অনেকটা প্রবেশলাভ হইয়াছিল।

১১৫। সদাশয়তা — মহারাণী শরৎসুন্দরী।

(ক) মহারাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক পুত্রের বিবাহের সময় সমাগত এক বৃদ্ধা বিধবা অসামাল হইয়া শয়নগৃহে মলত্যাগ করিয়া ফেলায় চাকরাণী লজ্জায় মৃতাবস্থা সেই বিধবাকে বাক্যযন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া তিনি স্বহস্তে উহা পরিষ্কার করেন এবং যাহারা জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করিতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন। রাণী একান্ত লজ্জিতা বৃদ্ধাকে বলিলেন "মা! পীড়ার সময় এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে। সে সময়ে আপনার লোকেই যত্ন করে। আমাকে আপনার কন্যা বলিয়াই জানিবেন।"

(খ) মহারাণীর দত্তক পুত্রের বিবাহ জন্য দুইটী পাত্রী দেখিয়া দুইটীই পছন্দ হইয়াছিল। শেষে একস্থানে বিবাহ স্থির হইয়া গেলে অপর পাত্রীটির বিবাহের সমস্ত ব্যয় শরৎসুন্দরী নিজে বহন করিয়া উহাঁকে উপযুক্ত পাত্রে দান করাইয়া ছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন ঐ পাত্রীটীকে আমি পুত্রবধূরূপেই দেখিব। দুইটীই আমার ছেলে, এবং দুইটীই আমার

বৌ হইল। এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতি দ্বারা তিনি আশাভঙ্গের কষ্ট নিরাকরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া ছিলেন।

(গ) কোন মুসলমান প্রজার গোহত্যা অপরাধে কর্ম্মচারিগণ তাহার ১০০৲টাকা দণ্ডবিধান করিয়া আদায় জন্য তাহাকে আবদ্ধ করেন। শরৎ সুন্দরী বলিলেন "গোহত্যা উপলক্ষে উহাকে জরিমানা করিয়া সে টাকা আমার তহবিলে আনিলে আমি ঐ পাপের অংশী হইয়া পড়িব যেন আমি গোহত্যা সম্বন্ধে একটা রাজিনামার সরিক হইলাম। গোহত্যা সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্যই সঙ্গত। কাহারও ধর্ম্ম বা আচারের দোষ সংশোধন করার ভার অন্যের উপর নাই। আমার ধর্ম্ম বা আচারে যদি দোষ থাকে তাহার সংশোধনের ভারও অন্যের উপর নাই। যে যাহার আপন আপন কুলধর্ম্ম পালন করুক। আর কখন কোন প্রজাকে কোন কারণেই আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দেওয়া বা অবৈধ জরিমানা আদায় করা হইবে না।" কর্ম্মচারীরা এই বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে তবে শরৎ সুন্দরী সে দিন স্নান আহার করেন।

তিনি কর্ম্মচারীদিগের "মত ফিরাইয়া" কাজ করিতেন। নিজের "হুকুম" কখন "জারি" করিতেন না। কর্ম্মচারীরা অন্য মত অবলম্বন করিলে পাঁচ বৎসরের বালিকার ন্যায় অনাহারে রোদন দ্বারা তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিয়া সৎপথে আনয়ন করিতেন।

(ঘ) বিধবা হইয়া অবধি মহারাণী শরৎ সুন্দরী যে সকল নিষ্ঠাচারিণী বিধবা দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই কঠোরভাষিণী ছিলেন। পুণ্যকর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন এরূপ অনেক বিধবাই একান্ত গর্ব্বিত হইয়া থাকেন। উহাঁদের পরস্পরের সর্ব্বদা বিরোধ হইত, কখন কখন উহাঁরা মহারাণীকেও দুর্ব্বাক্য বলিতেন। শরৎ সুন্দরী সমস্তই ক্ষমা করিতেন। একদিন কোন স্বপাকে-আহার-

কারিণী বিধবাকে তিনি আধখানি কাঁঠাল দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিত্য-পূজায় উপবেশন করিয়াছিলেন। যাঁহার উপর কাঁঠাল দিবার ভার হয়, তিনি আধখানির পরিবর্ত্তে সিকিখানি কাঁঠাল দেন এবং বিধবাটীকে বলেন, "মা ঐ পরিমাণই দিতে বলিয়াছেন।" বিধবা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "যে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছে, সে কি কাণের মাথা খাইয়া শুনিতেছে না যে, তুমি কি বলিতেছ? আর চোখের মাথা খাইয়া দেখিতেছে না যে, তুমি কি অন্যায় করিতেছ? তবে কথা কয় না কেন! যার কাঁঠাল সেই থাক্।" এই বলিয়া বিধবা কাঁঠাল খণ্ড শরৎ সুন্দরীর পূজার উপকরণের উপর ফেলিয়া দিল! পূজার সময় শরৎসুন্দরী মৌনী ছিলেন, এই মাত্র অপরাধ! তিনি পূজার সময়ে, সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্যই মৌনভঙ্গ করিতেন না। তাহা করিলে ভগবানের অবমাননা করা হয় এরূপ মনে করিতেন বলিয়া হঠাৎ মৌনভঙ্গ হইয়া গেলেও তিনি পুনর্ব্বার প্রথম হইতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিতেন। এ বারেও ঐ কাণ্ড ঘটিলে, পূজাভঙ্গ করিতে হইল। তিনি বিধবাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শান্ত করিলেন এবং পুনর্ব্বার আয়োজন করিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে কিছু অতিরিক্ত জপ করিয়া, প্রথম হইতে পূজা করিলেন। সে দিন আহারাদি করিতে সন্ধ্যা হইল! সকলেই বিধবার অন্যায় কার্য্যে রোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু শরৎসুন্দরী তাহার প্রতি অণুমাত্রও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

(৬) অন্য এক সময়ে দুই কলহমত্তা বিধবা ঝাঁটা হস্তে পরস্পরের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে করিতে উভয়েই মনে করিলেন যে, শরৎসুন্দরীর সাহসেই প্রতিপক্ষ এরূপ করিতে পারিতেছে। ক্রমে উভয়েই তাঁহাকে গালি দিতে অগ্রসর হইল। পরিচারিকারা "এত বড় স্পর্দ্ধা" বলিয়া উহা-দিগকে না ধরিলে, হয় ত উহারা মহারাণীকেই মারিয়া বসিত! শরৎসুন্দরী

সদালাপ।

বলিলেন, "মা! আমার দোষ হইয়া থাকে আমাকেই মার। পরস্পর কলহ করিও না।"

১১৬। বিশ্বাসী দ্বারবান শাহ্ আব্বাসের কথা।

পারস্যের রাজা শাহ আব্বাস একদিন কোন প্রিয় পাত্রের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া অতিরিক্ত মদ্যপান করেন। তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং অন্যান্য সকলেও অতিরিক্ত মদ্যপানে চেতনাশূন্য হন। ঐ অবস্থায় শাহ আব্বাস টলিতে টলিতে প্রিয়পাত্রের ভিতর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হন। দ্বারবান দ্বাররোধ করিয়া জোড়হস্তে এরূপভাবে দণ্ডায়মান হইল যে, উহাকে না সরাইয়া দ্বার পার হওয়া অসম্ভব। শাহ আব্বাস বলিলেন, "সরিয়া যাও—নচেৎ তরবারির আঘাতে মাথা কাটিয়া ফেলিব।" দ্বারবান মাথা পাতিয়া দিল এবং বলিল "তাহাই করুন। আপনি আমার এবং এ দেশের সকলেরই রাজা। কোন অবস্থাতেই আপনার অঙ্গে হাত তুলিতে পারিব না এবং জীবিত থাকিতে মনিবের অন্তঃপুরে পরপুরুষ ঢুকিতেও দিতে পারিব না। আপনি পুরুষদিগের রাজা—অন্তঃপুর মধ্যস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রভু নহেন। উহাঁরা অন্তঃপুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা। এজন্য জানাইতেছি যে, আমাকে মারিয়া ভিতর বাড়ীতে ঢোকাও আপনার পক্ষে নিরাপদ নহে। তেজস্বিনী ইরানী অন্তঃপুরিকারা আপনার উপর পরপুরুষ হিসাবে নিঃসঙ্কোচে অস্ত্রাঘাত করিবে। সেখানে উহারা রাজা বলিয়া মানিবে না।" শাহ আব্বাসের নেসা কাটিয়া গেল। তিনি নীরবে রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, শাহ আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি সর্ব্বত্র যাইতে পারেন" এবং দ্বারবানের রূঢ়তা জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "সে লোকটাকে আমি ছাড়াইয়া

দিয়াছি।" শাহ আব্বাস বলিলেন "তুমি স্বেচ্ছায় উহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছ শুনিয়া আমি যে কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। ও বিষয়ে আমাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। উহাকে আমি আজ হইতে আমার শরীররক্ষী সৈন্যদিগের সর্দ্দার নিযুক্ত করিলাম। আমার মহামান্য মাতৃতুল্যা তোমার অন্তঃপুরিকাদিগের নিকট আমার মাতাল অবস্থার অশিষ্ট ব্যবহার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা জানাইও।"

১১৭। রাজোচিত উদারতা তৃতীয় উইলিয়ম।

ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের বিরুদ্ধে এবং ষ্টুয়ার্ট বংশীয় পদচ্যুত রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের পক্ষে একটী রাষ্ট্র বিপ্লব জন্য চক্রান্তে কোন সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন ইংরাজ জড়িত ছিলেন। ঐ সম্বন্ধে অনেকগুলি চিঠিপত্র রাজা উইলিয়মের হস্তগত হইলে, রাজা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজবাটীতে নিজের খাস কামরায় ডাকাইয়া আনিয়া সেই চিঠিগুলি তাঁহার হাতে দেন। চিঠিগুলি দেখিয়াই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটী বুঝিলেন, এইবারে গ্রেপ্তারের ও দুর্গে বন্ধ রাখার হুকুম হইবে এবং কয়েকদিন মধ্যেই বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে! কিন্তু রাজা তাঁহাকে ধীর ভাবেই বলিলেন "যাঁহারা মনিবের দুরবস্থায় তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া এবং সকল আশা ত্যাগ করিয়া, শুধু প্রভুভক্তির আবেগে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারাই এ জগতে পুজনীয় এবং তাঁহাদের বন্ধুত্বই ধরাতলে একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু। সেরূপ লোকের হানি আমি কোন মতেই করিতে পারি না।" এই বলিয়া রাজা স্বহস্তে বাতির শিখায় ধরিয়া চিঠিগুলি তখনি পোড়াইয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রাজদ্রোহ অপরাধের প্রমাণ একেবারে লোপ করিয়া দিলেন। উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সৌজন্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান যখন

আপনার ন্যায় উচ্চমনা ব্যক্তিকে আমার প্রাচীন মনিবের প্রতিযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন তাঁহার দুর্ভাগ্য কাটিতে দেওয়ায় ভগবানের অভিপ্রায় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। আমার যে জীবন প্রাচীন মনিবের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, তাহা ঐ চিঠি ধরা পড়াতেই শেষ হইবার কথা। এখন যে জীবন ধারণ করিব, তাহা আপনার নিকট হইতে অযাচিত দানলব্ধ। উহা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে, আমার অধিকার নাই। উহা আপনার অধীনেই দেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিব।"

১১৮। সতীধর্ম্ম পতিগতপ্রাণা।

আমাদের এই সীতা সাবিত্রীর দেশে আজও অনেক ঘরেই সতী সাধ্বীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এখনও অনেক পতিপ্রাণা সতীদাহ নিষিদ্ধ হইলেও পতির শবের সহিত স্বীয় শব দাহ করাইতেছেন!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাহালগাঁর বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ট্রেণের সামনে কাটা পড়িয়া স্বামীর সহিত একত্রে ৺গঙ্গা-তীরে দাহকার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক-জন সতী পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া অঙ্গে কাপড় ও চাদর উত্তমরূপে জড়াইয়া তাহাতে কেরোসিন লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে পতির শবের সহিত দাহের সহিত এ সকলে প্রভেদ আছে। এ সকলে আকস্মিক উত্তেজনাও আছে। আমি এরূপ আত্মহত্যার প্রশংসা করিতেছি না। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই বিধি বিহিত। কিন্তু উহাঁরা একান্ত পতিগতপ্রাণা বলিয়াই যে এরূপ ঘটনা সকল ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজও এই ভারতভূমে লক্ষ লক্ষ ঘরে পতির জন্য সকল প্রকার দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করা হইতেছে। সেবা ও শুশ্রূষার একাগ্রতায় এবং দেবারাধনায় রোগক্লিষ্ট কত আসন্ন-

মৃত্যু পতিকে ভারতের সতী লক্ষ্মীরা মা সাবিত্রীর আদর্শে যমরাজের কবল হইতে টানিয়া রাখিতেছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পতিগতপ্রাণা স্ত্রীলোক আছেন। সর্ব্বত্রই উহাঁরা ত্যাগের প্রতিমারূপে বিচরণ করিতেছেন।

১১৯। সতীধর্ম্ম — ম্যাডাম লাভার্ণ।

ফরাসীদেশীয়া ম্যাডাম লাভার্ণ অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার স্বামী মুসে লাভার্ণ ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমান্ত লঙ্গউই নামক দুর্গের গবর্ণর ছিলেন, বিবাহের পর দুই বৎসর পৃথিবী উহাঁদের নিকট স্বর্গতুল্য বোধ হইয়াছিল। তাহার পরই ১৭৯৩ অব্দে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন প্রুসীয়েরা ফ্রান্স আক্রমণ করে, তখন ঐ দুর্গ রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া দুর্গরক্ষী কতক সৈন্যসহ মুসে লাভার্ণ রাত্রে শত্রুর লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া পারিসে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ হারাণয় ক্রোধান্ধ সাধারণতন্ত্র সভার হুকুমে তাঁহার গ্রেপ্তার ও বিচার আরম্ভ হয়। মুসে লাভার্ণের বয়স তখন ৬০ বৎসর। তাঁহার পত্নীর বয়স ২০ বৎসর মাত্র। গ্রেপ্তারের পর মুসে ল্যাভার্ণের কঠিন ব্যারাম হয়। ম্যাডাম ল্যাভার্ণ জজদিগকে তাঁহার স্বামীর রোগ আরোগ্য পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলে উহাঁরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া উহাঁর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। অনেকে এমনও বলেন যে বৃদ্ধপতির প্রাণদণ্ড হইলে উহাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহের সুযোগই হইবে! সাধারণের রক্ষা বিধায়ক সমিতি (কমিটি অফ জেনারেল সেফ্‌টি) নামে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের একান্ত বিদ্বেষী ঐ বিচারক মণ্ডলীই তখন বিনা প্রমাণে বা সামান্য প্রমাণে প্রত্যহ শত শত লোকের প্রাণদণ্ড করিতেছিলেন। মুসে ল্যাভার্ণকে একখানা তক্তায় ফেলাইয়া বিচারালয়ে আনা হইল এবং দুই একটী প্রশ্নের পরেই

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইল। তখন ম্যাডাম ল্যাভার্ণ উচ্চৈঃস্বরে "রাজার জয়" "রাজার জয়" এই চীৎকার আরম্ভ করিলেন। ম্যাডাম লাভার্ণ সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন—সাধারণতন্ত্রেরই জন্য তাঁহার স্বামী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পতির অন্যায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সতীর নিজের মৃত্যু-কামনা ভিন্ন অন্য কোন ইচ্ছা বাকী ছিল না। ম্যাডাম ল্যাভার্ণকে তখনি গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি বলিলেন "রক্তপিপাসু সাধারণতন্ত্রের নিপাত তিনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন এবং তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিনী।" উহাঁকে সাবধান করা হইল যে ঐরূপ উক্তিতে তাঁহারও বধদণ্ড হইবে। ম্যাডাম বলিলেন—দিবারাত্রি রাজপক্ষের ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত থাকিবেন এবং রাজপক্ষের জয় না দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারও বধদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তখন পাগলিনী সতী অবিলম্বেই প্রকৃতিস্থা হইলেন। মুখে আনন্দের ও শান্তির রেখা দেখা গেল। এক সঙ্গেই পতি পত্নী বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বৃদ্ধ ল্যাভার্ণ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

১২০। দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস মণিকর্ণিকা স্নান।

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আজ কাশীতে গ্রহণের সময় মণিকর্ণিকায় যে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে তাহারা সকলেই কি উদ্ধার হইবে?" মহাদেব বলিলেন "মনে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে স্নানে শরীর ধৌত মাত্র হয়। বরং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।" দেবাদিদেবের পরামর্শ মত পার্ব্বতী ব্রাহ্মণপত্নীরূপে ঘাটে গিয়া বসিলেন। সদাশিব শবরূপে নিকটে পড়িয়া রহিলেন। পার্ব্বতী বলিতে লাগিলেন "আপনাদের মধ্যে কে নিষ্পাপ আছেন কৃপা করিয়া একবার আমার পতির শবকে স্পর্শ করুন। তাহা হইলেই তিনি জীবিত হইবেন

এরূপ দৈবাদেশ পাইয়াছি। তবে নিষ্পাপ না হইয়া যিনি স্পর্শ করিবেন তাঁহার মৃত্যু হইবে।" শব স্পর্শ করিতে কেহই সাহসী হইল না। এক চণ্ডাল স্নান করিতে আসিতেছিল। ঐ করুণ আবেদনে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। সে বলিল "মা! আমি অতি হীন এবং বড় পাপী; কিন্তু এমন সময়ে মণিকর্ণিকাস্নানে দেবাদিদেব মহাদেবের বরে অবশ্যই অবিলম্বে নিষ্পাপ হইব। একটু অপেক্ষা কর এখনি আমি একটা ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।" চণ্ডাল স্নান করিয়া আসিয়া নির্ভয়ে শব স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এত লোকের মধ্যে এই এক জনের মাত্র প্রকৃত স্নান হইয়াছে।"

১২১। আদর্শ ব্রাহ্মণের কৃপা ত্রিপুরারাজ্যে।

স্বাধীন ত্রিপুরার একজন মহারাজা কোন সময়ে নানা কারণে দেনায় জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার গুরুদেব গৃহী ব্রাহ্মণ। সপরিবারে রাজবাটীর এক অংশেই থাকিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিতেন না। রাজবাড়ীর সিধায় ভরণপোষণ হইত। সকলেরই তিনি বিপদের বন্ধু; রাজ্যমধ্যে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। মহারাজা প্রত্যহ একটী স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। উহা রাজগুরু কর্ত্তৃক দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত:হইত। একদিন মহারাজা দেনার কথা ভাবিতে ভাবিতে গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছিলেন, তাঁহার মুখ বিষণ্ণ, অন্তরে কাতরতা। গুরুদেব মহারাজকে বলিলেন "আমি অন্য কিছু নূতন প্রণামী চাই।" ভক্তিভাজন নির্লিপ্ত গুরুদেবকে অদেয় কিছুই নাই ভাবিয়া মহারাজা বলিলেন "যাহা বলিবেন তাহাই দিব।" গুরু বলিলেন "তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমাকে দাও। আমার প্রাসাদভোজী হইয়া রাজবাড়ীতেই থাকিবে। কিন্তু কাহাকেও দানের কথা বলিও না; কেবল নিজে সম্পত্তির আয়

এবং ব্যয় সম্বন্ধে কোন হুকুমই আর দিও না—সকলকেই আমার অনুজ্ঞানুসারে চলিতে বলিয়া দিও ; দেনার ব্যবস্থা আমিই করিব।” দেনার চিন্তায় জর্জ্জরিত মহারাজা এ সমস্তই স্বীকার করিয়া হৃদয়ের গুরুভার নামাইতে পারিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন। গুরুদেব রাজবাটীর সদর দরজার নিকট গিয়া বসিলেন। সকল কর্ম্মচারীদিগকেই হাতে ধরিয়া প্রভুর এরূপ বিপদের সময় উচিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। সকল গ্রামের প্রধানলোকদিগকে ডাকাইয়া মহারাজের দেনা শোধ জন্য কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দিতে বলিলেন। অত্যাচারী কর্ম্মচারীরা অনেকেই ঐ সময়টায় ভাল হইল। কুচক্রী ও চোর দুদশজন ছাড়িয়া গেল। অপব্যয় রহিল না। প্রজার অভাব অভিযোগের সুবিচারে রাজ্যের শান্তি ও উন্নতি হইল ; আয়ও বাড়িল। কিছুদিনের মধ্যেই ঋণজাল কাটিয়া গেল। তখন গুরুদেব একটী বিল্বপত্রে সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপে মহারাজকে দিলেন। মহারাজা বলিলেন “আমি দত্তাপহারী ও গুরুর সম্পত্তি গ্রহণকারী হইব না।” গুরুদেব বলিলেন “আমার আশীর্ব্বাদী গ্রহণে অমত করিও না, ধর্ম্মপথে থাকিয়া আবার স্বহস্তে রাজকার্য্য পরিচালনা কর।”

এই রাজ্যদান ও রাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তির কথা প্রচার করিতে নিষেধ থাকায় ইহার রহস্য:অনেকেই জানেন না। সেইরূপ পরহিত ব্রতাচারী সংযমী শক্তিপূর্ণ ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন গুরু দলের আবির্ভাবেই হিন্দু পুনরায় উন্নত হইতে পারেন।

১২২। সতী ধর্ম্ম — ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা।

ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা যখন সাত বৎসর বয়সের তখন উহাঁর করফিজ্ উলফেল্ড নামক একজন

ডেনিস সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বিবাহের কথা স্থির হয়। পরে যখন তাঁহার ১২ বৎসর বয়স তখন সাকসনির রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ আইসে এবং রাজার ইচ্ছা হয় যে শেষোক্ত স্থলেই বিবাহ দেওয়া হয়। ইলিয়ানর উহাতে অস্বীকৃত হন এবং যেখানে "একবার" কথা উত্থাপন হইয়া ছিল সেইখানে ভিন্ন অন্যত্র বিবাহ হইতেই পারে না, [আমাদের সাবিত্রী মাতার অনুরূপ] এই মত প্রকাশ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে উল্‌ফেলডের সহিত উহাঁর বিবাহ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরেই রাজার মৃত্যু হইলে উল্‌ফেল্‌ডের ক্রুর ও প্রচণ্ড স্বভাব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহের চেষ্টায় কখন নির্ব্বাসিত ও কখন কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সকল অবস্থাতেই রাজকুমারী পতির কষ্টমোচন জন্য সর্ব্বত্রই সঙ্গে থাকিতেন। অন্নবস্ত্রেরও কষ্ট সময়ে সময়ে হইত কিন্তু তিনি কখন পিতৃভবনে গিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন নাই। পতির শেষ-বারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে তিনি কারাগারে সঙ্গিনী হন। তাহার ৪৩ বৎসর পরে উহাঁর স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া কয়েকদিন মাত্র জীবিতা ছিলেন।

১২৩। সতীধর্ম্ম — পীটসের স্ত্রী।

রোমীয় সম্রাট দুরাত্মা ক্লডিয়াস, পীটস নামক কোন সম্ভ্রান্ত রোমীয়ের প্রতি বধদণ্ডাজ্ঞা দিয়া অনুজ্ঞা করেন যে ঐ দণ্ড স্বহস্তে পরিবারবর্গের মধ্যে বসিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হইবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে একটু ইতস্ততঃ করায় উপস্থিত রাজ সৈন্যের হস্তে পতির অশেষ যন্ত্রণার ভয়ে এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিবেন না বলিয়া পীটসের স্ত্রী স্বীয় বক্ষে ছুরিকা মারিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অশেষ চেষ্টায় বলিয়া উঠেন "প্রিয়তম! ইহাতে বেশী কষ্ট ত হয় না!"—

পতি পত্নীর একত্রেই দেহের সংকার হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এ দেশীয় লক্ষ লক্ষ সতী আজও ঐরূপ ব্যবহার করিবেন সন্দেহ নাই।

১২৪। মহত্ত্ব পাণ্ডার দরোয়ান।

কাঠিয়াওয়াড়ে জুনাগড় সহরের পশ্চিমদিকে রৈবতক এবং গির্ণার পর্ব্বত। গির্ণারের তিনটী শৃঙ্গে যথাক্রমে :অম্বাজী বা দেবীর, গোরক্ষনাথের এবং দত্তাত্রেয়ের মন্দির অবস্থিত। উক্ত পর্ব্বতের শিরোদেশ পর্য্যন্ত উঠিবার জন্য মোট ৯ হাজার সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়িতে উঠিবার জন্য ঝোলার বন্দোবস্ত আছে ঝোলার বাহকগণ সাধারণতঃ:বেশ সবলশরীর। পদব্রজে অতটা পাহাড়ে চড়িতে ও নামিতে অক্ষম কেহ ঝোলার চড়িয়া গির্ণার উঠিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে একজন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলশরীর বাহক রৌদ্রের তাপে ও পরিশ্রমে বিশেষ ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া সঙ্গের পাণ্ডার দরোয়ান ঐ সিন্ধী মুসলমান জাতীয় বাহকের স্থলে স্বেচ্ছায় কাঁধ দিল এবং বলিল "সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া পরের কষ্ট দেখা যায় না।" দরোয়ান জাতিতে ছত্রি। ঝোলা কাঁধে করা তাহার কার্য্য নহে এবং পয়সার জন্য সে কখনই ঐ কাজ করিত না।

কবে ভারতের হিন্দু মুসলমান সর্ব্বশ্রেণী ও সর্ব্ববর্ণের মধ্যে এইরূপ মনের ভাব হইবে!

১২৫। স্বদেশ ভক্তি গজম্যান।

স্পেনে যখন মুর বা মুসলমানদিগের প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল তখন স্পেনের রাজা পঞ্চম সাঙ্কোর সহিত তাঁহার ভ্রাতা জুয়ানের বিবাদ হয়। জুয়ান মুরদিগের নিকট গিয়া উহাঁদের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং বলে যে পাঁচ হাজার মাত্র মুসলমান সেনা সঙ্গে দিলে সে টারিফার

দুর্লজ্ঘ্যদুর্গ, মূরদিগকে অধিকার করিয়া দিবে। জুয়ানের বিদ্রোহের পূর্ব্বে টারিফার কিল্লাদার আলনজো পেরেজ ডি গজম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উহার নিকট চাকরী করিত। জুয়ান ঐ যুবককে ছাড়ে নাই। উহাকে লইয়া টারিফার সম্মুখে আসিয়া সে গজম্যানকে জানাইল যে যদি দুর্গ উহার হস্তে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে সে গজম্যানের পুত্রের গলা কাটিবে। এইরূপ ভয় দেখাইয়া জুয়ান অপর একটী কেল্লা দখল করিয়াছিল। সেই দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নী পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ প্রাকার হইতে প্রিয়তম পুত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইয়া, চক্ষের অশ্রু রোধ করিয়া, মহাবীর গজম্যান অকম্পিত এবং তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আমার পুত্র দেশের শত্রু হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্যই জন্মিয়াছিল। শত্রুহস্তে দেশ সমর্পণের কারণ হইয়া আমাদের বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উহাকে হস্তগত করিয়া আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম বলিয়া যদি এখন উহার প্রাণ নষ্ট কর তাহা হইলে ইহকালে ঘোর লজ্জা এবং পরকালে অনন্ত যন্ত্রণাতোমারই হইবে এবং অক্ষয় সম্মান ও অপার্থিব সম্পদ আমার পুত্র পাইবে। এরূপ স্থলে উহার প্রাণের জন্য দুর্গ সমর্পণ করা দূরে থাকুক যদি তোমাদের কোন অস্ত্রের অভাব থাকে ত এই ছুরিকা দ্বারাই তোমাদের দলকে ঘৃণিত পাপে মগ্ন কর এবং ঈশ্বরের কোপে বিনষ্ট হও!"—গজম্যান কটিস্থিত ছোরা দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অল্পপরেই দুর্গের ভিতর হইতে বাহিরের এক মহা আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। ক্রোধান্ধ জুয়ান, গজম্যানের পুত্রকে সর্ব্ব সমক্ষে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল! এই ঘটনার কোলাহলে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গজম্যান যখন ঘটনার কথা শুনিলেন তখন শুধু বলিলেন "আমার মনে হইয়াছিল শত্রু বুঝি দুর্গে চড়াই

করিয়াছে।” বীর প্রকৃতিক মুসলমান সৈনিকেরা এই কার্য্যে একান্ত বিরক্ত হয় এবং “এরূপ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ এত অল্প সংখ্যার সৈন্য দ্বারা জুয়ানের ন্যায় সেনাপতির পরিচালনায় অধিকৃত হওয়া সম্ভব নয়” বলিয়া উহারা তখনই তথা হইতে ফিরিয়া যায়।

১২৬। সত্য ও অস্তেয় বাঙ্গালী মুন্‌সেফ।

৺নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার জীবনবীমা করার মাস ছয়েক পরেই প্রস্রাবের রোগ প্রকাশ পায়। বীমা করার সময় ডাক্তারে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাকে নীরোগ বলিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের সূত্রপাত অবশ্যই জীবনবীমার সময় হইয়া গিয়াছিল, এই বিশ্বাসে তিনি নিজেকে সে সময়ে নীরোগ বলার জন্য দোষী মনে করিয়া, ইন্‌সিউ-রেন্স (বীমা) কোম্পানীকে লেখেন যে. উহাঁর মৃত্যুর পর টাকা দিতে হইবে না।

এখন অনেকে এই কার্য্যকে রোগের সময়ের চিত্তবিকার প্রসূত মনে করিবেন, কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র অস্তেয় (অচৌর্য্য) এবং সত্য সম্বন্ধে এতটাই সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র এতই পবিত্র করিয়া গঠিত দিয়াছিল যে, এখনও তাহার কার্য্যকারিতা কোন কোন হিন্দু সন্তানে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশ পায়।

১২৭। আদর্শ সংস্কারক ও সাধক আগমবাগীশ।

বঙ্গদেশের জলবায়ুতে বাঙ্গালীকে যতটা হীনবল করিয়া ফেলিতে পারিত, স্মার্ত্তাচারের এবং তান্ত্রিকাচারের গুণে এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিতে পায় নাই। তান্ত্রিকাচারে মনুষ্য শরীর যেরূপ নীরোগ এবং দৃঢ় ও কষ্টসহ হইতে পারে এবং মন যেরূপ তেজস্বী এবং একাগ্র হইতে পারে অন্য

কোনরূপেই তাহা হইতে পারে না। তন্ত্রের গুপ্ত সাধনার উপযুক্ত গুরু না পাইয়া অনেকে ভ্রষ্টাচারী হওয়াতেই তন্ত্রের নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। বারভুঁইয়াদিগের সময় বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই মৃত্যুভয় জয়ী, দৃঢ় শরীর, একাগ্রচিত্ত মহাবীর সকলের সৃষ্টি। এই তান্ত্রিক পদ্ধতি করিয়াছিল? বাঙ্গালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজপুত মহারাণা প্রতাপসিংহ, মহারাষ্ট্রীয় মহারাজ শিবজী, শিখ মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইত্যাদি সকলেই শক্তির উপাসক ছিলেন।

৺কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বঙ্গদেশে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাধবানন্দ। কৃষ্ণানন্দ চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক।

কৃষ্ণানন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেবতা গোপাল দেবের উপা-সক ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ বিবাদের কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে কোন সময়ে বাটীতে এক কান্দি মর্ত্তমান রম্ভা হইয়াছিল। উভয় ভ্রাতাই মনে করিয়াছিলেন যে, রম্ভা সুপক্ক হইলে স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবদেবীকে অর্পণ করিবেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে আসিয়া সুপক্ক রম্ভা স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবেন বাসনা করিয়াছিলেন। এদিকে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীয় ইষ্টদেব গোপালজীকে পক্করম্ভাগুলি নিবেদন করিয়া দিলেন! কৃষ্ণানন্দ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রম্ভা দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এবং উহা মাধবানন্দেরই কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার

জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে দেখিলেন যে, গোপালের ঠাকুরগৃহ, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। তখন মাধবানন্দ ঐ ঘরে আছেন কিনা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে এবং আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আপনি রম্ভা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকেও খাওয়াইতেছেন ইহা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইল, ভ্রাতাকে ধন্য ও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে কলির বেদ তন্ত্র শাস্ত্রে ভেদ বুদ্ধির ভুয়োভূয়ঃ নিষেধের প্রকৃত গূঢ় অর্থ কি?

এই সময়ে দেশ মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেবল তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিষ্ঠুরতা করিতেছেন ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইতেছেন। তজ্জন্য তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সার সংকলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনিই "তন্ত্রসার" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বাদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে সাত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয় তাহাও তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামাপুজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশের। পূর্ব্বে ঐ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায় পূজাদি সমস্তই ঘটে হইত। মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও ঘটস্থাপন ব্যাপার অদ্য পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কথিত আছে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভগবতী শক্তি দেবীর

মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে বরাভয় কর কিরূপে গঠিত হইবে, এবং ভ্রূদ্বয়ই বা কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া দেবী প্রসন্ন হইয়া এই প্রত্যাদেশ দিলেন, "তুমি কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয় কর ও ভ্রূদ্বয়ের বিষয় জানিতে পারিবে।" পর দিবস কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন, যে এক কৃষ্ণবর্ণা গোপ রমণী দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি সন্নিকটে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্পাংশ গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। পরিশ্রম আধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করায়, ললাটস্থ সিন্দূর বিন্দু দ্বারা ভ্রূযুগল লোহিতরূপ ধারণ করিয়াছে। মস্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশরাশি আলুলায়িত হইয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলে গোপরমণী স্বভাব সুলভ লজ্জা বশতঃ দন্তে জিহ্বা কাটিলেন।

কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তি দেখিয়া বরাভয় করাদির বিষয় স্থির করিয়া লইলেন। এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জ্জন দিতেন। কৃষ্ণানন্দের এই পূজায় কোনরূপ বলিদান বা মাদকতার সংশ্রব নাই। আগমবাগীশের এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এদেশে 'শ্যামাপূজা' পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাপি আগমবাগীশের বংশীয়েরা ঐ মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপের মহারাজার ব্যয়ে ১০।১২ হাত লম্বা যে এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, আগমবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া, তাহা

'আগমেশ্বরী' নামে খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণানন্দের বংশধরেরাও 'আগমবাগীশ' ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল তন্ত্রশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া 'তন্ত্রদীপিকা' নামে এক সুবিস্তীর্ণ তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আগমবাগীশের দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদনের বংশে রামতোষণ নামে একজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রাণতোষিণী' নামে একখানি তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া, বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

১২৮। অধ্যবসায় — গদাধর ভট্টাচার্য্য।

গদাধর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় নামক পল্লীতে তাঁহার আদি নিবাস।

গদাধর বাল্যকালেই নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করায় অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে, টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন, এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর

পরলোক প্রাপ্তির পর, ব্রাহ্মণী স্বামীবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু গদাধরের পাঠশেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান নাই, সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য্য' নামেই তিনি খ্যাত। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া অন্যান্য টোলে চলিয়া গেলেন।

তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে কেহই নূতন অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অনুরূপ অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

ছাত্রগণ চলিয়া গেলেই তেজস্বী ও উদ্যমশীল ও দৃঢ়ব্রত গদাধরের ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যার এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আমি ছাত্রদের পাঠ স্বীকার করাইব।" তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের ঘাটের পথিপার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূজার জন্য নিজেরাই পুষ্প চয়ন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্পচয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্ব্বদা সমাগম হইতে লাগিল।

এদিকে গদাধর পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ এবং অতি প্রাঞ্জল করিয়া

ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ছাত্র গোপনে তাঁহার দ্বারা আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করাইয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়া লইতেও লাগিলেন। এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশতঃ 'শিব্যস্তে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'শিচ্যস্তে' পাঠ লেখা হয়। ঐ পুঁথির পত্র নৈয়ায়িক জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায় ঐ পত্র খানি একটী কুক্কুরের গলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইল এবং তিনি অবিলম্বে ঐ কুক্কুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, স্বীয় অসাধারণ তর্ক শক্তি ও প্রতিভা বলে 'শিচ্যস্তে' পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন! তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ ঐ টীকা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন "গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত।"

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমগ্র নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রণীত টীকা সাধারণতঃ গাদাধারী টীকা ও গদাধরী 'পাতড়া' বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকে গদাধরের এই টীকা পড়িয়াই স্থায় শাস্ত্রের পড়া শুনা শেষ করেন।

১২৯। নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ বুনো রামনাথ।

আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। রামনাথ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন বলিয়া প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী লাভ করিবেন এবং দুই জনের ঠিক একরূপ মন হইবে। বিবাহের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়।

তৎকালে নবদ্বীপে নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি নবদ্বীপ-রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন এবং রাজার নিকট টোল ঘর প্রস্তুত করিবার সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথের অবস্থা ভাল ছিল না বটে, কিন্তু নির্লোভ তেজস্বী ব্রাহ্মণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না। তিনি নবদ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে (এখন যেখানে পাকা টোল আছে) বনের মধ্যে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা প্রণালী অতীব উচ্চ! পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের অশনাদিরও ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। রামনাথের নিজের এই ব্যয়ভার

গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না; তিমি অন্যের সাহায্যও লইতেন না। এদিকে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন রামনাথ ছাত্রগণকে কহিলেন যে তাঁহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছাত্রেরা কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার্থী হইয়া আসি নাই, অতএব আমাদের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব।" সেই অবধি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে ছাত্রগণের অশনাদির প্রাচীন নিয়ম অনেকটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

রামনাথের ঘরে অন্ন ছিল না, তথাপি তিনি কখন কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন "আজ ঘরে আর কিছুই নাই শুধু কিছু চাউল আছে। কি পাক করা যাইবে?" রামনাথ শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন— ব্রাহ্মণীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথায় মনোযোগ হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নকালে স্বামী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া স্বামী সমীপে সংস্থাপিত করিলেন। সে দিন ভোজন করিয়া রামনাথের অতীব তৃপ্তি লাভ হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ এই অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে?" তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন "কেন ইহাত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, তুমিত যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে।" তখন রামনাথ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "বটে, তেঁতুল পাতা সিদ্ধ এত উত্তম তবে ত আর আমাদের আহারের কোন ভাবনা নাই।"

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসনে মহারাজ শিবচন্দ্র আসীন ছিলেন। তিনি লোকমুখে রামনাথের দারিদ্র্য কষ্ট শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে একদিন নিজেই তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছিলেন। পাঠনায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাজের আগমন তাঁহার জ্ঞান-গোচরই হইল না। তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে দেখিয়া তিনি যথা-বিহিত সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কোন বিষয়ে আপনার অনুপপত্তি আছে?" তখন রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি; কৈ আমারত অনুপপত্তি কিছুই দেখিতেছি না। কেমন হে ছাত্রগণ! তোমাদের কোন কিছু অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি আছে কি?" এই উত্তরে মহারাজ বলিলেন."মহাশয়! আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক অভাব কি আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, "সে বিষয় ব্রাহ্মণী জানেন।" রাজা রামনাথের অনুমতি লইয়া রামনাথ পত্নীর কুটীর দ্বারে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "মা! আপনাদের সংসারের অপ্রতুল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে কি কি অপ্রতুল আছে, আমাকে দয়া করিয়া বলিলে, আমি তাহা দূর করিয়া দিই।" সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি সম্পন্না ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "বাছা! আমার ত কিছুরই অভাব নাই। আমার পরণে ঠেঁটী আছে, জল খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই আছে। আর যখন আমার বাম করে লৌহ আছে তখন আমার কিসের অভাব হইতে পারে?" মহারাজ শিবচন্দ্র, রামনাথ-পত্নীর এই উত্তর শ্রবণে

চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "মা! তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি!"

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামনাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল ও অধ্যয়ন-রিপু; অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী সুতরাং মূর্খ হইবে। আমার অর্থের প্রয়োজন নাই।"

এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে একজন নৈয়ায়িক দিগ্‌বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তদুপলক্ষে রাজবাটীতে এক মহতী সভা হয়। ঐ সভায় তৎকালের নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও বংশবাটীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রামনাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ "কাক বিষ্ঠা" বলিয়া তাহা স্পর্শও করিলেন না। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা যে কি বস্তু আধুনিক ভারতে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন রামনাথ-দম্পতি শরীর পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন!

১৩০। বন্ধুত্ব ৺কৃষ্ণদাস পাল।

যে সাংঘাতিক পীড়ায় শেষে অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল রায় বাহাদুরের মৃত্যু হয় তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন উপায় ঠিক হইতেছে না দেখিয়া কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "একবার মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করান হউক।" কৃষ্ণদাস উত্তর দিয়াছিলেন "আমার পুরাতন পীড়ার এই সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধিতে এ যাত্রায় কিছুতেই আমার

রক্ষা নাই। মহেন্দ্র আমার পরম বন্ধু। শেষটায় অনর্থক তাহার অপযশের কারণ হইব না।"

১৩১। সদ্বিবেচনা ৺রাজমোহন সরকার।

নৈহাটীর ৺তারকচন্দ্র সরকার (কার তারক কোংর অংশীদার) ৺রাজমোহন সরকারের পুত্র। রাজমোহন নৌকাযোগে প্রায়ই কোনা গ্রামে যাইতেন এবং সেই দিনই নৈহাটীতে ফিরিতেন। ভাড়া পাঁচ আনা বরাদ্দ ছিল। পুত্র তারককে বলা ছিল, "মাঝি তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইলেই তাহার দাম চুকাইয়া দিতে হইবে।" একদিন টাকা ভাঙ্গান না থাকায় তারক বাবু মাঝিকে পরদিন আসিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে মাঝি আসিলে রাজমোহন জানিতে পারিলেন যে পূর্ব্বদিন ভাড়া দেওয়া হয় নাই। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা! মাঝি গরিব বলিয়া উহার কাজ ক্ষতি করাইয়া উহাকে ন্যায্য পাওনার জন্য আজ আবার হাঁটাইলে, কিন্তু কারবারে ঠিক মিনিটে টাকা না দিলে হয় গজুরী দিতে হয়, না হয় ইজ্জত যায়। উহাকে আজ ।৵০ আনা দাও।"

আমাদের দেশে "কাল এসো" বা "এখন নয়" "একটু রোস" এইরূপ বলিয়া গাড়োয়ান, মাঝি, ধোপা, পাওনাদার প্রভৃতির অসুবিধা অনেকেই অক্ষোভে জন্মাইয়া থাকেন। উহা অনুচিত।

১৩২। মনিবের সহানুভূতি ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলীর খ্যাতনামা সরকারী উকিল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বৈশাখ মাসে অতীব প্রখর রৌদ্রে বেলা দুইটার সময় একটা ভাড়াটে গাড়ি করিয়া চুঁচুড়ায় তাঁহার বৈবাহিকের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন একজন চাকরকে তাড়াতাড়ি একটু

চিরকুট লিখিয়া দিয়া পাঠাইলেও তাহা হইতে পারিত। তাঁহার বৈবাহিকের বাটীস্থ কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাজের জন্ম এত রৌদ্রে আপনি নিজে আসিলেন কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর—দিয়াছিলেন "চাকর বাকর কাহাকেও পাঠাইব প্রথমটায় মনে করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখিলাম ভারি রৌদ্র। কোন চাকরকে আসিতে বলিতে পারিলাম না।"

১৩৩। মন্ত্রশক্তি বৃত্রাসুরের যজ্ঞ।

মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প আছে—

বৃত্রাসুর কঠোর তপস্যায় বলী হইয়া দেবগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বর্গ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচারে বিশ্বসংসার প্রপীড়িত করিতেছিল। সম্মিলিত দেবগণ পবিত্রাত্মা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ ব্যবস্থা করিলে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বিনাশ জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল। সে যজ্ঞ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রেরই ধ্বংস নিশ্চয় হইত।

সে যজ্ঞের শেষমন্ত্র 'ইন্দ্রশত্রুং জহি স্বাহা' ইন্দ্ররূপ শত্রুকে বিনাশ কর। এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও শত্রু এই উভয় পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্ররূপ শত্রুকে এইরূপ অর্থ হয়। আর ইন্দ্র এই প্রথম পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্রের শত্রুকে বিনাশ কর এইরূপ অর্থ হয়। বৃত্রাসুরের অত্যাচার জনিত কর্ম্মফলে পুরোহিতের কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতীর আশ্রয় জন্য বিকৃত স্বর হইয়া পুরোহিত "ইন্দ্র শত্রুং" এই পদের ইন্দ্র কথাটীর উপর জিহ্বার আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া বৃত্রাসুরের যজ্ঞের ফলে বৃত্রাসুরেরই ধ্বংস হইল। বিকৃত মন্ত্রের এতই বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

পুরোহিত-সন্তানদিগের সুশিক্ষা সাধনে গৃহস্থদিগের যত্ন না করার পাপেই এখনকার লোকে মূর্খ পুরোহিতের বিকৃত মন্ত্রের ফল পাইতেছেন। নিজেরা ধার্ম্মিক থাকিয়া সুশিক্ষিত পুরোহিতের প্রাপ্তি চেষ্টা করা সকল হিন্দু সন্তানের পক্ষে সুসঙ্গত কার্য্য। ঐরূপ চেষ্টার সুফল অবশ্যই ফলিবে।

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণে জ্ঞেয়াস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদেবতা॥

সমুদয় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সেই সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণে বর্ত্তমান; সেই জন্য ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

মন্ত্রৈঃ শতগুণং প্রোক্তং ভক্ত্যা লক্ষ গুণোত্তরম্।
ভক্তি মন্ত্রসমেতং তু কোটিকোটি গুণং স্মৃতম্॥

মন্ত্রে শতগুণ ফল; ভক্তিতে লক্ষগুণ ফল; ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে কোটি কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে।

১৩৪। প্রতিজ্ঞা রক্ষা — গোঁসাইয়ের পুতের মাথা

শান্তিপুরে কোন সময়ে একজন মেছুনী দারুণ গ্রীষ্মের সময় মাছ বেচিয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে ফাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের প্রান্তস্থ মুদীর দোকানের নিকট "জল জল" করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। উহার অবস্থা দেখিয়া মুদী শীঘ্র জল লইয়া গেলে মেছুনী জল লইবার জন্য হস্ত পাতে; কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরাইয়া লইয়া বলে "রোস বাবা, আগে সেই রোজো গোঁসাইয়ের পুতের মাথা খাই, তবেত জল খাব।" রজনী গোস্বামী স্ত্রীলোকটীর গুরু। জল খাইতে যাইয়া তাহার স্মরণ হইল, যে ইষ্টমন্ত্র জপ করা হয় নাই। অতিশয় পিপাসার সময় জলপানে করিতে বিলম্ব হওয়ায় মেছুনীর এমন রাগ হইয়াছিল

যে সে গুরুর নাম বিকৃত করিয়া বলিয়া ফেলিল এবং তাঁহার পুত্রের মাথা খাইতে চাহিল; কিন্তু তবুও তাঁহার নিকট কৃত প্রতিজ্ঞাটী (ইষ্ট মন্ত্র না জপ করিয়া জল গ্রহণ করিব না) ভঙ্গ করিল না। এই ঘটনার স্মরণে আজও ঐ অঞ্চলে সন্ধ্যা আহ্নিকাদি অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম করা হইয়াছে কি না কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার স্থলে বলা হয়, "কি গো রোজো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা খাওয়া হইয়াছে কি?"

১৩৫। যার মন উচ্চ সেই বড় — মেথর সর্দ্দার।

একদিন এক মিউনিসিপ্যালিটীর মেথরের সর্দ্দারকে কোন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর বলিয়াছিলেন, "অমুক মেথরটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দেওনা, লোকটা বেশ মজবুত।" সর্দ্দার বলিল "বাবু, কোন ওয়ার্ডেই কাজ খালি নাই।" তখন বাবু বলিলেন "একটা কোথাও খালি করিয়া উহাকে ঢুকাইয়া দাও।" সর্দ্দার এই কথায় হাত জোড় করিয়া বলিল, "বাবু! কার রুটি মারব?" কমিশনর বাবু এই কথায় নিরুত্তর হইয়া গেলেন। পরে তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভাই! দেখ, একজন মেথর সর্দ্দার আমাকে আজ সুশিক্ষা দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে তাহার মন আমার অপেক্ষা অনেক উঁচু। আমি একজনের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে অন্য কাহারও যে অপকার হইবে তাহা মনে স্থান দিই নাই।"

১৩৬। সঙ্গত আত্ম গৌরব — সর্ব্ববর্ণের।

কেহ কোন মেথরাণীকে কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের পাইখানা খাটার সময় ঘৃণা বোধ হয় না?" মেথরাণী বলিয়াছিল "আমাদের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন তোমরা সকলেরই মা।

ছেলের গুয়ে ঘৃণা করিতে নাই। খুব যত্নে খুব পরিষ্কার করিয়া কাজ করিবে।"

ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রকৃত ভাব। ধোপা সকলের কাপড় সাফ করিয়া সভার সৌষ্ঠব সম্পাদন করে তাই উহাদের "সভা সাজন্ত" বলে। নাপিত ক্ষৌরাদির দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়া "নরসুন্দর" নামে অভিধেয়। সাধারণের প্রয়োজনীয় কোন কাজই ছোট নয়। সমাজ মধ্যে কোন বর্ণই হীন নয়। সকলেই সমাজরূপী প্রকাণ্ড এঞ্জিনের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ চাকা মাত্র। সকলেরই আপন আপন কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সকলেই সমাজরূপী বিরাট পুরুষের অঙ্গ। শূদ্রগণকে ব্রহ্মার পা বলায় উহাঁদের হীন করা হয় না। দেবতার পায়ে ফুল চন্দন দিতে হয়। সমাজের সকল অঙ্গই প্রয়োজনীয় ও পূজনীয়। যে অন্যকে ছোট মনে করে সেই ছোট।

১৭। নামে ভক্তি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দলিল দেখাইয়া বাজেয়াপ্ত লাখরাজ সম্বন্ধে ছাড় চাহিলে মহারাজ উহার সঙ্গত দাবী গ্রাহ্য করিয়া ছাড় পত্র স্বাক্ষর জন্য কালি আনিতে বলিলেন। যে দোয়াত আসিল তাহার কালি পাতলা। সেই কালির স্বাক্ষর শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে সন্দেহে মহারাজ বলিলেন "এ কালি ভাল নয়।" কর্ম্মচারী ভাল শুনিতে না পাইয়া পুনরাদেশের আশায় সঙ্কুচিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন "মহারাজ বলিতেছেন এ সিয়াই ভাল নয়।" কালী-ভক্ত মহারাজ দেখিলেন ব্রাহ্মণ "কালী" শব্দ ব্যবহার না করিয়া পারশী শব্দ ব্যবহার করিল। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কালী বলিতে পারি-

সদালাপ।

লেন না! আমি ত সিয়াই বলি নাই! যার নাম মুখে আটকায়?" তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন "মহারাজ! যার নামের মত উচ্চারিত শব্দের সহিত "ভাল নয়" কথার প্রয়োগ প্রকৃতই আমার মুখে আটকায়; সেই জন্যই সিয়াই শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম।" মহারাজ লজ্জিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপর বিশেষ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

১৩৮। প্রাচীন ভারতের ঋষিপত্নী দেবাহুতি।

কর্দ্দম নামক কোন ঋষি ধর্ম্মপত্নী ও সুসন্তান পাইবার অভিলাষে তপস্যা করেন। তিনি জীবনের সকল কর্ত্তব্যই সুপালন করিতে পারিবার জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেন। ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরূপমনা সুশীলা পত্নী প্রাপ্তি এবং নিজের এক অংশাবতারকে পুত্ররূপে লাভের বর দেন। ইহার পর কর্দ্দম ঋষির যশ ভগবান মনুর কন্যা দেবাহুতির মন আকর্ষণ করিলে ভগবান মনু কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঋষির আশ্রমে গেলেন! কর্দ্দম উহাঁর আগমনের কারণ অবগত হইয়া প্রসন্নচিত্তে দেবাহুতির পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী পিতা কন্যাকে নানা ধনরত্ন ও বিচিত্র বসনাদি দিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ আশ্রম ত্যাগ মাত্রেই দেবাহুতি দরিদ্রের সেবায় সে সমস্ত উৎসর্গ করিয়া স্বামীর অনুরূপ বল্কল ধারণ করিলেন, এবং একমনে একধ্যানে পতির সেবায় নিযুক্তা হইলেন। ব্রহ্মচারিণী পত্নীর ঐকান্তিক সেবায় তুষ্ট কর্দ্দম ঋষি উহাঁর পতিকুলের শুভ উদ্দেশে সুপুত্র প্রাপ্তি কামনা যোগবলে অবগত হইয়া ঐ সুলক্ষণা ভার্য্যার সন্তান উৎপাদন করিলেন। নির্ম্মলমনা ভগবৎপ্রেমিক দম্পতীর সুপুত্রাভিলাষ পূর্ণ হইল। ইহাঁদেরই পুত্র কপিল দেব। পুত্রসন্তান হওয়ার কিছু কাল পরে কর্দ্দম ঋষি বানপ্রস্থাশ্রম

গ্রহণ করিলেন। দেবাহুতিও সঙ্গী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কর্দ্দম উহাঁকে পুত্রের লালন পালনের ভার দিয়া বলিলেন "তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ঐ পুত্রের নিকটে পাইবে।" উত্তরকালে কপিলদেব মাতাকে যে মোক্ষ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সাংখ্যদর্শন ও সাংখ্যযোগ। উহার অবলম্বনে দেবাহুতির মোক্ষ হয়।

১৩৯। মঙ্গলময়ের বিধান — বৈদেশিক অধিকারেও দেশভাষার উন্নতি।

ভগবান তাঁহার অপার করুনায় সাধারণ বাঙ্গালীকে মোটের উপর অনেকটা উন্নত করিয়া আনিতেছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের তুলনায় সাধারণ বাঙ্গালী আজ অনেক অধিক পরিমাণে দেশহিতৈষী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। ক্রমে ভারতের সকল প্রদেশেই এইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক ভাষার চর্চ্চায় শিক্ষাবিস্তার ইহার মূল কারণ। বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান দুইয়েই এখন বাঙ্গালার চর্চ্চা করেন ; এবং যাঁহারা নিরক্ষর নহেন তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দেশের কথা ও কর্ত্তব্যের কথা জানিয়া কিছু না কিছু স্বদেশভক্তি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা অতি সামান্য রূপই ছিল। পাল এবং সেন রাজাদিগের অধিকারে সাধারণে নিরক্ষর ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন। গৌড়ের "পাঠান" রাজা নসির খাঁর উৎসাহে বাঙ্গালায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হয়! ঐ মহাভারত এখন প্রচলিত নাই, কিন্তু উহাই যে পরবর্ত্তী মহাভারত অনুবাদের সহায় এবং কারণ স্বরূপ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অনুজ্ঞায় রচিত হয়। প্রধানতঃ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং অনেকটা কাশীদাসী মহাভারতের অবলম্বনে সকল গ্রামের সকল

চণ্ডীমণ্ডপে এবং সকল দোকানে এবং অনেকেরই বাড়ীর ভিতরে সাধারণ শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে উন্নত করিয়া আসিতেছে। সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি করে।

ইংরাজের অনুগ্রহে আদালত হইতে ভারতের বাহিরের ভাষা, পার্শী উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায় এবং ৺অক্ষয় চন্দ্র দত্তের এবং সমাজ সংস্কারাদি জন্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী ধারণ হইতে বাঙ্গালায় গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে। ইংরাজ স্থাপিত মডেল স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল, মধ্য বাঙ্গালা অপার ও লোয়ার প্রাইমারি প্রভৃতি স্কুলের হিন্দু মুসলমান জাতীয় ছাত্রের জন্য পাঠ্য গ্রন্থ প্রস্তুত প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ছাত্রদিগের বড় হইয়া পড়িবার উপযুক্ত গদ্যপদ্য সকল পুস্তকই বাঙ্গালায় হইয়াছে এবং হইতেছে। শ্রীযুক্ত মীর মশারফ্ হোসেন প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালী মুসলমানের সাধু বাঙ্গালা ভাষাতেই স্বধর্ম্ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিতেছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য পুষ্ট করিতেছেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় আন্দোলনে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহে বাঙ্গালার চর্চ্চা যাহা হইতেছিল তাহা স্বদেশী ভাব প্রণোদিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী লেখকগণ—পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ৺দীনবন্ধু মিত্র ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺চন্দ্রনাথ বসু, ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজের সংস্রবে আসিয়া এদেশে এখন এদেশী সকল শিক্ষিত লোকেই অল্পাধিক পরিমাণে স্বদেশভক্ত এবং বাঙ্গালার চর্চ্চায় উন্মুখ।

বৈদেশিক অধিকারে দেশ ভাষার বিলোপ হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতে তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া কাহার না তৃপ্তি হয়? শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাবে এবং ৺বিবেকানন্দ ও ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ তাঁহার শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের যত্নেও বাঙ্গালার চর্চ্চা বাড়িয়াছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের রাজনীতি, ধর্ম্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকে দেশের কথা বিশেষরূপে ভাবিতে উন্মুখ করিয়া স্বদেশী সাহিত্যের উন্নতির বেগ বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। ৺রজনীকান্ত সেনের রচিত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" কোন্ বাঙ্গালীকে স্বদেশী শিল্পের অনুরাগী করে না? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ইহাঁদের রচনাবলীর ভাল অংশগুলি চির প্রচলিত থাকিবে সন্দেহ নাই। সাময়িক পত্র দ্বারা এবং সুলভে সানুবাদ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর প্রচার দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালা সহিত্য চর্চ্চার বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালায় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন এবং বিশ্বকোষ অভিধান প্রকাশ বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার বৃদ্ধি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট লক্ষণ। ফলতঃ যে যে শ্রেণীর লোক সংবাদ পত্র পড়ে সে সমস্তই আত্ম গৌরব সম্পন্ন ও স্বদেশ ভক্ত হইয়াছে। শিক্ষার প্রসারেই ভারতের শিল্প কৃষি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুদিন আসিবে। বহু কালের সংযমে ও শিক্ষায় বিভিন্ন বর্ণের উন্নতি উপযুক্তরূপ হইয়া আসায় এতদিনে "সকলকেই বড় করিয়া বড় হইবার যুগ" ভারতে আসিতেছে। সর্ব্বসাধারণ মধ্যে একটী সাধারণ ভাষার চর্চ্চাতেই বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পবিত্র ও সুদৃঢ় স্বদেশী জাতীয় ভাব আবির্ভূত হয়। সিডিসনের আইনের গুণে জাতীয় সাহিত্যে প্রীতির প্রকাশ, বিদ্বেষের

সাবহিত বর্জ্জন এবং জাতীয় সাহিত্যে এবং জীবনে আর্য্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইবে। মুখ ছুটানয় নিজেদেরই অসংযম বৃদ্ধি হয়। কোন উপকার নাই। উহাতে ধৈর্য্য, লঘুগুরু জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, সুপথে উদ্যম ইত্যাদি গুণের হ্রাস হইয়া যায়। এ সমস্তই মঙ্গলময়ের কৃপায় যথাযথ ঘটিতেছে ইহা অনুভব করিয়া কাহার চিত্তক্ষেত্র সরস না হয়!

১৪০। গুরুর অভাব নাই চতুর্ব্বিংশতি গুরু।

অনেকে বলেন, সদ্‌গুরুর অভাবেই আমাদের অবনতি হইতেছে। কিন্তু শিষ্য ভাল হইলে গুরুর অভাব কি? "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিখ্ (শিষ্য) না মিলে এক।" ভাগবতে ইহার একটী উদাহরণ আছে।

ধর্ম্মপরায়ণ যদু একদিন কোন অবধূত যুবাকে বালকের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ বিমলানন্দ কোথা হইতে প্রাপ্ত? কে তোমার শিক্ষক? ব্রাহ্মণ যুবক বিনীত ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ, (১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) অপ, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্রমা, (৭) রবি, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সিন্ধু, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকৃৎ, (১৩) গজ, (১৪) মধুহা, (১৫) হরিণ, (১৬) মীন, (১৭) পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরঙ্গ, (১৯) অর্ভক, (২০) কুমারী, (২১) শরকৃৎ, (২২) সর্প, (২৩) উর্ণনাভি এবং (২৪) পেশকৃৎ আমার এই চতুর্ব্বিংশতি গুরু।* ইহাঁদের আচরণ দ্বারা আমি আমার গ্রাস্য ও

---

* পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥

অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। যাহার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ;—

[১] দৈবের বশীভূত ভূতগণ কর্তৃক পীড়িত হইলেও পণ্ডিতগণ স্বপথ ভ্রষ্ট হইবেন না। "পৃথিবীর" নিকট ইহা শিক্ষা হয়। বাত, বর্ষা, তাপ হিম কিছুতেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী বিচলিত হন না।

[২] সমদর্শী যোগীগণ সংসারমধ্যে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট থাকি-লেও সেই সকল দেহের ধর্ম্ম সংযুক্ত হইবেন না। গন্ধবহনকারী "বায়ুর" ন্যায় দেহকে ধারণ করিবেন মাত্র।

[৩] মুনিগণ জড় দেহান্তর্গত হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে আত্মার নিঃসঙ্গতা চিন্তা করিবেন। যেমন "আকাশ" বায়ুচালিত মেঘাদির সহিত সংযুক্ত হয় না, আত্মা পুরুষও তেমনি দেহাদির সহিত সংস্পৃষ্ট হন না।

[৪] নির্ম্মল, স্বভাব-শীতল, মধুর, এবং তীর্থস্বরূপ মুনিগণ, দর্শন স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা "আপ" [জলের] সদৃশ জগৎ পবিত্র করেন।

[৫] জ্ঞানাধিক্য বশতঃ তেজস্বী, এবং তপঃপ্রদীপ্ত সংযতাত্মা মুনিগণ "অগ্নির" ন্যায়, সর্ব্বভোজী হইয়াও অপবিত্র হন না। অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন, কখন প্রকাশিত থাকিয়া মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্তৃক আরাধিত হইয়া, দাতাগণের নিকট ভোজন করেন। অগ্নি যেমন পরের ইচ্ছায় হবিগ্রহণ করেন, মুনিগণ সেইরূপ দাতৃগণের ইচ্ছায় তাঁহাদের দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন ; তদ্দ্বারা তাঁহাদের পাপস্পর্শ হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি প্রবেশের ন্যায় আত্মা নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।

[৬] যেমন চন্দ্রকলা সকলের হ্রাস ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু "চন্দ্রমা"র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল— দেহের ; ঐ সকল পরিবর্ত্তন আত্মার নহে।

[৭] "রবি" যেমন যথাকালে জলগ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, তেমনি যোগীগণও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় সকলের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন। সূর্য্যের ন্যায় আত্মা একই। উপাধি সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থূলবুদ্ধিগণ কর্তৃক তদ্গত বলিয়া দৃষ্ট হন।

[৮] কেহ এই সংসারে অতি-প্রসঙ্গ (যত্নাদি) করিবেন না; করিলে অল্পবুদ্ধি "কপোতের" ন্যায় দুঃখ পাইবেন। কোন এক কপোত বনমধ্যে এক বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে ভার্য্যার সহিত বাস করিত। সাধ্বী কপোতী যথাকালে কয়েকটি অণ্ড প্রসব করিল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সেই অণ্ডগুলি হইতে কয়েকটী পক্ষী উৎপন্ন হইল। কপোত কপোতী আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সযত্নে পোষণ করিতে লাগিল। একদিন এক ব্যাধ আসিয়া কপোত সন্তানদিগকে জালবদ্ধ করিলে, কপোত ও কপোতী মনের দুঃখে নিজেরাও স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে পতিত হইল। বিবেক বৈরাগ্যহীন সাধারণ ভাবের সংযমী মনুষ্য এইরূপ মোহযুক্ত কপোতের ন্যায় কুটুম্ব পোষণ করতঃ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। উদ্‌ঘাটিত-মুক্তিদ্বার-স্বরূপ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও কপোতের ন্যায় যাহারা অযথা গৃহাশক্ত হয়, তাহাদিগকে আরূঢ়চ্যুত (উচ্চে আরোহণের পর পতিত) কহে।

[৯] দেহীদিগের কামনা জনিত কর্ম্মের ফলে সুখভোগ স্বর্গে হয়, দুঃখভোগ নরকে হয়; সুতরাং পণ্ডিতগণ সকাম কর্ম্মে ইচ্ছা করেন না। উদাসীনেরা "অজগরের" বৃত্তি অবলম্বন করতঃ, সুমিষ্ট হউক বা বিরস হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। যদি গ্রাস উপস্থিত না হয়, তবে দৈবই সকলের দানকর্ত্তা বিবেচনা করিয়া অজগরের ন্যায় নিরাহার ও উদ্যোগশূন্য হইয়া থাকিবেন।

[১০] মুনিগণ "সিন্ধুর" ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর দুরবগাহ্য অনতিক্রমণীয় হইবেন। নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সমুদ্রের ন্যায় কিছুর প্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে পরিবর্ত্তিত হন না।

[১১] মূর্খ ও অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ মায়া রচিত স্ত্রী, ভোজ্য ও বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে লুব্ধচিত্ত হইয়া অগ্নিতে ও মধুতে "পতঙ্গের" ন্যায় পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়।

[১২] যাহাতে গৃহপীড়ন (গৃহস্থদিগের ভার বোধ) না হয়, অথচ দেহধারণ হয়, মুনিগণ সেইরূপে অল্প অল্প ভোজন "মধুকরের" বৃত্তি (মাধুকরী) অবলম্বনে করিবেন। মৌমাছি যেমন সকল পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করে পণ্ডিতগণ তেমনি সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন।

[১৩] যুবতী স্ত্রীলোককে, এমন কি কাষ্ঠময়ী যুবতীমূর্ত্তিকেও, নিজের হিতাভিলাষিগণ হস্ত দূরে থাকুক পাদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। যুবতী স্পর্শ করিলে করিণীর অঙ্গ সঙ্গে "গজের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৪] ভিক্ষুক উদরকে মাত্র পাত্র করিবেন। সঞ্চয় করিবে না। সঞ্চয়কারী মধুমক্ষিকাগণ "মধুহা" হস্তে সঞ্চিত দ্রব্যসহ নষ্ট হয়।

[১৫] যতিগণ কখন গীত শ্রবণ করিবেন না; করিলে ব্যাধের গীতে মোহিত "হরিণের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৬] "মীন" যেমন টোপ দেখিয়া লোভে বড়িশদ্বারা বিদ্ধ হয়, তেমনি দুর্বুদ্ধি জীবগণ চঞ্চলা জিহ্বা দ্বারা রস সকলের আস্বাদন লোভে বিমোহিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যে রসনা দমন করিতে পারে না, তাহার জিতেন্দ্রিয় হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

[১৭] পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে "পিঙ্গলা" নাম্নী এক বেশ্যা ছিল। একদা সেই স্বৈরিণী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান

[কাঁচপোকাকে] ধ্যানকরতঃ তৎকর্ত্তৃক ভিত্তি মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সরূপতা লাভ করে বলিয়া কথা আছে, সেইরূপ দেহিগণ স্নেহ, দ্বেষ বা ভয় হেতু মনোনিবেশ পূর্ব্বক যাহারই চিন্তা করিবে তাহারই সারূপ্য লাভ করিতে পারে। এজন্ত সর্ব্বদা আনন্দের চিন্তাই একমাত্র আনন্দের পথ।

—একাধারে সমস্ত শক্তি পরিস্ফুট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে আদর্শের উপাদান সংগ্রহ না করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ পাওয়া যাইবে না। এইজন্যই উপগুরুর প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—"এক গুরুর নিকট হইতে কখনও সুস্পষ্ট সুস্থির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।"

১৪১। স্মৃতিশক্তি ৺মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রথমজাত সন্তান মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মহেন্দ্র দেব দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গিয়াছে। তাহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তাহার শেষ পাঠ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা। আমি অন্ধকারে তাহার হাত লইয়া আপনার অঙ্গুলি দ্বারা ঐ পঞ্চম প্রতিজ্ঞার চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিজ্ঞার প্রমাণ বলিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতেই প্রতিজ্ঞাটি পরিষ্কার রকম বুঝিয়াছিল; আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই!

"উহার পাঠাভ্যাস প্রণালী এইরূপ ছিল;—আমার সম্মুখে পাঠ্য পুস্তকটী খুলিয়া দিত আমি পড়িয়া যাইতাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দের অর্থ এবং বৈয়াকরণ অন্বয় বলিয়া দিতাম। সে তন্মনস্ক হইয়া

৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

শুনিত, তাহার পর পুস্তক বন্ধ করিয়া খেলা করিতে যাইত। পাঠ যতই কঠিন থাকুক উহাতেই তাহার আয়ত্ত হইত।

"প্রতিদিন স্কুল হইতে আসিলে কেমন 'প্লেস' রাখিয়াছিলে জিজ্ঞাসা করিতাম। সে প্রায়ই 'ফাষ্ট' থাকিত। যদি কোন দিন সেকেণ্ড কি থার্ড থাকিত এবং তাহা শুনিয়া আমি কিছু ক্ষুব্ধ হইতাম, তবে বলিত 'আর কেহ কি ফাষ্ট থাকিবে না ?—থাকুক না বাবা!'

"একদা তাহাকে রেল গাড়ীর এক কামরায় তুলিয়া দিয়া আমি অন্য কামরায় ছিলাম। উহার কামরায় ৺রাম গোপাল ঘোষের জামাতা বীরনারায়ণ বাবু উঠিয়াছিলেন। তিনি উহার সহিত কথা কহিয়া এত প্রীত এবং চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, 'এমন ছেলে কোথাও কখন দেখি নাই।'

"আমার আদেশ অনুসারে 'আলফ্রেডের জীবন চরিত' বলিয়া এক খানি কাগজ লিখিয়াছিল। লেখাটা বেশ সুপ্রণালী পূর্ব্বক হইয়াছিল। একটিও ভুল হয় নাই। পাছে সে খানি থাকিলে আমার দুঃখ বাড়ে, এই মনে করিয়া ঐ কাগজটী নষ্ট করা হইয়াছে। নষ্ট করা ভাল হয় নাই— নষ্ট করায় দুঃখ কম হয় নাই—সে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এটা অধিক-তর দুঃখ। এই মনে করিয়াই তাহার কথা গুলি লিখিলাম।"

৪২। স্থিরবুদ্ধি ও আজ্ঞাপালন ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—

"[ক] শ্রীমান গোবিন্দের ন্যায়পথে অবিচলিত বুদ্ধি বাল্যাবধিই প্রকট হইয়াছে। যখন হুগলী কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন স্ফূর্ত্তি খেলাইবার জন্য ঐ কলেজের লাইব্রেরিয়ান চেষ্টা করে। অনেক

ছাত্র এবং কোন কোন শিক্ষক পয়সা দিয়া স্ফূর্ত্তির টিকিট ক্রয় করেন। কিন্তু গোবিন্দ তাহা করিতে সম্মত হয়েন নাই। তজ্জন্য অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বালক স্থির প্রতিজ্ঞই রহিয়াছিল এবং পরিশেষে কোন শিক্ষক তাহার প্রদর্শিত যুক্তি অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহারই জয় হইল।

"[খ] শ্রীমান গোবিন্দ তাহার শিক্ষক টম্‌সন্ সাহেবের সহিত যে কথা লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন, তাহাতেও বালকের ন্যায়পরতা-বোধ অতি প্রোজ্জ্বলরূপে দৃষ্ট হয়। সাহেব মাষ্টার ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন যে শ্রেণীর মধ্যে যদি একজনও পাঠ বলিতে না, পারে সমস্ত শ্রেণীর বালকদিগকে দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। শ্রীমান এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

"[কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি টমসন সাহেব বলিতে পারিতেন যে তোমাদের পরস্পর সাহায্য প্রদান উচিত এবং সেই ঔচিত্যের পরিহার কর বলিয়াই তোমরা একের দোষে সকলেই দণ্ডার্হ, তাহা হইলে তাঁহার ছাত্রদিগের বালক কাল হইতে সহানুভূতির ঔচিত্য বোধটী অধিকতর হৃদয়ঙ্গম হইত সন্দেহ নাই। বালকদিগের নিজেদের আইনমত অধিকারের অপেক্ষা অপরের প্রতি ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্যের উপর অধিকতর দৃষ্টি পড়িত।]

"(গ) শ্রীমানের অতি নিশ্চল স্থৈর্য্যের চিহ্ন অতি বাল্যকাল হইতে দেখা গিয়াছিল। যখন প্রথম ঘোড়া চড়িতে শিখেন সহিসকে বলা হইয়াছিল সে অশ্বের রজ্জুটি স্বহস্তে রাখিয়া আস্তে আস্তে ঘোড়া কে চলাইয়া লইবে। প্রথম দিনেই সহিস ইহার অন্যথা করিয়া বালককে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া রজ্জু ছাড়িয়া দেয়। অশ্বটী অতিবেগে বালককে পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়ায়। কিন্তু বালক নির্ভীক এবং স্থির হইয়া থাকে। অনন্তর বেগ

সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্বের গলা ধরিয়া থাকে; তৎপৃষ্ঠ হইতে পতিত হয় নাই বা আর্ত্তনাদও করে নাই।

"(ঘ) শ্রীমানের মনের স্থৈর্য্য যেমন অধিক তাঁহার শরীরের স্থৈর্য্যও তদনুরূপ। আমি যখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া রুগ্নশয্যায় শয়ান ছিলাম তখন আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি ছিল না। আর কেহ আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইতে পারিত না। কিন্তু শ্রীমান সাহজিক সহানুভূতির বলে আমার কোথায় কিরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা বুঝিয়া স্থির দৃষ্টি এবং অবিচলিত হস্ত সাহায্যে আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি করাইয়া দিতেন। আমার কোন ক্লেশানুভব হইত না। সুপুত্রের সেবা যে কেমন পদার্থ তাহা আমি শ্রীমানের স্থানে প্রাপ্ত সেবা হইতেই জানিয়াছি।

"(ঙ) শ্রীমানের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য বিবেক এবং আজ্ঞাপালন শক্তির চরম দৃষ্টান্তটি না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাঁহার প্রথম জাত সেই দেবতুল্যরূপ 'নরদেব' তাঁহার কত আদরের ধন। যখন কলিকাতায় সে গেল, আমি বাটী আসিয়া বলিলাম, 'বধুমাতাকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস, কিন্তু বধুমাতা অন্তর্ব্বত্নী; এ অবস্থায় এই সাংঘাতিক দুঃসমাচার তাঁহাকে দিওনা। আপনার মুখমণ্ডলে দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ হইতে দিওনা।' শ্রীমান তাহাই করিলেন। 'ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোঽপ্যাকার বিভ্রমঃ।' রাজ্য পাইবে না বনে যাও—দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা মাত্র বলিয়াছিলেন। আমি আমার গোবিন্দ দেবকে তাহা অপেক্ষা কঠিনতর অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম,—'তোমার পুত্রটী গিয়াছে, মুখে শোকের চিহ্নমাত্র আসিতে দিওনা।'

"(চ) শ্রীমান গোবিন্দ দেবের ধৈর্য্যশীলতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং তপস্যা-পরায়ণতা যে অসাধারণ তাহা তাঁহার বক্সার স্থিতি কালের ব্যবহার স্মরণ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ইংরাজী ১৮৮৩।৮৪ অব্দে তিনি

ব্রহ্মচর্য্যে থাকেন। ঐ সময় তাঁহার মধুমেহ পীড়ার শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় ব্যবস্থা করা হয় যে, একবৎসর জল লবণ মিষ্ট দ্রব্যাদি ত্যাগ করিবেন এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযতাচারে থাকিবেন। তিনি বর্ষাধিক কাল ঐ ব্রত দৃঢ় ভাবে পালন করিয়াছিলেন; মধুমেহের সকল চিহ্নই তাঁহার শরীর হইতে গিয়াছিল। শরীর পুষ্ট হইয়াছিল এবং প্রস্রাব পরীক্ষায় চিনি দেখা যায় নাই। আমার পরিচিত অপর কোন ব্যক্তি সে রূপ কঠিন ব্রত পালন করিতে পারেন বলিয়া আমার বোধ নাই। অনুমান হয় আমার পিতৃদেব পারিতেন।"

১৪৩। দীর্ঘসূত্রিতা অসত্যাচরণ।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য্য করার অভ্যাস ছিল। আলস্যনাশ ও নিয়মানুগামিতার স্থাপন এতদ্দ্বারা অনেকটা হইয়াছিল। এখন উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এখনও ঠিক মুহূর্ত্ত দেখিয়া সন্ধি পূজার ব্যবস্থা করান, ঠিক লগ্নে বিবাহাদি দেওয়ান, বারবেলা প্রভৃতি বাছিয়া কোথাও যাত্রা করেন তাঁহারাও সাধারণতঃ ঠিক সময়ে কথামত দেখা সাক্ষাৎ বা কাজ কর্ম্ম করেন না, এবং "আজ নয় কাল" বলিয়া অপরের সময় নষ্ট করিয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন না। ইহায় মূল আলস্য এবং সত্য রক্ষায় অমনোযোগ; সুতরাং ইহা খুবই দোষের অবস্থা।

(ক) কয়েক বৎসর হইল এক ব্যক্তি স্বদেশী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল রেলওয়ে দিয়া তারকেশ্বর হইতে ফিরিয়াছিলেন। সে দিন তারকেশ্বর হইতে ট্রেণ ছাড়িবার নির্দ্ধারিত সময় আধ ঘণ্টা পার হইয়া গেলেও ড্রাইভার এবং গার্ড (দুই জনই বাঙ্গালী হিন্দু) পান তামাক খাইতেছেন ও গল্প করিতেছেন দেখিয়া উক্ত যাত্রী গার্ডকে বলিলেন, "মহাশয়, সঙ্গে

মেয়ে ছেলে আছে; সেওড়াফুলি দিয়া এখানে আসিয়াছিলাম; শুধু সাধ করিয়া এই রেলে ফিরিয়া যাইতেছি; যদি মগরায় বড় লাইনের গাড়ী ধরিতে না পারি, আমাদের বড়ই অসুবিধা হইবে। ট্রেণ-টাইম অনেক-ক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে।" গার্ড বলিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ট্রেণ ঠিক পাইবেন।" ইহার পরও পনর মিনিট ধরিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিলেন। উহাঁরা একটুও বুঝিতে পারিলেন না যে, নির্দ্ধারিত সময়ে ট্রেণ না ছাড়াটাই বিষম দোষ, উহা "অসত্যাচরণ।" অবশেষে গার্ড এবং ড্রাইভার ট্রেণ ছাড়িলেন এবং একটু বেশী জোরেই গাড়ী চালাইলেন। মগরার কাছে কাছে গিয়া এঞ্জিনের সামনের চাকা রেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হালকা এঞ্জিন; চারিজন লোকে একটা কাঠ (শ্লীপার) রেলের উপর পাতিয়া তাহার উপর দিয়া আর একটা কাঠ এঞ্জিনের তলায় যোগাইয়া চাড়া দিতেই এঞ্জিনের চাকা পুনর্ব্বার রেলের উপর আসিয়া ঠিক বসিল; কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের গাড়ী এই সব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনেক যাত্রীই রাত্রে কষ্ট পাইলেন।

(খ) এক সময়ে ঐ ব্যক্তি বখতিয়ারপুর-বেহার লাইট-রেলওয়ে দিয়া বেহার যাইতেছিলেন। ওয়েনা ষ্টেশনে গার্ড ট্রেণ ছাড়িবার জন্য পুনঃ পুনঃ হুইসেল দিলেও ড্রাইভার গাড়ি ছাড়িল না। তখন অগত্যা গার্ড এঞ্জিনের কাছে গেলেন। ড্রাইভার তখন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ভিস্তির গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিল। গার্ড উহাকে ভর্ৎসনা করায় পরস্পরে সম্পর্ক পাতাইয়া বেশ গালিগালাজ হইল! দীর্ঘসূত্রিতা, অসত্যাচরণ এবং আদেশ অমান্যের সহিত ইতর ভাষায় সম্মিলন হইল! এ ক্ষেত্রে দুইজন কর্ম্মচারীই বিহারী মুসলমান ছিলেন।

(গ) অনেক বৎসর হইল ঐ ব্যক্তি একদিন কলিকাতায় গ্রেট ন্যাশা-নাল থিয়েটারে বৈকালের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনটার সময়

অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা; সেদিন পাঁচটায়ও আরম্ভ হয় নাই। দর্শকগণ অসহিষ্ণু হইয়া "ম্যানেজার, ম্যানেজার" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন; হঠাৎ শিস দিয়া যবনিকা (ড্রপসিন) উঠিয়া গেল। ম্যানেজার বাবু—টেড়িকাটা কোঁচান চাদর গলায়, বেশ সুপুরুষ—রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান! কি বলেন শুনিবার জন্য সকলেই কৌতূহল পরবশ হইয়া চুপ করিল। ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, এই থিয়েটার আপনাদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসারে আপনাদের স্বজাতীদিগের পরিচালিত। এদেশে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিতেরা তিনটার সময় আইসেন; সুতরাং তিন-ঘণ্টার তফাৎ এদেশে ধর্ত্তব্যই নয়। তিনটার সময় অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সত্য; কিন্তু যখন ছয়টা এখনও বাজে নাই তখন আপনারা এখন হইতেই এত উতলা হইতেছেন কেন? এটাত লুইসের চৌরঙ্গী থিয়েটার নয় যে, নয়টা বলিলে ঠিক নয়টা। এ যে আপনাদের গ্রেট—ন্যাশানাল—থিয়েটার? অতএব মহোদয়গণ! কুরুধৈর্য্যং।" লোকে এই সকল কথা থিয়েটারের প্রহসন হিসাবে ধরিয়া লইয়া খুব হাসিল এবং "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" বলিয়া চীৎকার করিল; কিন্তু এ সকলের সহিত ডাকগাড়ির কাল্‌কা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত ষ্টেশন সকল ঠিক সময়ে প্রতি ষ্টেসন পার হওয়ার তুলনা করিয়া ভাবা উচিত!

ইউরোপীয়েরা সময়ে আহার করেন, সময়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, সময়ে কমিটীতে উপস্থিত হন; যখন যাহা স্বীকার করেন সময়মতই তাহা করিয়া থাকেন। এই সকল সত্যাচরণের ফলে অনেক কাজ নির্ব্বিঘ্নে ঘটে। কার্য্যের ভারও পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহাঁদেরই লাভ হইতেছে।

ষড়্ দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রাতন্দ্রা ভয়ং ক্রোধং আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

১৪৪। সময় ঠিক রাখা মিঃ অ্যাডাম্‌স।

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ রাজনৈতিক মিঃ অ্যাডাম্‌স কংগ্রেসে ঠিক নির্দ্ধারিত মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতেন। হলের ঘড়ির ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইতেই তাঁহাকে দেখা যাইত। একদিন কংগ্রেসের ঘড়িতে অধিবেশনের নির্দ্ধারিত সময়ে ঘড়ি বাজা শেষ হইল, অথচ মিঃ অ্যাডাম্‌সের দেখা নাই। সকলেই মিঃ অ্যাডাম্‌সের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবিলম্বেই মিঃ অ্যাডাম্‌স আসিলেন এবং নিজের ঘড়ি খুলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে সময় দেখাইয়া নিজ স্থানে গিয়া বসিলেন। অধিবেশন শেষে কর্ম্মচারী সভ্যগণকে বলিতে বাধ্য হইলেন, "অনুসন্ধানে জানিলাম যে কংগ্রেসের ঘড়ি এক মিনিট ফাষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মিঃ অ্যাডাম্‌স ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটার অপেক্ষাও তাঁহার উপর সময় সম্বন্ধে অধিক নির্ভর করা যায়।

১৪৫। সময় ঠিক রাখা ওয়াশিংটন।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের স্থাপয়িতা মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সেক্রেটরী তাঁহার নিকট নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে দুইদিন একটু একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দু দিনই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ঘড়ি ঠিক ছিল না সেইজন্য বিলম্ব হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন ওয়াশিংটন বলেন, "ভাই! এ ভাবে আর চলিবে না; হয় তুমি একটি নূতন ঘড়ি সংগ্রহ কর; নয় আমি একজন নূতন সেক্রেটরীর সন্ধান করি।"

১৪৬। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অপব্যয়।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র যখন হাবড়ার

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন ৺বঙ্কিম বাবু এবং ৺গৌরদাস বসাকও তথায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। কাছারী বন্ধ হইবার পর এক এক করিয়া তিন জনেই ভাড়াটে গাড়ী ডাকাইয়া রওনা হইলেন। ঐ দিন পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কোন কার্য্যের জন্য রেভেনিউ বোর্ডে গিয়াছিলেন; তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায় সময় হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২।॰ টাকা পড়ে। পূজ্যপাদ মহাশয়ের পুত্রেরা মাসের শেষে তাঁহাকে খরচের খাতার নকল পাঠাইয়া দিতেন। উহা চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের খাতায় আঁটা হইত। ঐ হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২॰ দেখিয়া পূজ্যপাদ মহাশয় আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন, "হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়াই কলিকাতার কাজে অন্য দিন যাই, কিন্তু ঐ দিন দুই জন ডেপুটী গাড়ী ডাকানয় তাঁহাদের সমক্ষে আমিও গাড়ী ডাকাইয়া ফেলিয়াছিলাম।" পূজ্যপাদ মহাশয় তখন আর কিছুই বলিলেন না। পর বারের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতা পুত্রে চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইল, তখন জানাইলেন যে, সে দিন তিনি সেই বয়সে হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়াছেন এবং খরচ বাঁচাইয়াছেন। বলিলেন "অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রই অপব্যয়।"—পুত্রের সকল ভ্রম কাটিয়া গেল।

ঐ সময়ে তিনি আরও বলিলেন "নিজের শরীরের উপর ব্যয় সঙ্কোচে লজ্জার কারণ নাই। সৎপথে—নিবৃত্তির পথে—যখন চলিবে তখন নিন্দা বা লোকলজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মত সৎপথে যায়, সে জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান কেন?"—উত্তর "চতুর্থ শ্রেণী নাই বলিয়া।" ইহাতে ধনী ইংলণ্ডের অনেক উপকার হইয়াছে—আর আমরা দরিদ্র

সাবেক মোটা চাল চলন ছাড়িয়া "কাঙ্গালের ঘোড়ারোগে" পড়িতেছি। চটী পায়ে দোবজা গায়ে পদব্রজে আগত পবিত্র চরিত্র মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়াই এ দেশের আদর্শ ছিল,—অর্থাৎ বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রই এদেশে মান্যের স্থান ছিল।"

১৭৭। পণ্ডিতের সম্মান ও সাহায্য বিশ্বনাথ ফণ্ড।

পূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাইকপাড়া রাজবাটী হইতে বার্ষিক ৫০ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যে সিধা আসিত এবং অন্যত্র নিমন্ত্রণের বিদায় যাহা পাইতেন তাহাতে সাধারণতঃ সংসার চলিয়া যাইত; কিন্তু পুত্রের ঈপ্সিত ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে ঐ পঞ্চাশ টাকা তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। বাঙ্গালায় সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হইলে ঐ রাজবাটীর কেহ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, "একটা নূতন কিছু করো" এই বিধির বশবর্ত্তী হইয়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজবাটী হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন তাঁহারা যেন ৺শারদীয় পূজার পরের দ্বাদশীর দিন বৃত্তি লইয়া যান; বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গেলে একটু অসুবিধা হয়। এই বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় ঐ বৃত্তি লইতে আর কখন যান নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যে ইহা ঢেঁটরা দিয়া কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য কাঠগড়ায় পোরার অনুরূপ ব্যবস্থা; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গেলে বাড়ী পবিত্র হইল বলিয়া বোধ না হইয়া যে বাড়ীতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ হয়, সে বাড়ী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদার্পণের উপযুক্ত স্থান নহে—তাহা ভক্তিমান্ হিন্দুর বাড়ী নয়। তিনি ঐ কথা পাইকপাড়ায় জানান নাই বা সাধারণতঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ঐ বৃত্তি ত্যাগ করায় তাঁহার সাংসারিক কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

এই ঘটনাটি পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়ে বরাবরই জাগরূক ছিল। উত্তরকালে গভীর স্বদেশহিতেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি সনাতন- ধর্ম্মের মহোচ্চশিক্ষার জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের রক্ষার সহায়তার জন্য এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার সম্পত্তি দিয়া তাঁহার পিতার নামে "বিশ্বনাথ ফণ্ড" স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় কতকগুলি জ্ঞানী, সাধক এবং আদর্শচরিত্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে বিদ্যমান থাকিতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হইতে পারে না ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি উহাঁদের সাহায্য ও সম্মানার্থ বার্ষিক ৫০৲ টাকা "মনি-অর্ডার" দ্বারা দেশে বিদেশে অধ্যাপক পণ্ডিতদিগকে, তাঁহাদের ঘরে ঘরে সিধা পাঠানর ন্যায়, পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বাটীতে বা ট্রষ্টফণ্ডের আফিসে অধ্যাপকগণের আসিবার প্রয়োজনই রাখেন নাই। প্রথম বৎসরের বৃত্তি তালিকা "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশ করিবার জন্য যখন কর্ম্মচারী মুসবিদা করিয়া আনেন—"এ বৎসর যে যে অধ্যাপক মহাশয়দিগকে বর্ষসাধ্য "বিশ্বনাথ বৃত্তি" দেওয়া গেল তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে", তখন পূজ্যপাদ মহাশয় বলেন "দেওয়া গেল বলিয়া কি লিখিয়াছ? লেখ—'যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই বর্ষসাধ্য বিশ্বনাথ বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন।' 'সর্ব্বংতু ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতিগতং'—ইহা মনুর উক্তি। তাঁহাদের জিনিষ তাঁহারা লইবেন; তাঁদের দিতে পারে এমন কে আছে?"

১৪৮। সত্যকথন

সুলতান ও ফকির।

কোন প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী সুলতানের সহিত একজন ফকিরের হঠাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। ফকির বলিয়াছিলেন "ভাই! সকল মানুষেরই এমন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা কর

উচিত যে, কেহ কখন যেন তাহাকে ক্রূরমতি, স্বার্থপর বা পাপাত্মা বলিতে অধিকারী না হয়।" ইহাতেই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান ঐ ফকিরের 'রাজোদ্রোহী-জিহ্বা' কাটিয়া দিবার আজ্ঞা করেন। তখন ফকির বলিয়াছিলেন, "হে প্রিয়! অপরের উপকারী কথা এবং সত্য কথা নির্ভয়ে বলা তপস্যার একটী অঙ্গ; সেই জন্যই ঐ কথাগুলি তোমাকে বলিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া লইয়াছি। যাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় জিহ্বার আবশ্যক হয় না, যাঁহার কাছে মনের নিবেদনে এবং প্রাণে যাঁহার উপলব্ধিতে অপার আনন্দ লাভ হয়, এখন তাঁহার নিকট আমাকে, মৌনব্রত ধারণ করাইয়া, সমর্পণ করা সম্বন্ধে তোমার এই প্রস্তাবে আমি কেন আপত্তি করিব? আমার জিহ্বা এখনই কাটিয়া লও।"

১৪৯। দেশের উন্নতি   আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের।

কথিত আছে যে ইউরোপীয়েরা যখন আমেরিকায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন আদিম আমেরিকদিগের একজন পরম স্বদেশভক্ত গোষ্ঠীপতিকে তাঁহারা ইউরোপে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের সভ্যতা এবং সমৃদ্ধি দেখিয়া দিবারাত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন "হে জগদীশ্বর! আমার দেশও যেন এইরূপ হয়।" স্বপ্নে সর্ব্বদাই প্রত্যাদেশ পাইতেন "তাহাই হইবে।" বহুবর্ষ পরে তাঁহাকে আমেরিকায় ফিরিয়া লইয়া গেলে, তিনি দেখিলেন যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় তাঁহার দেশে বসবাস করিতেছেন; ইউরোপের ন্যায় বন্দর ও নগর ও বাড়ী বাগান হইয়াছে; কিন্তু তাহার ত্রিসীমানার মধ্যে একজনও আদিম ইণ্ডিয়ানকে দেখিতে পাওয়া যায় না; তাঁহারা দূরবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে বিতাড়িত! ক্ষোভে ভগবানের উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া বন্দী ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীপতি বলিতে লাগিলেন—'হায় ভগবান! এ কি হইল?

আমার স্বজাতীয় সকলের আর দেখা নাই কেন? আপনার প্রত্যাদেশ যাহা পাইতাম তাহা মিথ্যা হইল কিরূপে?" সে রাত্রে প্রত্যাদেশ পাইলেন "তোমার দেশের অবস্থা ইউরোপের ন্যায় হয়, তুমি ইহাই চাহিয়াছিলে; দেশের অবস্থা ঠিক ইউরোপের মতই হয় নাই কি? তেমনি কফ, কলার, নেকটাই, হ্যাট, বুট, কোট-প্যাণ্টধারী, চপ-কটলেট-ভোজী অধিবাসী; তেমনি নগর বন্দর, রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা, ঘর, বাড়ী, ঘোড়া গাড়ী—এ সবই ত ঠিক ইউরোপের মত! তুমি কল্পনা চক্ষে দেশের জন্য যাহা দেখিতে এবং আমার নিকট চাহিতে তাহাই ত পাইয়াছ! শুধু 'দেশের' উন্নতি চাহিলে তাহাতে 'দেশীয়ের' প্রকৃত উন্নতি আসে না।"

আমরাও যেন "দেশের" উন্নতি মাত্র না চাই। তাহা চাহিলে শুধু রাস্তা ঘাট, কলকারখানা, বাটীঘর, সহর বন্দর বেশভুষা এদেশেরও আমেরিকার ন্যায়ই উন্নত হইতে দেখিতে থাকিব। আমরা যেন দেশীয়ের ধর্ম্মোন্নতি মাত্র প্রার্থনা করিতে থাকি। তাহা হইলেই স্বদেশীয়েরা হ্রস্বগৃহে, স্থূল-বস্ত্রে, ধান্য-যব-গোধূমশালী থাকিয়া এবং সুস্থদেহে ও সুস্থমনে 'ভাললোক' হইয়া ভারতের এই যুগ-প্রলয়েও বিলুপ্ত হইবে না। ধর্ম্মই রক্ষা করেন। বাহ্য সভ্যতা বিলাসিতার মূর্ত্তি বিশেষ। তাহা আভ্যন্তরিক উন্নতি ঘটাইয়া জাতীয় জীবনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারে না। ইউরোপীয়-দিগের স্বজাতি প্রেম, দলবন্ধন ক্ষমতা, সমাজের জন্য আত্মত্যাগ, কার্য্যে উত্তম ও সত্যপালন এত অধিক যে ঐ সকল ধর্ম্ম প্রকৃত আভ্যন্তরিক শক্তি জন্মাইয়া এতটা বাহ্যসভ্যতার বৃদ্ধি সত্ত্বেও উহাঁদের এখনও চালাইয়া লইতে পারিতেছে।

১৫০। ব্রাহ্মণত্ব কিসে লোমশ মুনির কথা।

লোমশ মুনির শরীরে বড় বড় লোম ছিল। তিনি ভগবানের আরাধনা

করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, ঐ লোম সকল যেন শরীর হইতে খসিয়া যায়। দৈববাণী হইল "ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন কর।" মুনি অনেক ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাইলেন; লোম খসিল না। পুনর্ব্বার আরাধনা আরম্ভ করিলেন। দৈববাণী হইল, "ব্রাহ্মণ-বংশীয়ের উচ্ছিষ্ট খাইলে কাজ হইবে না; ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা চাই; চণ্ডালপল্লীর হরিগতপ্রাণ হরিদাসের উচ্ছিষ্টে কাজ হইবে।" মুনি হরিদাসের নিকট উচ্ছিষ্ট যাচ্ঞা করিলেন; সে কোন মতেই তাহা দিতে স্বীকৃত হইল না; সপরিবারে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল। অগত্যা মুনি একদিন হরিদাসের ভোজনের পর পরিত্যক্ত ভোজনাবশিষ্ট কতকগুলি অন্নকণা তুলিয়া গোপনে লইয়া গেলেন, এবং তাহা ভোজন ও গাত্রে লেপন করিলেন। লোম সকল ঝরিয়া গেল এবং সুন্দর সুস্থ দেহ হইল।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি চণ্ডালাধমঃ॥"
"মুচি হলেও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

যাহাতে বৃত্ত বা সদাচার এবং চরিত্রের দৃঢ়তা লক্ষিত হয় সেই ব্রাহ্মণ।

১৫১। সম্মানার্হ কে স্যর অ্যাশলী ঈডেনের উক্তি।

স্যর অ্যাশলী ঈডেন সাহেব যখন বাঙ্গালার ছোটলাট তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব দুঃখ করিয়া বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "মুন্সেফেরা ও সদরআলারা আমাকে সম্মান দেখাইতে আসেন না।" উত্তরে ঈডেন সাহেব গবর্ণমেণ্ট রিজোলিউশনে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন যে "সম্মান" পদার্থটী দাবী করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বলপূর্ব্বক আহরণ করা যায়

না। সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি স্বতঃই সম্মান আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

পরবর্ত্তী ছোটলাটগণ অনেকেই লর্ড অকলণ্ডের ভাগিনেয় এবং নীল-করদিগের হস্ত হইতে দরিদ্র প্রজা রক্ষাকারী,ঈডেন সাহেবের ন্যায় স্পষ্ট-বাদিতা বা তেজস্বিতা দেখাইতে পারেন নাই। ঈডেন সাহেবের আমলের পরে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যে মুনসেফ ও সদর আলারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিতে যাইতে বাধ্য।

যে যাহা হউক ভারতের ব্রাহ্মণ এবং সৈয়দ সন্তানদিগের সম্মান জন্য সেরূপ রাজাদেশ প্রচারিত হওয়ার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সম্মা-নের দাবী ছাড়িয়া দিয়া উঁহাদের আপনাপন চরিত্রগুণেই সম্মান আকর্ষণ চেষ্টা করা সুসঙ্গত। যে শ্রেণীর মধ্যে ভাল লোক অধিক সেই শ্রেণীরই সম্মান অধিক। এ বিষয়ে আসল কথা এই, যে বাহ্য সম্মানাদির লোভ ছাড়িয়া দিয়া সকল মনুষ্যেরই—যে শ্রেণীর বা যে অবস্থার হউন না—নিজের আচার ব্যবহারের ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রত থাকা উচিত। উহাতেই মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নতি ঘটা সম্ভব। মহাবীর কর্ণ বলিয়া গিয়াছেন—

'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষং।'

১৫২। বিনয়ের কারণ — নিজের গুণ।

একদা কোন কৃষক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পুত্রকে দেখাইয়া দিয়াছিল যে, যে সকল গোধূমের দানা খুব পুষ্ট সেগুলি ভারে নত; যে গুলি খুব খাড়া সেগুলির শীষে গোধূম কম—তুঁষ অধিক। সমকক্ষের নিকটে বিনীত থাকায় সৌজন্য। গুরুজনের সম্বন্ধে বিনয়ের অভাবে এবং বিক্রম প্রকাশে আভ্যন্তরিক শক্তির ও হিতাহিত জ্ঞানের অভাবই দেখায়।

১৫৩। স্বাবলম্বনে রুচি — সোমদেব।

যখন তিন বৎসর মাত্র বয়স তখন দেশীয় প্রচলিত ছেলে ভুলান গল্প

শুনিতে শুনিতে সোমদেব তাহার কিছু কিছু শিখিয়াছিল। প্রচলিত গল্পে আছে যে, এক বুড়ী লোকের চাউল ছাঁটিয়া যে ক্ষুদ পাইত তাহা খাইয়াই চালাইত। ঘরে একটা কলসীতে কিছু ক্ষুদ জমা করিয়াছিল; তাহা চোরে চুরি করায় সে রাজার কাছে পাঁচ পেয়াদার জন্য চলিল; পথে বলিতে লাগিল;—

আমি চালটি কাঁড়ি, ক্ষুদটি খাই, তাও নিয়ে যায় চোরে!
রাজার দরবারে যাব পাঁচ পেয়াদার তরে॥

সোমদেব এই গল্পটি বলিবার সময় তাহাতে নিজের রচনা প্রবেশ করাইত! সে শেষের লাইনটি পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিত;—

চালটি কাঁড়ি ক্ষুদটি খাই তাও নিয়ে যায় চোরে।
আমি চোরকে মারবো ধোরে॥

ইহার পর ব্যাং, শিঙ্গিমাছ, বেল, ক্ষুর, গোবর প্রভৃতির পেয়াদা হওয়ার প্রচলিত গল্পাংশের কিছুই সে বলিত না। উহার এই পরিবর্ত্তিত গল্প শুনিয়া উহার পূজ্যপাদ পিতামহদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন "এ ছেলে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না। ইহার আত্মমর্য্যাদা বোধ অত্যন্ত অধিক। ইহার মতে বুড়ীর পেয়াদার জন্য অপরের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন; চোরকে ধরিয়া মারাই তাহার উচিত ছিল।"

প্রকৃত পক্ষেই সোমদেব কখন কাহার নিকট কিছুরই প্রার্থী হয় নাই!

১৫৪। সহজাত শিষ্টাচার সোমদেব।

যখন তিন বৎসরেরও কম বয়স তখন একদিন সোমদেব দৌড়িয়া আসিতেছিল। ঘরে ঢুকিবার পথের দুই পার্শ্বে উহার পূজ্যপাদ পিতামহ-দেব এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় দুইখানি চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, মধ্যের চওড়া পথ দিয়া না গিয়া সোমদেব

তাহার পিতামহদেবের চেয়ারের পিছন দিয়া কোনরূপে পার হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "দুজনের মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়া যে অশিষ্টাচার তাহা এই শিশু কিরূপে বুঝিল এবং অত দৌড়িয়া আসিতে আসিতে কিরূপে এত সহজে গতি ফিরাইয়া লইল!"

১৫৫। সভক্তিক আজ্ঞানুবর্ত্তিতা সোমদেব।

সাত বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে সোমদেব তাহার পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনসহ কলিকাতা যাইবার জন্য হুগলী ষ্টেসনে গিয়াছিল। পিতা প্ল্যাটফর্ম্মের একখানি বেঞ্চে উহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিয়া থাক; আমি না ডাকিলে উঠিও না।" পিতা টিকিট কিনিতে ও মালপত্র ওজন করাইতে ব্যাপৃত হইলেন। পরে ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে সকলে ট্রেণে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গাড়ীর দরজা খুলিয়া উঠিবার সময় সোমদেব সকলের সঙ্গে নাই দেখিয়া পিতা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন যে, বালক তথা হইতে অনেকটা দূরে একাকী সেই বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার উজ্জ্বল সোৎসুক চক্ষু দুটি পিতার দিকে নিবদ্ধ! পিতা দৌড়িয়া গিয়া উহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসায় বালক উত্তর দিল, "আপনার ডাকের অপেক্ষায় বেঞ্চ হইতে উঠি নাই।" পিতার মনে হইল "তবে ত বাঙ্গালীর ঘরেও কাসাবিয়াঙ্কা জন্মিতে পারে!"

১৫৬। পিতৃভক্তি ও স্বদেশী প্রীতি সোমদেব।

সোমদেবের যখন ১৭ বৎসর বয়স তখন বাড়ীর একটী ছেলের বিবাহ সম্বন্ধ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াও কনের রং ময়লা বলিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কথা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া সোমদেবের পিতা কন্যার

৺সোমদেব মুখোপাধ্যায়।

Indian Art School, Calcutta.

পিতাকে জানান, যে, বাড়ীর অন্য কোন ছেলেকে তিনি পছন্দ করিলে সে বিবাহ হইতে পারে।—ফলে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু ঐ সময়ে কেহ সোমদেবকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সোমদেব বলিয়াছিল, "শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যের জন্য স্বেচ্ছায় ১৪ বৎসর বনে গিয়াছিলেন। আর আমি ভাল লোকের কাল মেয়ে বাবার কথায় বিবাহ করিতে পারিব না? আর তা ছাড়া দু এক পোঁচ রংএর প্রভেদ জন্য যদি আমরাই স্বদেশীকে এত ঘৃণা করি, তবে ইউরোপীয়েরা অনেক পোঁচ প্রভেদ জন্য আমাদের কেন ঘৃণা করিবেন না?"

১৫৭। নির্ভরতায় শান্তি সোমদেব।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগেও সোমদেব ঔষধ পথ্য সেবন সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার মনে অণুমাত্র বিচলিতভাব দেখা যায় নাই। যখন যাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন তখনি তাঁহার প্রতি বিশিষ্টরূপে বিশ্বাসবান হইয়া তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শুশ্রূষার ভার আত্মীয় স্বজনে, চিকিৎসার ভার চিকিৎসকে এবং পরকালের ভার শ্রীভগবানে একেবারে নির্ভরে সমর্পণ করাতেই রোগের যন্ত্রণাতেও তাঁহার নিশ্চিন্ত ভাব এবং হাসিমুখ বরাবরই দেখা গিয়াছিল।

১৫৮। নিস্পৃহতা পরমহংসদেবের মাতা।

শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের মাতা ঠাকুরাণী শেষাবস্থায় গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর কালীবাটীতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস দেবের পরম ভক্ত রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর বাবু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, পরমহংস দেবের সকল আত্মীয়েরই কিছু কিছু সংস্থান করিয়া দিবেন। পরমহংস দেবের মাতার নিকট ঐ বিষয়ে ইচ্ছা

সদালাপ।

প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "বাপু! আমি খুব সুখে আছি, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি এবং মায়ের প্রসাদ পাইতেছি আমার কোন অভাব নাই।" ইহার পরেও মথুর বাবু পুনঃ পুনঃ 'কিছু' গ্রহণ করিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলিয়াছিলেন "আচ্ছা! তবে তুমি আমাকে দুই পয়সার দোক্তা তামাক কিনে দিও।" মথুর বাবু সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠেন, "এমন না হইলে আপনার উদরে উনি জন্ম লইবেন কেন!"

১৫৯। মঙ্গলময়ের ব্যবস্থা মৌলবীর শিক্ষালাভ।

পৃথিবীতে অনেক মন্দ লোকে কেন সুখভোগ করে এবং ভাল লোকে কেন দুঃখ পায় তাহার কারণ কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া, কোন মৌলবী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মঙ্গলময়! আপনার ব্যবস্থায় অবশ্য :অবিচার নাই। কিন্তু লোকে যখন বলে 'মৌলবী সাহেব অমুক পাপীর এত সুখ কেন, এবং অমুক পুণ্যবানের এত দুঃখ কেন,'—তখন আমি তাহাদের কারণ বুঝাইয়া দিতে পারি না। আমাকে বুঝাইয়া দিন।" ভক্ত মৌলবী একদিন স্বপ্নে দৈববাণী শুনিলেন, "রাত্রিশেষে নদীতীরে গেলে একজন যুবককে দেখিতে পাইবে, তাহার সহিত কয়েকদিন ঘুরিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে।"

মৌলবী প্রাতে নদীতীরে গিয়া দেখিলেন যে একটী পরম সুন্দর যুবক ফকীর নদীতীরে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইলেন "আমার বিশ্বাস যে ভগবান সকলেরই ভালর জন্য সুখ এবং দুঃখ দিয়া থাকেন; তিনি যে মঙ্গলময়! আপনি জ্ঞানী এবং বহুদর্শী বৃদ্ধ; আপনি কেন আমার কাছে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" মৌলবী তখন বুঝিলেন যে, ইহাঁরই সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে আদেশ।

যুবককে জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন "নদীর অপর পারে গিয়া কয়েকটী গ্রামে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে মনস্থ করিয়াছি।" মৌলবী উহাঁর সঙ্গে থাকিতে চাহিলে যুবক ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার সঙ্গে যদি থাকেন তাহা হইলে আমার কোন বিসদৃশ আচরণ দেখিলেও কোন কথা বলিতে পাইবেন না। আমি আপনার সঙ্গ প্রার্থনা করি নাই; আপনিই আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেছেন; বিবাদ করিবার জন্য সঙ্গ লইবেন না।" মৌলবী স্বীকার করিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে আপত্তি করিবেন না।

[ক] উহাঁরা দুইজনে নৌকায় উঠিলে মাঝি দুইজন নৌকাখানি নদীতে ছাড়িয়া দিল। নৌকা নদীর মাঝামাঝি যাইবামাত্র যুবক মাঝিমাল্লা দুই জনকেই এক এক ধাক্কায় জলে ফেলিয়া দিয়া নিজে হাল ধরিয়া নৌকা পরপারে লইয়া গেল।

[খ] পারে উঠিয়া যুবক নিকটবর্ত্তী একগ্রামে কোন ধনবানের দ্বারে গিয়া মধ্যাহ্নে থাকার স্থান এবং আহার্য্য প্রার্থনা করিল। গৃহস্বামী দেখা করিল না; দ্বারবান দ্বারা দুর্ব্বাক্য বলিয়া পাঠাইল।

[গ] পথিকেরা অন্যগ্রামে একজন ধনবানের বাড়ী সন্ধ্যাকালে গেলে গৃহস্বামী যথেষ্ট সমাদর করিয়া উহাদের পরিচর্য্যা করিলেন; এবং উৎকৃষ্ট রত্নখচিত কটোরাতে উহাঁদের আহার্য্য দিলেন। রাত্রি শেষে যুবক, মৌলবীকে শয্যা হইতে উঠাইল এবং পুনর্ব্বার সেই কৃপণের বাড়ী গেল। কৃপণের দ্বারবান বলিল, "আবার কেন আসিয়াছ?" যুবক বলিল, "কোন বহুমূল্য দ্রব্য তোমার মনিবকে দিবার জন্য আসিয়াছি। সম্বাদ দাও। আজ তিনি দেখা করিবেন।" কৃপণ পথিক-দিগকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া লইয়া গেলে যুবক দুইটী সুন্দর ও বহুমূল্য রত্ন কটোরা ঝুলি হইতে বাহির করিয়া কৃপণকে দিল। মৌলবি

দেখিলেন যে, 'ঐ দুইটী বিগত রাত্রের আতিথ্যসৎকারীর দ্রব্য ; যুবক ভাল লোকের নিকট হইতে জিনিস চুরি করিয়া লইয়া মন্দ লোককে দিল! কৃপণ বলিল "এ যে বহুমূল্য দ্রব্য। আমায় শুধু শুধু দিতেছেন কেন ?" যুবক বলিল "যে ব্যক্তি যাহা কাতরভাবে চাহিতেছে, সে ব্যক্তিকে তাহা দিতে পারায় যে বড় সুখ! ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, ধনাভিলাষীকে ধন, জ্ঞানাভিলাষীকে জ্ঞান, মোক্ষাভিলাষীকে মুক্তির উপদেশ দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেই তাহার আনন্দের অংশ পাওয়া যায়। আমি ফকীর আমি রত্নকটোরা লইয়া কি করিব? আপনি ইহার আদর জানেন।"

[ঘ] ইহার পর যুবক ও মৌলবী একজন ভদ্রগৃহস্থের বাটী গেলেন। সেখানে তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহাদের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ১৯।২০ বৎসরের ছেলে—যেমন রূপ তেমনি গুণ। যেমন সুগৌর কান্তি, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, উজ্জ্বল চক্ষু, পাতলা ঠোঁট, শুভ্র মুক্তাপাঁতির ন্যায় দন্ত, তেমনি খুসি খুসি মুখে সংযত মিষ্টবাক্য, হিতাহিত জ্ঞান, আস্তিক ভাব, ধ্যানে আসনে ক্ষমতা, এবং জ্ঞানের ভক্তির ও প্রীতির সুমিশ্রণ! ঐ গৃহস্থের এবং তৎপত্নীর সাধ যে ঐ ছেলে বড় পণ্ডিত হইবে, খুব ভাল লোক হইবে, উচ্চ সাধক হইবে এবং উহার সুযশে ঐ প্রদেশ পূর্ণ হইবে। ঐ গৃহস্থের ও তাহার পুত্রের ও পত্নীর যত্নে পথিকদ্বয় কয়েকদিন পরম সুখে সেখানে বাস করিলেন। একদিন অর্দ্ধরাত্রে যুবক আস্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করিল। সঙ্গী মৌলবী জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। তিনিও উঠিয়া নিঃশব্দে যুবকের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যুবক অন্দরে প্রবেশ করিল এবং নিদ্রিত গৃহস্থপুত্রের গলা টিপিয়া ধরিল। অস্ফুট শব্দে ভগবানের নাম উহার মুখ হইতে একবার নির্গত হইতেই ঐ গৃহস্থের নয়নানন্দদায়ক হৃদয়ের ধন, পৃথিবীর একমাত্র আশা—ঐ সুপুত্র দেহত্যাগ করিল!

যুবক আস্তে আস্তে নিজের শয্যায় ফিরিয়া আসিলে মৌলবী কাতর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি না, আমি ফিরিয়া ঘরে যাইব।" মৌলবি ঐ বাড়ীর বাহির হইলেন।

যুবকও মৌলবির পশ্চাতে পশ্চাতে গেল এবং বলিল, "আমি ফেরেস্তা (দেবদূত)। ভগবানের আদেশে তোমাকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলাম। আরও কিছুদিন সঙ্গে থাকিলে আরও দেখিতে ও বুঝিতে পারিতে।

"[ক] ঐ নাবিকদ্বয় অনেক নিরীহ আরোহীর গাঁঠরির জিনিস লইবার জন্য ঐ বৃহৎ নদীর মধ্যস্থলে তাহাদিগকে ফেলিয়া দিয়াছিল; উহাদের কালপূর্ণ এবং পাপপূর্ণ হইয়াছিল।

"[খ] ঐ কৃপণের নিকট সকলেই যাচ্ঞা করে; কেহ কিছু স্বেচ্ছায় উহাকে দেয় নাই; সেরূপ দেওয়ায় সুখ হইতে পারে বলিয়া উহার বিশ্বাসই ছিল না এবং দান পাইলে কিরূপ সুখ হয় তাহা জানিত না। এখন ঐ কটোরা দানের কথা ভাবিয়া তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিত্রাণের উপায় হইবে। লোকটা কৃপণ মাত্র, পরপীড়ক নহে।

"[গ] যাহার রত্ন কটোরা লইলাম তাহার দানের ভিতরে ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব মিশ্রিত ছিল। ঈশ্বর কৃপায় রত্ন কটোরা হারান অবধি ঐশ্বর্য্য দেখানর দিকে তাঁহার আর ঝোঁক নাই; তাঁহার আতিথেয়তা এখন নির্ম্মল হইয়াছে।

"[ঘ] ভদ্র গৃহস্থটী এবং তাঁহার পত্নী এবং উহাদের ভাল ছেলেটী ঈশ্বরের দয়া বিশেষ ভাবেই পাইল। ঐ পুত্রের জন্য উহার পিতামাতার মন এত বয়সেও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দিকে যায় নাই। পুত্রের প্রতি মমতা এবং তাহার পার্থিব যশের আশার জন্য উহাদের মন পৃথিবীর বিষয়েই অধিক পড়িয়াছিল; এইবার তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। উহারা পুত্রের জন্য ধন দৌলত, আমোদ প্রমোদ, ধূমধাম কিছুই চাহে নাই; চাহিয়াছিল পুত্র সুপণ্ডিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ ভদ্রলোক হইয়া ঈশ্বরের

কৃপা প্রাপ্ত হয়। যাহা উহারা চাহিয়াছিল এবং যাহা ঐ পুত্রও প্রাণ ভরিয়া চাহিতে শিখিয়াছিল, তাহা শ্রীভগবানের কৃপায় এখনই হইল। সে ঈশ্বরের কৃপায়, শাস্ত্রের বাক্‌জালের অংশে অধিক দৃষ্টি দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার বা সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে মোহে বদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই, ভাল লোক এবং ভগবদ্ভক্ত থাকিয়া একেবারেই মুক্তি পাইল।

"মঙ্গলময় সকলেরই সাহায্যের ব্যবস্থা সর্ব্বদা করিতেছেন। যেখানে তাহা বুঝিতে পার না, সেখানেও গূঢ় ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। যাহারা জন্মান্তর মানে তাহারা সঙ্গত ভাবে সকল দোষ স্বকর্ম্মের উপরেই দেয়—উহা ভক্তিরই লক্ষণ। উহাতে মঙ্গলময়ের উপর দোষারোপ চেষ্টা অণুমাত্রও নাই। ফলতঃ মতবাদের তর্কে কোন ফল নাই। সকল মতবাদই বলে—'ভক্তিভাবে সৎপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।'

১৬০। নির্ভর।

তুমি দিয়াছিলে নাথ! তুমিই লয়েছ ফিরে!
কেন হাহাকার তাহে কেন ভাসা আঁখি নীরে?
যে ক'দিন কাছে ছিল তা'রি আশা তা'রি প্রীতি,
তা'রি নিরমল শান্তি; তাহারি মধুর স্মৃতি,
আজি যে জাগিছে হৃদে এও কি সামান্য দান!
এইটুকু পেয়ে যেন পরিতৃপ্ত রহে প্রাণ।
সূক্ষ্ম দৃষ্টি দাও প্রভু! হৃদয়েতে দাও বল,
অশুভ না হেরি যেন তব কার্য্যে হে মঙ্গল!

নির্ঘণ্ট।

[বিষয়ের সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; পৃষ্ঠার সংখ্যা নহে।]

বিষয়			সংখ্যা।

বিষয়			সংখ্যা।